SHERPUR BIVARANA

OR

AN ACCOUNT OF THE SHERPUR PARGANA, DISTRICT MAYMANSINGH.

IN BENGALI.

BY

HARA CHANDRA CHAUDHURI.

"What's amiss I'll strive to mend,
And endure what can't be mended."

Issac Watts.

Part I.

DESCRIPTIVE GEOGRAPHY.

Calcutta:

RINTED BY B. N. DEY, SCHOOL BOOK PRESS,
32/1, BEADON STREET, EAST CORNER.

1872.
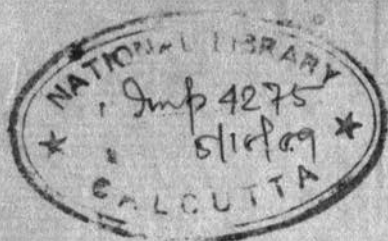
সেরপুর বিবরণ।

অর্থাৎ

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত
সেরপুর পরগণার বিবরণ।

শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরি প্রণীত।

"স্তুবন্তি গুর্ব্বীমভিধেয় সম্পদং
বিশুদ্ধিমুক্তে রপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতিস্থিতায়াং প্রতি পূরুষং রুচৌ
সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ॥"

ভারবি।

প্রথম ভাগ।

সেরপুর পরগণার ভূ-বৃত্তান্ত।

কলিকাতা।

বিডন ষ্ট্রীট ৩২।১ নং ভবন স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীভোলানাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৭৯ সাল, ১৭৯৪ শক।

"Oh, I have travell'd far and wide,
O'er many a distant foreign land;
Each place, each province I have tried,
And sung and danced my saraband.
But all their charms could not prevail
To steal my heart from yonder vale."

Henry Kirke White.

বিজ্ঞাপন।

সেরপুর আমার জন্মভূমি ও বাসস্থল। ইহার সহিত বিষয় সংশ্রবও আছে। এই নিমিত্ত এ পরগণার সবিস্তর বিবরণ জানিবার জন্য আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মে। তদনুসারে কিছুকাল হইল তদীয় বৃত্তান্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। সম্প্রতি সেরপুর বিবরণের প্রথমভাগ (সেরপুর পরগণার ভূবৃত্তান্ত) মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে প্রয়োজন বোধে স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণও সন্নিবেশ করা গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে সেরপুরের ইতিহাস বাহুল্যরূপে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এতদ্বিষয়ে কোন পুস্তক না থাকাতে প্রায় সমুদায় বিবরণই নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; সুতরাং এ পুস্তকের কোন কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। পাঠকগণ যদি কোন ভ্রম দেখিতে পান, আমাকে লিখিয়া জানাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

দূরদেশে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য নিস্পন্ন হওয়াতে পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ ঘটিয়াছে। অধিকন্তু মানচিত্রখানি ভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইঙ্গরেজি সরবে মেপ হইতে

অনুবাদিত হওয়া প্রযুক্ত গ্রাম ও নদ্যাদির নামের অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে। এই সকল দোষের সম্পূর্ণ পরিহার হইবার সম্ভাবনা নাই; তথাপি নিতান্ত আবশ্যক স্থলের শুদ্ধিপত্র দেওয়াগেল। ইতি।

সহর সেরপুর।
ভাদ্র ২২এ
শকাব্দাঃ১৭৯৪

শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী।

প্রীতিভাজন

সেরপুর বাসি গণের হস্তে

এই পুস্তক খানি

সাদরে সমর্পিত

হইল।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	এখনকার	এখানকার
,,	৬	তদায়	তদীয়
৪	১৭	নিলখিয়াপেড়োগড়	নিলখিয়াপোড়াগড়
,,	১৮	সত্ত্বা	সত্তা
৭	২	চরা, রাঙ্গটিয়া, কুম্ভিগাঁও, গাজুনি, কারামুড়া, বালিজুরি	চুড়া, রাঙ্গটিয়া, গাজুনি, বলিজুরি-খাড়ামুড়া;
,,	৫	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
,,	,,	১৮৬০সালে আবার	১৮৭০ সালে
৮	৪-৫	সেরপুর উঃনিঃ ২৬°৬′ এবং পুঃ দাঃ ৯০°৬′ কলায় অবস্থিত।	সেরপুর উঃনিঃ২৪°৫২′ হইতে ২৫°৪১′ এবং পুঃ দ্রাঃ ৯০°১′ হইতে ৯০° ৩১′ কলাপর্য্যন্ত বিস্তৃত
,,	১৬	ইংলণ্ডের	ইংলণ্ডে
১০	৮	পর	পুর
১৪	১১	পুরুষেরা	পুরুষেরা
,,	,,	লাঙ্গশা	লালসা
,,	১৯	সাগরিদি	সাগরদি
১৬	১১	গুয়াতলা, গোবিন্দপুর	গুয়াতলা,
,,	১৭	খিলাগাহা, ভাড়েরা	খিলাগাছা,
১৮	১৮	জঙ্গলদি,ও ডুবলাই, প্রভৃতি	ও জঙ্গলদি প্রভৃতি
,,	,,	বাছুর আলগা	বাছুর আলগি
১৯	১৭	সূতীওখড়িয়া প্রভৃতি	ও সূতী প্রভৃতি
২১	৬	চণ্টনিয়া	চণ্ডনিয়া
,,	১০	†	*

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১	হনকান্দা, কোটরা	ছনকান্দা কোটরা
২৭	১	কিয়দ্দর	কিয়দ্দূর
৩২	৩	সোপান	সোপান্
৩৩	৮	ঘোষপেড়মণিকুড়া	ঘোষপেড়, মণিকুড়া,
„	৯	খয়রাকুড়ি, গাঙ্গ পারিয়াকান্দা	খয়রাকুড়ি-গাঙ্গপারিয়া কান্দা,
৩৪	৩	কুলবাড়িয়া, ভতলঙ্গকুড়া	ফুলবাড়িয়া-ভতলঙ্গকুড়া,
৪৪	১৪	স্বাস্থকর	স্বাস্থ্যকর
৪৫	৫	আক্রমক	আক্রামক
„	১১	রুক্ষ্ম	রুক্ষ
৪৬	১৮	নিম্ন	নিম্ম
৪৮	৭	প্রদেশে	প্রদেশ
৫১	১৮	কচ	কচু
৫৭	১০	বন্দোপোষা	বন্দে পোকা
„	২২	১২৭০	১২৭৩
৫৮	৪	অগেড়া	আগড়া
৫৯	২৮	লালরেখানলটিয়ার	লালরেখা। নলটিয়ার
৬১	১	ইঙ্গনা	ইঙ্গল।
„	২০	বিস্তত	বিস্তৃত
৬৩	৯	সুধাবদাতঃ—	সুধাবদাত—
৬৯	৪	সম্পাক	সম্পার্ক
৭১	৫	তলুকদারান	তালুকদারান
„	২৪	নপগোয়া	নওগোয়া
„	„	জলকাছাটিয়া	জলকাছাটিয়া
„	২৬	য়ালি	য়ালি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
„	২৮	১১৭৮ সালের ৷৷/ ও ৷৶০ আনার বাটোয়ারা।	১০৮১সনের তুমার জমা।ঐ কাগজে কতক-গুলি বিষয় বাজে সারের শ্রেনীতে লিখিত আছে। তদ্বিশেষ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।
৭২	২৪-২৫	১০৮১সনের তুমার জমা।ঐ কাগজে কতকগুলি বিষয় বাজে সায়ের শ্রেনীতে লিখিত আছে, তদ্বিশেষ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।	১১৭৮সনের ৷৷/০ও৷৶০ আনার বাটোয়ারা।
৭৯	২	বঘুনাথপুর	রঘুনাথপুর
„	১৯	বড়ী	বাড়ী
৮৫	৩	স্বর্ণকার	গন্ধবণিক,
„	৪	কলতা; লগ্নাচার্য্য	কলতা; অগ্রদানি, লগ্নাচার্য্য,
„	৫	চূর্নিয়া	চুণিয়া
৮৬	৫	ধর, এবং	ধর, বারৈকান্দির রায় এবং
„	৯	বা থাইবদাস	বাথাইরদাস
„	১০	গণ্ড, এবং	গণ্ড, কোল্লরনওগোরার কোঙর এবং
৮৭	১৬	ঠৈয়দ,	ছৈয়দ,
৮৮	২	সধনে	সাধনে
৮৯	১	বটীর	বাটীর
৯০	১৬	দৈউশি	দেউশি
„	২০	স্বোপাজিত	স্বোপার্জ্জিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	৯	মাংশের	মাংসের
৯৫	৩	লোমদানিদের	লামদানিদের
৯৬	১০	প্রান্তর	প্রান্তর
৯৮	১০	পূজোপকে	পূজোপলক্ষে
১০৬	১৫	সানান্য	সামান্য
১১৩	৪	ভভাযুক্ত	তাভাযুক্ত
১২৫	১৮	(পঁখরিয়া)	(পুখরিয়া)
১২৬	১	খোয়া	খেয়া
১২৮	১৮	ছোধুরী	চৌধুরী
,,	২৩	গ্রস্থকার	গ্রন্থকার
১৩৩	১	৩২৬৬৭।৶৹	৩২৭৭১
,,	৪	৪৯৮০৸৶৹	৫০৮৪৷৹
,,	৫	৪৯৯৪৷৶৹	৫৯৪৯৷৫
১৩৭	৮	সহরনেপুর	সহর সেরপুর
১৫৬	১	গজন	গর্জ্জন
১৬৩	১০	গোবিন্দপর	গোবিন্দপুরি
,,	১৪	ভটপর	ভটপুর

শুমার জমাস্থলে তুমার জমা ও গৈদ স্থলে গের্দ পড়িতে হইবে। ৩৬।৩৭।৩৮ পৃষ্ঠার শিরোনাম খাল এবং ৩৯।৪০।৪১ পৃষ্ঠার শিরোনাম বিল হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

সীমা।

সেরপুর পরগণার (১) উত্তর সীমা গোয়ালপাড়া জিলার অন্তর্গত কড়ইবাড়ি পরগণা ও গার পর্ব্বত

(১) এখনকার বৈদ্য কুলোদ্ভব নন্দি বংশীয় আদি ভূম্য-কারি রামনাথ চৌধুরির শ্রীকৃষ্ণনামা পুত্র জমিদারি শাসন রিতেন। বর্ত্তমান নন্দি জমিদারেরা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। জমি-রির মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গ্রাম তদীয় ভ্রাতা শ্রীবল্লভের ধীনে ছিল। প্রায় দ্বিশত বর্ষ অতীত হইল, বল্লভ-তনয় রামগোবিন্দ াহাতে অধিকারী হন। ঢাকা জিলার অন্তঃপাতি কোণ্ডা নিবাসী কৃষ্ণজীবন মজুমদার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার অমাত্য বা পারিষদ লেন। একদা রামগোবিন্দ গঙ্গাতীরে গমন করেন, তৎকালে জুমদারও সহচর ছিলেন। তথায় উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া রাম-োবিন্দ কাল-কবলে নিপতিত হন। কথিত আছে তাঁহার পীড়িতা-স্থায় কৃষ্ণজীবন সমুচিত শুশ্রূষা করাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধিকৃত গ্রামগুলি অর্পণ করেন, কিন্তু এ কথায় সর্ব্ব সাধারণের দৃঢ় শ্বাস হওয়া সম্ভাবিত নহে, বোধ হয়, এই কারণেই সেরপুরের দানীন্তন ভূম্যধিকারী, কৃষ্ণজীবনকে ঐ সকল গ্রাম অধিকার করিতে ন নাই। পরিশেষে রামকেশব মজুমদার ভাগ্যক্রমে এ পরগণার নুনগো হইয়া বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। নবাবের কর্ম্ম-

প্রদেশ (২) ; পূর্ব্ব সীমা ময়মনসিংহ জিলাস্থ সুসঙ্গ পরগণা ; দক্ষিণ সীমা সুসঙ্গ, আলাপসিংহ ও পুখরিয়া পরগণা ; এবং পশ্চিম সীমা পুখরিয়া ও রঙ্গপুর জিলার অধীন পাতিলাদহ পরগণা (৩)।

চারির সহিত বৈরভাব পোষণ অকর্ত্তব্য বিবেচনায় সেরপুর-ভূস্বামী তাঁহাকে গ্রাম গুলি প্রদান করেন। মজুমদার গোষ্ঠীর নিবাস কোণা গ্রাম সাগরদি পরগণার অন্তর্গত, এজন্য ঐ সমস্ত গ্রাম সাগরদি পরগণা বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। সাগরদি হুজুরি তালুক শ্রেণীতে পরিগণিত এবং তরফ গুয়াতলা ও তরফ কোকাইল এই দুই ভাগে বিভক্ত। সাগরদির ভূমি পরিমাণ ১৯৬৭৫ একর ১ রুড ২১ পোল।

(২) সেরপুরের উত্তর সীমায়, পশ্চিম দিকে কড়ইবাড়ি পরগণা ; পূর্ব্বদিকে গার পর্ব্বত প্রদেশ অবস্থিত। সেরপুরের উপশৈল সমূহে গার জাতির বসতি দেখিয়া ঐ সমস্তকে গার পর্ব্বত কহা ভ্রম মাত্র। এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে "গার পর্ব্বত" নহে। ইহাদিগকে "সেরপুরের পাহাড়" কহে। ইহারও উত্তরে গার পর্ব্বত প্রদেশ। গার পর্ব্বত পুঞ্জের প্রাচীন নাম গারা শৈল *। সেরপুরের পাহাড়ের সহিত ইহার কোন সংশ্রবই নাই। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে রামরাই, নর্ত্ত মুরিও, নলিয়ঙ্গ, ওসিমলা এবং কাইরিম প্রভৃতি কতকগুলি গার সর্দ্দার তথাকার অধিকারী জানা যায় †। পক্ষান্তরে সেরপুরের পাহাড়ে এই পরগণার ভূস্বামীগণ চিরকাল অধিকারী আছেন ‡।

সেরপুর প্রভৃতি পরগণার কতক ভাগ লইয়া, গার পর্ব্বত প্রদেশ এক্ষণে "গার হিলস্" বা "গার পর্ব্বত" নামক জিলারূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার প্রধান নগর তুরা।

(৩) পরগণা মাত্রেরই পার্শ্বস্থিত পরগণার সহিত সময় সময়ে সীমা সংক্রান্ত বিরোধ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। সেরপুর

* ১৭৮৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২৩৬ পৃঃ।
† থরণ্টন সাহেবের গেজেটিয়র অব ইণ্ডিয়া ৩২৫ পৃঃ।
‡। বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে কৃত (১০৮

হ প্রতিবেশি অন্যান্য পরগণার মধ্যেও, পার্শ্বস্থ এবং ছিটা ভূমি * পলক্ষে এইরূপ অনিবার্য্য সীমা-বিবাদ হইয়া আসিয়াছে। মোটা াটি বলিতেগেলে, আলাপসিংহ ও পুখরিয়ার সহিত দক্ষিণ ংলে, পাতিলাদহের সহিত পশ্চিমে, সাগরদীর সহিত উত্তরে ও ন্যত্র, এবং কড়ইবাড়ির সহিত নিরবচ্ছিন্ন উত্তর দিকে, এই বিবাদ ইয়াছে।

১১৯৪ অব্দে আলাপসিংহের সহিত, সীমা ঘটিত এক ঘোরতর বাদ হয় †। ১৮৫৬। ৫৭ খৃঃ অব্দে (১২৬২। ৬৩) সেরপুরের থাক ।। ঐ সময় এ পরগণার বরেয়া, গনই ভরুয়া পাড়া, জালালপুর, ং ঘাশি গাঁয়ের সহিত, আলাপসিংহ-তপে সাত সিকার পাকু- য়া, ও গণপতি প্রভৃতি গ্রামের সীমা লইয়া বিরোধ হইয়াছিল ‡।

রাজা রামকৃষ্ণ, পুখরিয়ার অন্তর্গত বলিয়া, এ পরগণার চর নয়া- দ, সাইলামপুর ও পাঠা কাটা প্রমুখ গ্রাম নিবহের ভূমি অন্যায়তঃ ধিকার করিয়াছিলেন। সেরপুর-ভূস্বামী প্রতাপনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র ও ামনারায়ণ চৌধুরী তদ্বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এদিকে মকৃষ্ণের জমিদারি পুখরিয়া পরগণা নিলাম হইয়া গেল, এবং লাম ক্রেতা ভূবেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর বিবাদির স্থলবর্ত্তী হইলেন। ৯৬ খৃঃঅব্দের ২৯এ জুলাই (১২০৩। ১৬ই শ্রাবণ) ময়মন

নর) শুমার জমা; ১২০২।৭।১২ সনের পঞ্চসনা; ক্রোক কাচারি ও টোয়ারার কাগজ; ১১৯৬।৯৭ সনের হকিকত জমা; ১৮৪২ সনের জুলাই ১৮৩৫ সালের ২৩এ এপ্রিল ও ১৮৪৩ সনের ১৪ই র্চ্চের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কানুনের রোবকারী প্রভৃতি।

* এক পরগণার মধ্যস্থিত অন্য পরগণার ভূমি খণ্ডকে ঐ পরগ- র ছিটা ভূমি কহে।

† ১১৯৪। ১৩ ই মাঘের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরির একরার।

‡ ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্রের ১২৬৩ সনের ৮ই শ্বিন ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ রায়ের ১৮৫৭ সনের ১৮ই এপ্রিল ত্যাদি তারিখের রোবকারি সকল।

সিংহের জজ মেঃ ওয়ালটর মেকগোয়েব সাহেবের বিচারে সের
জয়ী হন। ঐ সময় নারায়ণ খলা-সুতির দক্ষিণে পুখরিয়া এবং উক্ত
সেরপুর এরূপ সীমা স্থির হইয়াছিল *।

সেরপুরের জমিদার সূর্য্য নারায়ণ চৌধুরি ও ভারত-বিখ্যা
রাণীভবানীর পতি রাজা রামকান্তের সহিত—পাশ্চমোত্তরে, পাতি
লাদহ পরগণার অন্তর্গত রামরামপুর ও সেরপুরের অধীন খানু
কামালপুর অবধি—পূর্ব্ব দক্ষিণে পাতিলাদহের অন্তর্গত শ্যামপুর
সেরপুরের অন্তঃপাতি লতারিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত ভূভাগ মধ্যে ব্রহ্মপু
নদের সিকস্ত পয়বস্ত ভূমির সীমা লইয়া পরস্পর বিবাদ সমুপস্থি
হয়। অনন্তর ১১৫২ অব্দের ৭ই অগ্রহায়ণ পাতিলাদহের কা
মহম্মদ রজার নিকটে উক্ত নদের পশ্চিম তটের ও বহুদূর পর্য্য
সেরপুরের অন্তর্গত গোয়াল গাঁও ও বলদিয়ার চরের সীমা অবধারি
হইয়া এক সন্ধিপত্র সমর্পিত হয় †। ইহার পর পাতিলাদ
পতি ফুলকার চর, বাঘের চর ও নিলখিয়া প্রভৃতি সাত গ্রাম স্বন
ও নামান্তরে অধিকার করাতে আর একটী বিবাদ সূচনা হয়। সে
পুরের ভূম্যধিকারিগণ বলেন, ফুলকার চর চকরন্দী ও শিমুল চর
এবং নিলখিয়াপোড়া গড় ও মাঞ্জালিয়ার অন্তর্গত স্থান, উহাদিগে
স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। এই বিবাদের তথ্যানুসন্ধান নিমিত্ত মপস্বলে এক
জন আমিন আগমন করেন। আমিন-সকাশে সমুচিত প্রমাণাদি প্রদা
করিবার জন্য ১২০১ সনের ১১ ই ভাদ্র অত্রত্য জমিদারেরা পরস্প
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠে ইহাও অবগ
হয় যে চর কাউড়িয়া এবং গোয়াল গাঁয়ের পশ্চিমস্থ ভূমি সকল
সে সময়ে নির্ব্বিরোধ ছিল না। থাকের সময় পাতিলাদহের সহি
এ পরগণার অন্তর্গত গোয়াল গাঁও-বাটাবোড়, চক্ গোয়াল গাঁও
জানকীপুর প্রভৃতি কয়েক গ্রামের সীমা সম্বন্ধে বিবাদ হইয়াছিল।

একদা দাগরদি—তরফ গুয়াতলার অন্তঃপাতি শিংসা পা
এবং সেরপুরস্থ মহা ঋষি দ্বারের অন্তর্গত টেপাটঙ্গ পাড়ার পরস্প

* উক্ত নিষ্পত্তি পত্র।
† উক্ত রফানামা।

মা লইয়া বিরোধ হইয়াছিল। ১২১১ অব্দে তাহা সন্ধি ক্রমে
ষ্পন্ন হওয়ার প্রস্তাব হয়*; অপর ১২৪১ সনে সেরপুর ও সাগর-
র অধীন দর্শা নামক গ্রাম দ্বয়ের সীমা উপলক্ষে গোবিন্দচন্দ্র
ধুরী ও জয়চন্দ্র মজুমদারের মধ্যে এক ভীষণ বিবাদ হইয়াছিল†।
কড়ই বাড়ি ও সেরপুরের জমিদারগণ মধ্যে যাদৃশ বিবাদ বিসংবাদ
য়া গিয়াছে এরূপ আর কোন পরগণার সহিত হয় নাই। উভয়
রগণার জমিদারেরা স্বয়ং যুদ্ধ করিতে যাইতেন। এই সকল ক্ষুদ্র
দ্ধ ধনুর্ব্বাণাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহৃত হইত। এ পরগণার ভূম্যা-
দিগের মধ্যে কীর্ত্তি নারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র, বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ চৌধুরী
ভৃতি কয়েক জন বিলক্ষণ সংগ্রাম-নিপুণ ছিলেন। অদ্যাপি
াহাদিগের কাহার কাহার শরকার্ম্মুকাদি বর্ত্তমান আছে। কড়ই
ড়ির জমিদারগণ ও পার্ব্বতীয়েরা সময়ে সময়ে যে আক্রমণ করিত,
ন্নিবারণ মানসে লাউচাপরার অন্তর্গত কুকুরমোরা, নাকগাঁও এবং
াম গাঁও প্রভৃতি কয়েক স্থানে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ বা কিল্লা সকল
পিত হয়, এখনও কোন কোন স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া
য়। ১১৮২ অব্দে কড়ইবাড়ির জমিদার, সেরপুরের কতকগুলি
ম বল পূর্ব্বক অধিকার করাতে, কীর্ত্তি নারায়ণ চৌধুরী স্বয়ং ঐ
ৎপাত প্রশমনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে উভয় পক্ষে
লে সংগ্রাম হইয়া বিস্তর মনুষ্য হতাহত হয়। ইহার পর সীমা
া করিবার নিমিত্ত জীব নারায়ণ ‡ ও জীব নারায়ণ প্রত্যাগত
লে প্রতাপ নারায়ণ ‡ চৌধুরী কিল্লায় গমন করিয়াছিলেন §;
০৯ ও ১২১০ সনে কড়ইবাড়ির জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
পুরের ভোগাই, খলঙ্গ ও মহা ঋষি দ্বারের অন্তঃপাতি চন্দ্রা-

---

* রাজচন্দ্র চৌধুরি প্রভৃতির একরার।
† দর্শার মোকদ্দমার রোবকারি।
‡ ইহাঁরা কীর্ত্তি নারায়ণের পিতৃব্য পুত্র।
§ ১২২২ সালের ১৭ ই শ্রাবণের ব্রজনাথ চৌধুরীর জবানবন্দী।

পাড়া, বান্দ্রা পাড়া, বামন পাড়া, লক্ষ্মীপাড়া, মাগুরা পাড়া
গাম্ভারী পাড়া প্রভৃতি পঁচিশ খান পাড়া, তাঁহার কড়ইবাড়ি পরগণ
অন্তর্গত, এবং সেরপুরের ভূস্বামীগণ ঐ সকল হইতে তাঁহাকে অ
কার-চ্যুত করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করেন *। ১২১৩ অব্দে
৩রা আশ্বিন বিচারে তাঁহার পরাজয় লাভ হয়।

খাসুয়া কামালপুর অবধি ভোগবতী নদীর পশ্চিম পার পর্য্য
সেরপুরের উপ পর্ব্বত সমূহ ও তন্নিম্নস্থ বহুতর ভূমি অত্রত্য জ
দার গণের অজ্ঞাতসারে ডেবিড স্কট সাহেবের প্রসিদ্ধ ও প্রামাণি
মানচিত্রের বিপরীতে গোয়াল পাড়া জিলার অন্তর্গত কড়ইবা
পরগণাস্থ " সরকারি নজরানা মহালের " সহিত থাক হয়
কিন্তু ঐ সকলে পূর্ব্বাপর অত্রত্য জমিদারগণের অধিকার চলি
আসিতেছিল। ভোগবতীর পূর্ব্ব কুল হইতে ঘোষ গাঁ
পর্য্যন্ত পরগণার পূর্ব্বভাগের থাকে প্রায় কোন গোলযোগ
নাই †। কিন্তু বোর্ডের ১৮৫৮ সনের ৩রা নবেম্বরের ও বাঙ্গা
গবর্ণমেণ্টের ১৮৬১ সনের ২৬এ জুনের ৬৫১A সংখ্যক আ
ক্রমে ‡ পূর্ব্ব ভাগের যথার্থ থাক অন্যথা এবং পশ্চিম ভাগে
অন্যায় থাক অবলম্বন করিয়া সীমাচ্ছলে এক লোহিত রে
মান চিত্রে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাতে ঘোষ গাঁও-গানই বয়
(বিলাত ও গারোয়ান), ডুমনিকুরা, আরনা তলি, কড়ইতল
গাছুয়া পাড়া, কাটাবাড়ি, চারিপাড়া, ফুলবাড়ি, ততলঙ্গ কুড়া, ন
কুড়া, ছিট পর্ব্বত, বড়গাঁও, ডাবুয়া, বরমা পাড়া, খাত্রা কোনা, মহি
লেটি, (বিলাত ও গারোয়ান) বানাই চেরঙ্গ পাড়া, ধন্ ভাঙ্গা, পা

---

* মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর আরজী।

† অর্থাৎ উপ পর্ব্বতাদির প্রতিবন্ধকতা হেতু যে পর্য্যন্ত অ
না হওয়া গিয়াছিল সে পর্য্যন্ত উপযুক্ত রূপেই থাক করা হইয়াছি
তবে যদি উক্ত বাধকতা নিবন্ধন কোন ভূমি থাক হইতে না পা
থাকে তাহা বলিতে পারা যায় না।

‡ সেরপুর পরগণার সরবে মেপ।

তা, গোবরাকুড়া, কচুয়াকুড়া, ধোবাঝুরি, যক্ষমকুড়া, বুকঙ্গা, সমস-
া, রাঙ্গটিয়া, কুত্তি গাঁও, গাজুনি, কারামুড়া, বালিজুরি, ও
উ চাপড়া, প্রভৃতি গ্রাম মধ্যে কোন কোনটি সম্পূর্ণ, অবশিষ্ট
লির কিয়দংশ তথা সমগ্র ভোগাই থলঙ্গ ও মহা ঋষি
র উপরোক্ত রেখার উত্তরে পড়িয়াছে। ১৮৬০ সালে আবার
স্ত সংস্থাপন দ্বারা ঐ সীমা বিশেষ রূপে স্থিরীকৃত হয় * ।
৬২ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গোয়ালপাড়ার এজেণ্ট সর-
াহকার পশ্চিম ভাগের থাক উপলক্ষে তন্মধ্যস্থ স্থান সকল
ড়ইবাড়ির "নজরানা খাস মহাল" ভুক্ত বলিয়া অত্রত্য জমিদার
কে কর গ্রহণ করিতে বারণ করেন। ১৮৬৩ সনের জানওয়ারি
সে এজেণ্ট গবর্ণরের আসিষ্টাণ্ট সাহেব জমিদারদিগের স্বত্বাধিকার
ুসন্ধান করার জন্য হালুয়া হাটি গ্রামে আইসেন। তিনি জমি-
রদিগের নানা নিদর্শন ও প্রমাণ গ্রহণানন্তর এই আদেশ করেন
দ্বিতীয় আজ্ঞা পর্য্যন্ত সরবরাহকার ঐ সকল স্থানে হস্তক্ষেপ
রিতে ক্ষান্ত থাকে আর ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্ববৎ কর গ্রহণ করিতে
কুন। আসিষ্টাণ্ট সাহেব স্বত্বাধিকার ঘটিত নিদর্শন সকল লইয়া
রূপ আজ্ঞা করিয়া গেলে জমিদারেরা পূর্ব্ববৎ করগ্রহণ করি-
ছিলেন, ইতি মধ্যে ১৮৬৯ সনের গার পর্ব্বত সম্বন্ধীয় ২২ আইন
ধিবদ্ধ হইল। ঐ আইনের ৪ ধারায় গার পর্ব্বত প্রদেশের এই সীমা
খিত হইয়াছে "উত্তর ও পশ্চিম সীমা গোয়ালপাড়া জিলা,
ক্ষণ সীমা রাজস্ব সংক্রান্ত জরিপি কর্ম্মকারকদের নির্দ্দিষ্ট সীমা-
ত ময়মন সিংহ জিলা ও পূর্ব্ব সীমা খাসিয়া পর্ব্বত" †। এইরূপে
র্বোল্লিখিত লোহিত রেখার উত্তরস্থিত সমস্ত স্থান নূতন গার পর্ব্বত
লার অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৮৭০ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারির ১০৭৬
খ্যক পত্রে ‡ গবর্ণমেণ্ট ঢাকার কমিসনরকে লিখেন, রেবিনিউ
বের নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে কোন ভূমিতে কেহ যেন হস্তক্ষেপ

---

* ১৮৬০ সনের ১১ জানুওয়ারির কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানা।
† ১৮৬৯ সনের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৩১৩ পৃঃ।
‡ ঐ পত্রের প্রতিলিপী।

আকৃতি, পরিমাণফল, ও লোক সংখ্যা।

সেরপুর পরগণার আকৃতি অনিয়মিত ত্রিভুজ, পূর্ব্ব পেক্ষা পশ্চিম দিক্ সমধিক প্রশস্ত ; অতএব পূর্ব্ব দিক্ উল্লি খিত ত্রিভুজের শৃঙ্গ এবং পশ্চিম দিক্ উহার ভুমি বলি পরিগণিত হইতে পারে। সেরপুর উঃ নিঃ ২৬°৬′ এ পূঃ দ্রাঃ ৯০°৬′ কলায় অবস্থিত।

বর্ত্তমান মান চিত্রানুসারে* সেরপুর পরগণার বৃহত্ দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে ধানুয়া কামালপুর হইতে ভুদ ন পর্য্যন্ত ৪৯ মাইল †; এবং বৃহত্তম পরিসর উত্তর দক্ষিণে ধানুয়া কামালপর হইতে লক্ষ্মীরচর পর্য্যন্ত ৩১ মাইল। এ পরগণার পরিমাণ ফল ৭৮৯.২৫ বর্গ মাইল, ভুমি পরিম

করিতে না পারে। ঐ সনের ১লা মার্চ্চ অবধি ২২ আইন প্রচলি হয় ‡। অনন্তর কোচ বিহারের কমিসনর ১০ ই জুন এই মর্ম্মে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, ২২ আইন প্রচলনে যাহাদিগের ক্ষ হইয়াছে তাহারা ৯০ দিনের মধ্যে স্ব স্ব ক্ষতির প্রমাণাদি উপস্থি করুক §। অত্রত্য ভুস্বামীগণ কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি ন ক্ষতির পরিমাণ সমেত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কেহ বা ইংলণ্ডে ভারত মন্ত্রীর নিকটে ২২ আইনের মহানিষ্টকর বিধান রহিত কর প্রার্থনা করিয়াছেন।

---

* ময়মন সিংহ জিলার সরবে মেপ।

†। ১৮ইঞ্চ পরিমিত হস্তের ৩৫২০ হস্তে ১মাইল, ১২৳ মাই (৮০০০ হস্তে) সচরাচর ১ ক্রোশ ধরা যায়।

‡ ১৮৭০। ২৬ এ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপন।

§ ঐ ঘোষণা পত্র।

০৫১১৯ একর ১ রুড ৪ পোল * ; এবং মৌজা সংখ্যা ৪৫ † । অধিবাসীর সংখ্যা ন্যূনাধিক ১২৫০০০ ‡ ।

ময়মনসিংহ জিলায় সেরপুরের তুল্য বৃহৎ পরগণা ার নাই (৪) ।

(৪) সেরপুরের বৃহত্ব প্রদর্শন জন্য ময়মনসিংহ জিলাস্থ পরগণা লের নাম ও পরিমাণ ফলাদি পর পৃষ্ঠায় প্রকটিত হইল § ।

---

* । ।৶১ ছয় ছটাক এক হস্তে ১ পোল ; ৪০ পোলে (৮০-৶ নের কাঠা দুই ছটাকে) ১ রুড । ৪ রুডে (৩/।৷০ তিন বিঘা আট- াকে) ১ একর । ১৮ ইঞ্চ পরিমিত হস্তের ৮০ হস্ত দীর্ঘ, ও ৮০ হস্ত স্থ ১ বিঘা । ন্যূনাধিক ৩৷৷০ সাড়ে তিন বিঘায় সেরপুর পরগণার ০ কোড় ।

† সীমা-প্রসঙ্গে যে লোহিত রেখার উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভুক্তরস্থ রগণার স্থান সকল ইহাতে ধরা যায় নাই, অপর কোন কোন ন অন্যান্য গ্রামের সহিত এক চক্রে থাক হওয়াতে মেপে ঐ স্ত এক মৌজা বলিয়াই গণনা করা হইয়াছে । বস্তুতঃ পরগণার ফমাণ ফল, মৌজা সংখ্যা ও ভূমি পরিমাণ এতদপেক্ষা আরও ধক হইবেক।

‡ সেরপুর পুলিস ষ্টেসনের এলাকায় ১৩৭৬৩খান বাড়ী ও ৮১৫ জন মনুষ্য । এই ষ্টেসনের অধীন সহর সেরপুরে ১৪৪৭ বাড়ী ও ৬২৯৬ জন মনুষ্য, তন্মধ্যে পুরুষ ৩৫১২ ও স্ত্রী ২৭৮৪ । পুর পুলিস ষ্টেসনের এলাকায় ৫৩৬০ খান বাড়ী এবং ২৬৮০০ মনুষ্য । দুর্গাপুর পুলিস ষ্টেসনের এলাকায় অনুমান ২৩০৮৯জন ।

§ ময়মন সিংহ জিলার সরবে মেপ হইতে গৃহীত।

সংখ্যা	পরগণার নাম	তৌজি সংখ্যা।	পরগণার পরিমাণ ফল।			
			একর	রুড	পোল	বর্গ মাইল
১	আলাপ সিংহ।	৬০১	৩২৬,৫৫৬	২	১১	৫১০.২৪
২	আটিয়া। ··· ···	৭৯৯	৪৪১.৩৩০	৩	৩৪	৬৮৯.৫৮
৩	বড় বাজু। ······	৬৬৯	১৮০০১১	১	৯	২৮১.২৭
৪	হোসেন সাহি।	৭০৭	২০৮২৭৬	১	৩১	৩২৫.৪৩
৫	জোয়ান সাহি।	১৪৬	১৫৭৭২২	০	৩১	২৪৬.৪৪
৬	জোয়ার হোসেন-পুর।	২৮৭	৮৭২৬৭	১	১৭	১৩৬.৩৬
৭	জফর সাহি। ···	৩৯৯	১৬২৩১২	৩	৩০	২৫৩.৬১
৮	কাগমারি। (দুই খণ্ডে)	৯২৬	২৫৬২২৫	৩	৪	৪০০.৩৫
৯	খালিয়া জুরি।	১৬৪	১৭১১৭৩	০	২৫	২৬৭.৪৬
১০	ময়মন সিংহ। ··	১১৪২	৩৮৬৪১৬	২	১৫	৬০৩.৭৮
১১	নসিরুজিয়াল।	২৮৪	১২৪২৬১	০	১৩	১৯৪.১৬
১২	পুখুরিয়া। ·····	৯৪৯	২৭৯৮৬৭	১	৪	৪৩৭.২৯
১৩	রণ ভাওয়াল।	২৭৯	২০৩৫৪০	০	০	৩১৮.০৩
১৪	সেরপুর। ·····	৭৪৫	৫০৫১১৯	১	৪	৭৮৯.২৫
১৫	সুসঙ্গ। ··· ·····	৯৫৪	৩৭৯৮৯৮	১	২৩	৫৯৩.৫৯
১৬	তপে হাজরাদি	৪০০	২০৬১২১	০	৩৭	৩২২.০৭

এই তালিকায় এ জিলার কোন কোন পরগণার নাম দৃষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু যে ১৬টি লিখিত হইয়াছে, তাহাই মুখ্য ও প্রা[illegible] অন্যান্য ক্ষুদ্র পরগণা উহাদিগেরই সংসৃষ্ট; তদীয় পরিমাণ ফ[illegible] আর পৃথক রূপে ধরা হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপপর্ব্বত, উচ্চ ও নিম্ন ভূমি, চর ভূমি।

উপ পর্ব্বত—খান্সুয়াকামালপুর ও মজুরচর ব্যতীত
রগণার সমুদয় উদীচ্যভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ পর্ব্বত পুঞ্জে
াকীর্ণ। উহারা অগণ্য কন্দর, বেগবান নির্ঝর, সমুর্ব্বর
াত্যকা, দুর্গমগিরি শঙ্কট, বিবিধ ফল কুসুমসনাথ আরণ্য
ক্ষলতা এবং উচ্চাবচজন্তু কলাপে পরম রমণীয় তথা নিবিড়
ঘমালার ন্যায়, পূর্ব্ব পশ্চিমে ন্যূনাধিক ৪০ মাইল স্থান
াপিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব সীমাস্থ ঘোষ গাঁও অবধি, প্রায়
হয়লেট পর্য্যন্ত এক উপ পর্ব্বত-শ্রেণী বর্ত্তমান। তাহা
তে ন্যূন কল্পে ৮টি প্রধান শাখা বহির্গত হইয়াছে; এবং
ত্তরস্থ ভোগাই দ্বার, থলঙ্গদ্বার, ও মহাঋষি দ্বারের উপ
াল সমূহ হইতে অন্যূন ২০টি শাখা বহির্গত হইয়া মহিষ-
টি অবধি পশ্চিম সীমাস্থ লাউ চাপড়া পর্য্যন্ত ভূভাগে
বেশ করিয়াছে। ইহাদিগের অধিকাংশই উত্তর হইতে
ক্ষণাভিমুখে সমাগত। উপ পর্ব্বত সমূহে ১০০—৩০০
় * উচ্চ টিলা সর্ব্বল নয়ন গোচর হয়।

ভোগাই দ্বার, থলঙ্গ দ্বার, ও মহাঋষি দ্বারের উপ-
র্ব্বত নিবহ সমধিক উচ্চ। ঐ সকল দ্বারে বড় চান্দাই,
াট চান্দাই, ঘিলাঝুরি, টিকিরিঝুরি, দলঙ্গগিরি, ও দামাল
রি প্রভৃতি অনেক বৃহৎ উপ পর্ব্বত আছে†। অন্যান্য

---

* ১২ ইঞ্চে ১ ফুট; ১৮ ইঞ্চে (১½ ফুটে) ১ হস্ত।

† বড়চান্দাই ও ছোটচান্দাই ভোগাই দ্বারে, ঘিলাঝরি ও টিকিরি-

বড় পাহাড় গুলি---ঘোষগাঁও, গানই, বরাখ * বড়গা
ডাবুয়া † ছিট পর্ব্বত, গাছুয়া পাড়া, কড়ই তলা, যা
কোণা, চারি পাড়া, মহিষলেটি, দাওধারা, বালিজুরি, ঝো
গাঁও ও লাউচাপড়া ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত।

এতদ্ভিন্ন তারাণি, কালাকুমা, কল্যাণকুড়া, আন্দার
পাড়া-বাইগরপাড়া, থল চান্দা, বুরুঙ্গা, সমস কোরা (প্রংস
চূড়া) গোমরা, রাঙ্গটিয়া, গান্দিগাঁও, গাজুনি, ছুদনই, ট
কোচা, মালাকোচা ও পানবর প্রভৃতি স্থানে স্
ক্ষুদ্র পাহাড় বা টিলা সকল দৃষ্ট হয়। ইহার ম
তারাণি ও পানবরের উপ শৈল দুটি সর্ব্বাপেক্ষা ছো
এবং বুরুঙ্গা, সমসচূড়া রাঙ্গটিয়া ও টাঁওকোচার পাহা
গুলি, অপেক্ষাকৃত বড়।

পাহাড় ও টিলা গুলি, সাধারণতঃ গ্রাম সকলের কিং
তদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ পাড়ার নামে অভিহিত হই
থাকে ‡।

ঝুরি থলঙ্গ দ্বারে, এবং দামাল গিরি ও দলঙ্গ গিরি মহাঋষি দ্ব
অবস্থিত। কথিত ভোগাই দ্বারে—আনাই পাড়া, বামন পাড়া,
চন্দ্রা পাড়া প্রভৃতি; থলঙ্গ দ্বারে—আখে পাড়া-খোম্ব পাড়া, মা
পাড়া, ও লক্ষ্মী পাড়া প্রভৃতি; এবং মহাঋষি দ্বারে—আগন পা
গাম্ভারী পাড়া, গৌরাঙ্গ পাড়া ও টেপাটেঙ্গ পাড়া প্রভৃতি অনেক
পাহাড় বা টিলা দৃষ্ট হয়।

* বরাখের পাহাড়ে, আন্দামারি ও মেকিয়ার পারের টিলা
৩০০ ফুট উচ্চ।

† বড়গাঁয়ের টিলা প্রায় ২৬০ ফুট উচ্চ। তন্নিকটে ডাবুয়া,
বড়গাঁও অপেক্ষা নিম্ন। সচরাচর এই দুইটী " বড়গাঁও ডাবুয়া "
এক নামে খ্যাত।

‡ ঘোষগাঁও অবধি মহিষলেটি পর্য্যন্ত সকল পাহাড়, তৎপশ্চি
(ভোগবতীর পূর্ব্বভাগস্থ কতিপয় স্থান সমেত) ভোগাই

উচ্চ ও নিম্ন ভূমি—উপ পর্ব্বত পুঞ্জ ভিন্ন সমস্ত পরগণা
ানান্যতঃ সমতল ; তন্মধ্যে উত্তর পশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্য-
াগ সবিশেষ উচ্চ, আর পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পাহাড়ের অধস্তন
ভাগ নিম্ন। কোন স্থানে পাহাড়ের অব্যবহিত নিম্নদেশে
বং কুত্রাপি তাহার কিঞ্চিদ্দূরে এক এক বন শ্রেণীর অন্তর
ন যবসাদি সঙ্কুল বহুদূর বিস্তীর্ণ সুনিম্ন স্থল সকল নয়ন-
াচর হয়। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটিই সমধিক বিস্তৃত।
কটি, পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাংশে মহাঋষি নদের পশ্চিমে
ারম্ভ হইয়া ঐ নদের পূর্ব্ব তটে রামনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত,
হা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৪ ই মাইল দীর্ঘ, এবং ধান শাইল,
পাঝোরা, প্রতাপনগর, ও কালীনগর প্রভৃতি গ্রামের
তক অংশ লইয়া পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা চতল বলিয়া
াত। এ স্থানে বন্য মহিষ ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু প্রায়শঃ
খিতে পাওয়া যায়। অন্যটি মধ্য প্রদেশে মালিঝীনদীর
ভয় তীরে অবস্থিত। ইহা নাকসি, সূর্য্যনগর, বালুঘাটা,
ণী গাঁও, যোগানিয়া, কাপাসিয়া শিমূলতলা, এবং মরিচ
াণ দিয়া উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৯ মাইল স্থান ব্যাপিয়া
াছে। অপর একটি আউয়ার খাল এবং হরিণ-ডেওয়া
মক বিল ও খালের পূর্ব্ব তটে, জিগা কান্দা ও খড়খড়িয়া
ন্দা গ্রাম হইতে আরম্ভ হইয়া, পূর্ব্বদিকে চাড়িয়া কান্দা
্যন্ত ; এবং উত্তরে মেখিয়ার কান্দা ও ডোম ঘাটা হইতে

ঙ্গ দ্বার, ও মহাঋষি দ্বারের উপ পর্ব্বত নিবহ ; ভোগাই দ্বার
ভৃতির সমধিক দক্ষিণস্থিত দাওধারা অবধি লাউচাপড়া পর্য্যন্ত
কাংশ পাহাড়ের কতকভাগ তথা কোন কোন গ্রামের কিয়দংশ
মান সরবেরেখার উত্তরে পতিত হইয়াছে। (সীমা সম্বন্ধীয়
ংখ্যক টীকা দেখ।)

দক্ষিণ দিকে বাঘমার গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা
দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে ন্যূনাধিক ৬ মাইল এবং প্রাশস্ত্য উত্ত
দক্ষিণে ৫ মাইল। এই নিম্ন স্থল ; শমন, বাঘবেড়, নরাইল
কুমিরা, খড়মা, বাদে খড়মা ও বাঘমার প্রমুখ গ্রাম নিব
রের কতক অংশ লইয়া পরিব্যাপ্ত। ইহার কতক ভাগ,
সকল গ্রামের নামেই খ্যাত ; কিয়দংশ বন্দ ঘুঙ্গিয়াঝু
বন্দবওলা বাইদ ও বন্দচতল এবং অধিকাংশ থল ডুডুঙ্গ
ডুডুঙ্গের থল বলিয়া প্রসিদ্ধ *। থল ডুডুঙ্গ অতি বিখ্যা
স্থান। ইহা বহুসংখ্য পল্বল, নল-মুঞ্জ-বীরণাদি বিবিধ উদ্ভি
দরাজি † এবং মৃগ মহিষ ব্যাঘ্র বরাহ সমূহে পরিপূর্ণ
তথায় রাজ পুরুষেরা মৃগয়া লালসায় কখন কখন গম
করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ স্থান মৃগয়ার্থ সম্যক উপযোগ
সন্দেহ নাই ‡। উল্লেখিত ছয় মাইল ব্যাপি বিশাল নি
স্থলের পূর্ব্ব দক্ষিণে, জামের থল। ইহা থল ডুডুঙ্গ হই
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং আতুয়া জঙ্গল গ্রামে অবস্থিত। ব
মারের নিকটে, ইহা থল ডুডুঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে
অপর গেড়িয়ার থল নামে একটি সুনিম্ন স্থল,- উত্তরে গুহ
বহলি হইতে আরম্ভ হইয়া, সানন্দখিলার পূর্ব্ব ও নয়নব
ন্দির পশ্চিমাংশ দিয়া, দক্ষিণ দিকে সাগরিদিতরফ গুয়া
লার দিকে গিয়াছে। এটি আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র

---

* বন্দচতল, বাঘবেড়ের, এবং বন্দ ঘুঙ্গিয়াঝুরি, বন্দ বওলাবা
ও থল ডুডুঙ্গ শমনের অন্তর্গত। (১২২৮। ৯ই ভাদ্রের রাজচন্দ্র দে
রির কৈফিয়ত, ও ১৮৪৩। ১৪ই মার্চ্চের খাদ ডিপুটি কালেক্টর ই
সাহেবের রোবকারী প্রভৃতি।)

† নল, মুজা, বিন্না (বেণা) ইকড়, খাগড়, গুজিবন, ছন,
প্রভৃতি।

‡ পূর্ব্বাঞ্চলে থল ডুডুঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলে চতল এই দুইটিই সম
প্রসিদ্ধ।

বিল ডোরার উত্তরাংশ দিয়া, ইহা ক্রমশঃ জামের থলের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে (১)।

(১) স্থানে স্থানে ঈদৃশ নিম্ন স্থল সকলের বিদ্যমানতা এবং জনশ্রুতি পরম্পরা দ্বারা সুন্দর অনুভব হইতেছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে পাহাড় অঞ্চল এবং অপর কোন কোন স্থান ভিন্ন প্রায় তাবৎ পরগণা, জলা ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। কালক্রমে জলা ও জঙ্গল আবাদ হইয়া অনেক নূতন গ্রাম বসিয়াছে, পূর্ব্ব নাম সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া, কতক গুলির নামান্তর হইয়াছে এবং অপর কতকগুলি ক্রমশঃ অন্যান্য গ্রামের ও অবান্তর বিভাগ বিশেষের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই শতাব্দী কালের মধ্যেই কত না পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে! ১০৮১ সনের শুমার জমার কাগজে,-কাকিনাকুড়া, চরকাউড়িয়া, জানকীপুর, মাগদাম্মারি, চৈতন খিলা, পাঞ্জর ভাঙ্গা, মালিঝীকান্দা, বালুঘাটা, বোগানিয়া, কাপাসিয়া, রাণী গাঁও, কৈচাপড় বা কৈচাপুর, কুমিরা, পংমরাইল, ও কাঁঠাল কুশি প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে, মাদার গঞ্জের নাম কালীতলা, কালীগঞ্জের—কোদাল ভাঙ্গা ও আতুয়া জঙ্গলের—গোপালপুর ছিল*। এইরূপ পূর্ব্বতন আজ্কি এক্ষণকার আচকিপাড়া ; আরাটন—আরাটন-কাণ পাড়া, বা আটান কাণ পাড়া ; কাতমো—কাচিমো ; নাটমহরি—নাচন মহরি ; পাইবেকোড়া—পাইকুড়া ; শ্রীবাড়ি—শ্রীবরদি ; এবং সহজর খিলা—সজবরখিলা, হইতে পারে। যবনাধিকার কালে, যে গ্রামের নাম পুরসোম খাঁ ছিল, অসম্ভব নহে যে, তাহাই হিন্দু জমিদারদিগের সময়ে " পুরুষোত্তম খিলা " রূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা ঐ শুমার জমায় হিঙ্গুলি ও ময়না নামে যে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রাম দেখিতে পাই, প্রায় এক শত বর্ষ-পরে (১১৭৮ সনের বাটোয়ারার কাগজে) তাহা হিঙ্গলি ময়না নামে একই গ্রাম বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কন্দর্প খিলা, পূর্ব্বে একটি মাত্র গ্রাম ছিল † এক্ষণে চাউলিয়া কন্দর্পখিলাও

* ১১৯৭ সনের ১১ ই বৈশাখের ভীম নারায়ণ চৌধুরির দরখাস্ত।

† ১০৮১ সনের শুমার জমা ও ১১৭৮ সনের বাটোয়ারা।

চরভূমি—পরগণার পশ্চিমভাগ এবং দক্ষিণ ভাগের কিয়দংশ ব্রহ্মপুত্রনদের চড়া (২)। তদ্ভিন্ন মালিঝী ও নেত্রবতী প্রমুখ অন্যান্য তটিনী তীরে স্থান বিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

ছাওবিয়া বা ছেওরিয়া কন্দর্পখিলা এই দুই ভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয় *। বৈদ্যানীর পাড়া, বৈষ্ণবপুর ও ভোটকান্দি † প্রভৃতি সংপ্রতি অনির্দ্দিষ্ট ‡ শুমার জমার লিখিত আরবপুর, আলিপুর, ইবরাহিমপুর, জাফরখিলা, জাহানপুর, তাহিরপুর, পালঙ্গপুর, ফাজিলপুর, ও মফরকাবাদ, প্রভৃতি নাম ও এক্ষণকার কাগজ পত্রে ব্যবহৃত হয় না। বর্ত্তমান কালে,আটাম ও কোকাইল,- সাগরদি-তরফ কোকাইলের এবং গুয়াতলা, গোবিন্দপূর, ডহরিয়াপাড়া, বালিয়া বৈদ্য ও বিবিরচর প্রভৃতি তরফ গুয়াতলার অধীন।

(২)বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মপুত্র এ পরগণার অনেক পশ্চিমে অবস্থিতি করিতেছে, কেবল দক্ষিণ ভাগের অল্প পরিমিত স্থানে ইহা প্রবাহিত; কিন্তু এক সময়ে ঐ-দুই ভাগের অনেক অংশ উক্ত নদের গর্ভে বিলীন ছিল। লাউ চাপড়া, জোলঙ্গা মাধবপুর, কাকিনাকুড়া, ভায়াডাঙ্গা, রাণীশিমুল, কোচনা পাড়া, ঘিলাগাছা, ভাড়েরা, কুকুয়া, গড় জরিপা, অমৃতা, যোগিনী মুড়া,যোগিনীভাগ,ও সহর সেরপুর প্রভৃতির পশ্চিম, তথা সহর সেরপুর, বয়েরা বা বয়রা, ভাটপাড়া, সুর্য্যদি, এবং বাঁরৈকান্দি প্রভৃতি গ্রাম সকলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রায় সমস্ত

---

* সেরপুর পরগণার থাকের রেজিষ্টরি বহি ও ১২২৬ সনের বাটোয়ারা প্রভৃতি।

† ভোট কান্দি ও ভাইট কান্দি পরস্পর স্বতন্ত্র। (১২০৭ সালের পঞ্চসনা)

‡ ১৮৫৭। ১২ই সেপ্টেম্বরের (১২৬৪। ২৮এ ভাদ্রের) মহাল মিলানির এস্তেহার।

ভূভাগ চর ভূমি। বোধ হয়, এ সমুদায় বা ইহার অধিকাংশ, বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ময় ছিল। যদিও এই সকল চড়ার মধ্যভাগে এক্ষণে মৃগী নদী প্রবাহিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু মৃগী হইতে এই সমস্ত বিস্তৃত চড়া সমুৎপন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। বোধ হয়, ব্রহ্মপুত্র চড়া ফেলিয়া পশ্চিম দিকে সরিয়া গেলে পর, মৃগী পাহাড় হইতে নামিয়া তন্মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এরূপ জন শ্রুতি, পূর্ব্বে কম্পাপুরের মোহনা অবধি বর্ত্তমান সহর সেরপুরের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানে (ন্যূনাধিক ৭ মাইল) ব্রহ্মপুত্রের বিস্তার ছিল। এই বিশাল জলরাশি অতিক্রম করিয়া সেরপুরে সমুত্তীর্ণ হইতে নচরাচর প্রায় প্রহরৈক কাল অতিবাহিত হইত, এবং তন্নিমিত্ত দশ কাহন কড়ি তরপণ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই, পুরাতনী প্রথা হইতেই এ পরগণার " দশ কাহনিয়া সেরপুর " নাম হইয়াছে। কাল সহকারে বৃহৎ বৃহৎ চড়া পড়িয়া ব্রহ্মপুত্র সর্ব্বাধিক কৃশাঙ্গ হইয়া উঠিলে, " কামারের চরের শোতা " নামে তাহার একধার উত্তরে থাকিয়া যায়। ঐ ধার মৃগীর সহিত সম্মিলিত হইয়া, সেরী গ্রাম সন্নিধানে " সেরী " নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হওনানন্তর পুনরায় ব্রহ্মপুত্রে নিপতিত হয়। প্রথম প্রথম এই ধার, এবং তন্নিবন্ধন সেরীও সবিশেষ প্রশস্ত ছিল। ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অষ্টমী তলার চৈত্যবৃক্ষ পর্য্যন্ত উহার বিস্তার ছিল। অদ্যাপি ঐ স্থানে কচ্ছ-চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে " কামারের চরের শোতা " বৎসরের কয়েক মাস (বর্ষাকাল) মাত্র চলিত থাকে। সেরী নিতান্ত ক্ষুদ্রায়ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সংপ্রতি কেবল মৃগী দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছে।

এক্ষণে যাহাকে সহর সেরপুর কহে, বহুকাল পূর্ব্বে ইহার অনেক ভাগ ব্রহ্মপুত্র নদের কুক্ষিগত ছিল। কালে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ সরিয়া পড়ে। ইহা অসম্ভব নহে, যে তদীয় জল সম্বাধেই স্থানে স্থানে চাঁপাতলি, টেপুকুড়া, কোচঘাই, ও রৌয়া প্রভৃতি অনেক বিল ও খাল সমুৎপন্ন হয়। দীর্ঘ-কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল বিলাদিতেও

নৌকার গতায়াত হইত। সংপ্রতি চাঁপাতলি, টেপুকুড়া ও কোচঘাই বিল পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি রথ্যা, ভদ্রাসন, ও কৃষিক্ষেত্র সকল প্রস্তুত হইয়াছে। নগরের স্থানে স্থানে ইহার পূর্ব্বাবস্থার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে চর পাড়ার পথ প্রস্তুত হইবার কালে নৌকার বহিত্র এবং একখানি স্থালী পাওয়া গিয়াছিল। বৈকুণ্ঠপুরে কোন বাটীতে এক কূপ খনিত হয়। ঐ কূপ খনন কালে নৌকার গলইর এক অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারায়ণপুর নিবাসী ৵১০ আনির জমিদার গোলোকনাথ চৌধুরী অন্তঃপুর মধ্যে এক পুষ্করিণী খনন করান, তাহাতে এক মাস্তুল দৃষ্ট হয়। ১২৫০—৫১ বঙ্গাব্দে রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ বাগরাকসা গ্রামে স্বভবনের পূর্ব্ব দিকে এক বাপী খনন করান, খনন কালে ৭। ৮ হস্ত মৃত্তিকার নীচে এক নৌকার মাস্তুল এবং একখানি ছোরা পাওয়া যায়। প্রাচীনেরা কহেন, দস্যুগণ ঐ প্রকার ছোরা ব্যবহার করিত। ১২৬৩ বঙ্গাব্দে পদ্মলোচন মৈত্রের দ্বারা তাঁহার গৌরীপুরস্থ ভদ্রাসনের দক্ষিণ ভাগে যে পুষ্করিণী খনিত হয়, তাহাতে নৌকার বহিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বলদিয়ার চর, চর সেরপুর, লছমনপুর, আরেঙ্গাবাদ, দিঘলদি, অঙ্গলদি, ও ডুবলাই, প্রভৃতি চর সকল দুইশত বর্ষেরও অধিক প্রাচীন। ঝাউয়ের চর, চররাম জগন্নাথ, চরখার চর, লক্ষ্মীর চর রামের চর, ধোবার চর, চর যুগরা কান্দি, বাছুর আলগা ও চর বেতমারি, প্রভৃতি একশত বর্ষের মধ্যে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নদী, খাল, বিল।

নদী—সেরপুর পরগণায় নদ নদীর সংখ্যা বিস্তর, কিন্তু অধিকাংশই ক্ষুদ্র,শ্রোতোবিহীন ও শুষ্ক কল্প। হেমন্ত কালে প্রায় কোনটি নাব্য থাকে না, কেবল প্রধান কয়েকটি নদীর কোন কোন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার গতায়াত হইয়া থাকে। অনেক ক্ষুদ্রনদী, বর্ষাবসানে এককালে শুকাইয়া যায়। পার্ব্বতীয় ঝোরা ও নদী সকলের প্রায় উভয় পার্শ্বেই কচ্ছ দেখা যায়, এবং গর্ভস্থ শিলা খণ্ড নিচয়ের প্রভাবে উহাদিগের জল অপেক্ষাকৃত ভারী ও শীতল বোধ হয়। সচরাচর নদীর মূল প্রবাহই স্বনামে প্রসিদ্ধ; শাখা প্রবাহ গুলি নানা নামে অভিহিত, ও অনেক স্থলে খাল বলিয়া খ্যাত আছে।

পরগণার পশ্চিম ভাগে মৃগী, পূর্ব্বদিকে নেত্রবতী (নেতাই); দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র,এবং মধ্যভাগে এক নদী ক্রমান্বয়ে মালিঝী ও কংশ নামে প্রবাহিত। এই শেষোক্ত নদী সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, ইহা সোমেশ্বরী, মহাঋষি, থলঙ্গ, ভোগবতী (ভোগাই) ভুরা ঘাট প্রমুখ উদীচ্য নদী সকলের পতন, এবং বলেশ্বর, সুতী ও খড়িয়া প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য তটিনী

কলাপের প্রভব স্থান *। প্রাচ্য নদী নেত্রবতী, কংশরে এবং পাশ্চাত্য নদী মৃগী, ব্রহ্মপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াছে।

মৃগী, নেত্রবতী, ব্রহ্মপুত্র, মালিঝী-কংশ ; সোমেশ্বরী, মহাঋষি, খাড়ুয়া, থলঙ্গ, ভোগবতী, গাঙ্গিনা, বৃদ্ধ ভোগবতী (বুড়ী ভোগাই) দর্শা, ভুরা ঘাট, বলেশ্বর, সুতী মরা খড়িয়া, ও খড়িয়া এখানকার প্রধান নদী। ভোমাসুঝোরা, সুরিঝোড়া, সঙ্গতি ঝোড়া, ভেলুয়া, গোনই, গারজান, সুখাই, মরাগাঙ্গ ও তারাই প্রভৃতি বিস্তর ক্ষুদ্রনদী আছে। উহাদিগের প্রায় সকল গুলিই প্রধান প্রধান নদীতে সম্মিলিত। ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে সুরি ঝোড়া, গোনই, সুখাই, মরাগাঙ্গ ও তারাই প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

মৃগী—মোরগাচরা গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া (১) দক্ষিণ মুখে ২৯ মাইল আসিলে পর, মৃগীর চর ও সেরীর চরের সন্নিকটে কামারের চরের শোতার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, অনন্তর ঐ মিলিত প্রবাহ সেরী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে ৭ মাইল ভ্রমণ করিয়া ভীমগঞ্জ সমীপে ব্রহ্ম-

(১) এ পরগণার সরবে মেপে দৃষ্ট হয়, মৃগী, মোরগাচরা গ্রামে রঙ্গাই বিল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। জোলঙ্গা মাধবপুরে, গোবামারা বিলের উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে একটি শাখা নির্গত হইয়া, সগুণার মধ্য দিয়া কাকিলা কুড়া গ্রামে উহার সহিত মিলিয়াছে। ঐ মানচিত্র অনুসারে গোবা মারার পূর্ব্বাংশ হইতে মালিঝীর উৎপত্তি, অথচ মালিঝীর ন্যায় সুদীর্ঘ নদী আর এ পরগণায় লক্ষিত হয় না। সামান্য বিলের জলে মৃগী ও মালিঝী সদৃশ নদীদ্বয়ের পোষণ সম্ভব-

* ইহার মধ্যে কোনটি স্বতঃ কোনটি বা পরতঃ মালিঝীতে পতিত এবং তাহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

পুত্র নদে পড়িয়াছে (২)। তটস্থ গ্রামঃ—সগুণা, কাকিনা-কুড়া বা কাকিসাকুড়া, খাটিয়া ভাঙ্গা, সরকারদি, বলদিয়ার চর, খোসালপুর, গোয়াল গাও—বাটাযোড়, চর কাউড়িয়া, চককাউড়িয়া—নিজ পাড়া, ছনকান্দা, তাতি হাটি।৴০ শ্রীবরদি ৷৷৴০ শ্রীবরদি, দহের পার, খিয়ার চর, মাদদামারি, শিমূল-তলা, (প্রং শিমূল চরা) মাদার পুর, চন্টনিয়া, লস্করপাড়া, চরহাবর, হেড়ুয়া, খড়িয়াকাজ্জির চর, যোগিনী মুড়া, যোগিনী ভাগ, চর সেরপুর, জোত কসবা, (প্রং বাঘনের চর ও বাঘের চর) মৃগীর চর, রামকৃষ্ণপুর, মবারকপুর, বারক পাড়া মিরগঞ্জ * শিবোত্তর, দিঘীর পার, নানাপাড়া, ঝাউয়ার বন্দ, হায়াতপুর, নালাগঞ্জ—স্বর্ণের চর, সেরী,

পুর নহে। বোধ হয় দেওপানি বা দোপানি নামক যে ঝোরা, সাগর-দির অন্তর্গত জোয়ার মেঘাদল দিয়া, জোলঙ্গার অভিমুখে আসিয়াছে, তাহারই জল, গোবা মারায় নিপতিত হইয়া ঐ তটিনী দ্বয়কে প্রতিপালন করে।

১৮৫৭ সনে গবর্ণমেণ্ট, সেরপুর প্রভৃতি পরগণার নদী সকল খাস করিবার অভিপ্রায় করেন, কিন্তু ঐ গুলি জমিদারগণের বন্দোবস্ত ভুক্ত জানিয়া অচিরে ঐ মানস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তৎকালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কতকগুলি নক্সা প্রস্তুত হয়। ২৬ সংখ্যক ইংরাজি জুমলা নক্সা অনুসারে রঙ্গাই বিল ও পাগলা গ্রামের দক্ষিণ হইতে মৃগীনদীর আগমন জানা যায় †, কিন্তু এই পাগলা গ্রামের উল্লেখ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

(২) সচরাচর এই নদী মিরকী বা মিরঘী বলিয়া খ্যাত। মৃগী

---

* মিরগঞ্জে (মৃগীর পূর্ব্ব দক্ষিণ পারে) সেরপুর পুলিস ষ্টেসন।

† ১৮৫৭। ৩০এ ডিসেম্বর তারিখের ২৬ সংখ্যক ইংরেজি জুমলা নক্সার লিখিত নদী বিবরণ।

বরেয়া-কৃষ্ণনগর, লছমনপুর, ঝাউয়ের চর, ছনকান্দা, কোরা কান্দা, ইল্‌সা, চর জঙ্গলদি, চর পাড়া খুনুয়া ইত্যাদি। চক কাউড়িয়া গ্রামের নিকটে খাল ও বিল যোগে মালিঝীর সহিত মৃগীর সংযোগ আছে। করদ নদী—ডোমাহু ঝোরা, ভেলুয়া ইত্যাদি।

নেত্রবতী (নেতাই)—নূতন গার পর্ব্বত জিলাস্থ তুরা অথবা রাজাইল পর্ব্বত হইতে দক্ষিণ মুখে বিনির্গত হইয়া কয়েক ক্রোশ গিয়া (৩) দক্ষিণ মুখে সুসঙ্গের

শব্দের অপ ভ্রংশেই ঐ নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ফলতঃ মৃগী নামই অর্থযুক্ত ও সুশ্রাব্য। শ্রীযুত শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহার ভারতবর্ষের বিবরণে এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। নির্গম স্থান হইতে খাটিয়া ডাঙ্গা পর্য্যন্ত কেহ কেহ ইহাকে লোকাইও বলে ‡।

৫০ বৎসরেরও অধিক হইল, সেরপুরের সুগৃহীত নামা ভূম্যধিকারী রাজচন্দ্র চৌধুরী বন্দ চাঁপাতলি হইতে একখাল কাটাইয়া সেরীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন, উহা কাটা খালি বলিয়া প্রথিত। এই খাল লালাগঞ্জ ও সেরীগ্রামের মধ্য দিয়া সেরী নদীতে মিলিয়াছে। কাটাখালির দ্বারা চাঁপাতলি পর্য্যন্ত মৃগীর ধার আনয়ন করাই রাজচন্দ্রের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। যদিও সে উদ্দেশ্য সম্যক রূপে বিফল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে এই একটি উপকার হইয়াছে যে, বন্দ চাঁপাতলিতে অপরিমিত জল বদ্ধ থাকিয়া কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না, প্রত্যুত এই স্থান বিলক্ষণ আবাদ যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সহর সেরপুর মৃগী তটে অবস্থিত। ইহা বার মাস উত্তম রূপে চলিত থাকিলে সেরপুরের কতই শ্রীবৃদ্ধি হইত!

(৩) ময়মনসিংহ জিলার সরবে মেপ। ২৪ সংখ্যক ইংরেজি জুমলা নকসানুসারে, সেরপুর পাহাড়ের উত্তরস্থ—গণচাঙ্গ গ্রামের

---

‡ কোন কোন ক্ষুদ্র নদীও লোকাই বলিয়া খ্যাত আছে।

অ[illegible]র্গত শঙ্কর পুরের* পশ্চিমে কংশ নদীতে পতিতহ ইয়াছে। দৈর্ঘ্য অন্যূন ৪৩ মাইল। গামারি তলার মধ্যদিয়া ইহার একটি শাখা বহির্গত হওত প্রোক্ত গ্রামের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক বেষ্টন পূর্ব্বক পরে ডুদনই হইয়া কাশীনাথ পুরের নিকটে মূল প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ও তাহার অনধিক ২ মাইল দক্ষিণেই, ডুদনই ও বতিহালার মধ্যদিয়া পশ্চিমাভি-মুখে আর একটি শাখা প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে দক্ষিণ মুখে কাঁঠাল কুশির পূর্ব্ব দিয়া গিরা খাল নামে কংশে পড়ি-য়াছে। এ পরগণার অধীন তটস্থ গ্রাম—ঘোষগাঁও, নাঙ্গল যোড়া, গামারিতলা, ডুদনই ইত্যাদি।

উত্তর হইতে, নেতাইর আগমন জানা যায়। তাহাতে লিখে, ইহা দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে বাজার মোয়া, একরণ ঝোরা, ব্রাহ্মণ মারির কোট ও ঘোষ গাঁয়ের হাটের নিকট দিয়া দেউলা বিল পর্য্যন্ত গিয়া পরে দুই শাখায় বিভক্ত হওত গামারিতলা গ্রাম বেষ্টনানন্তর (ঐ গ্রামের পূর্ব্বে পশ্চিম পারস্থ কাশীনাথ পুরের নিকট) পুনর্ম্মিলিত হই-য়াছে; তথা হইতে * * * * ও বহর ভিটার পূর্ব্ব দিয়া উদয় পুরের দক্ষিণে কংশে পড়িয়াছে। কিন্তু দেউলা বিলের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে নেতাই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। দেউলার ঠিক নিকটে নহে।

নেতাই, নেত্রবতী শব্দের অপভ্রংশ। শশীবাবুর ব্যবহৃত নিতাই নামটি অশুদ্ধ।

---

* দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে শঙ্করপুর সেরপুর পরগণার অধীন ছিল। (১০৮১ সনের ওমার জমা)

ব্রহ্মপুত্র (৪) এই নদের তিনটি প্রধান ধার পরগ ার দক্ষিণাংশ দিয়া প্রবাহিত। একটি চর ঘুগরা কান্দির নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া চর বাছুর আলগি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। এই অংশ প্রায় ১০৷ মাইল দীর্ঘ। পূর্ব্বোক্ত তিন ধারের মধ্যে এপরগণায় ইহারই দৈর্ঘ্য অধিক। তটস্থ গ্রাম—আরেঙ্গাবাদ, চক সাবদি, চর কুমরি, জঙ্গলদি, চরপাড়া খুমুয়া, ভীমগঞ্জ * শোলারচর, চর বরইগাছি, চর বেতমারি ইত্যাদি।

ভীমগঞ্জের কুঠির নিকটে অন্য একধার পূর্ব্বোক্ত প্রবাহ হইতে বাহির হইয়া পুখরিয়ার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ অষ্টধারের সমীপে পুনশ্চ উল্লিখিত ধারের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৯ মাইল। তটস্থ গ্রাম—রৌয়া, চর রাম জগন্নাথ † চক বরই গাছি, চন্দ্রকোণা, চর মধুয়া, মধুয়ার চর, চর নয়াবাদ ইত্যাদি।

(৪) শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন তাঁহার বঙ্গ দেশের বিবরণের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেন "দেওয়ানগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে এক শাখা ও তাহার কিছু দক্ষিণ হইতে জামালপুরের নিকট দিয়া আর এক শাখা বহির্গত হইয়া সেরপুরের পূর্ব্বে মিলিত হইয়াছে" কিন্তু ঐ দুই শাখা সেরপুর পরগণার দক্ষিণে ও সহর সেরপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণে মিলিয়াছে, পূর্ব্বে নহে।

---

* ভীমগঞ্জে একটি ভগ্নাবশিষ্ট নীলের কুঠি আছে।

† ক্বচিৎ কেহ কেহ এই ধারকে মৃগীও কহে, বোধ হয় তদনুসারে চর রাম জগন্নাথের থাকের নক্সায় ঐ গ্রামের দক্ষিণে ও বেতমারির উত্তরে মৃগী নদী লিখিত আছে। বস্তুতঃ উহাকে মৃগী বলা অসঙ্গত।

অপর, এককালীন দক্ষিণ প্রান্ত অর্থাৎ লক্ষ্মীর চরের দক্ষিণ ও পুখরিয়ার অন্তর্গত ভবানীগঞ্জকুঠির উত্তর দিয়া একটি প্রবাহ সেরপুরের অল্প কতকটা স্থান ব্যাপিয়া আছে। ইহাই পুরাতন ব্রহ্মপুত্র।

চরবরইগাছি গ্রামে প্রথমোক্ত ধার হইতে এক ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া, দক্ষিণ মুখে বেতমারির মধ্য দিয়া পুখরিয়ার অন্তর্গত তুলসীর চর ও ডোবারচর বা ডৌয়ার চরের নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে মিলিয়াছে। চরবরইগাছির মধ্যে যে স্থান হইতে উক্ত ধার বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা গজারিয়ার ঘাট এবং উহার মোহনাকে গজারিয়ার মোহনা কহে। পূর্ব্বে তুলসীর চরের পশ্চিমস্থ গজারিয়া গ্রামের নিকট দিয়া ঐ ধার ছিল, ক্রমে চড়া পড়িয়া পূর্ব্ব দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে গজারিয়া গ্রামের সহিত ইহার কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই; কিন্তু পূর্ব্বে গজারিয়ার সন্নিহিত ছিল বলিয়া উহার যে গজারিয়ার মোহনা সংজ্ঞা হয়, লোকে ক্রমাগত তাহাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

মালিঝী-কংশ,—শিঙ্গাবরুণার উত্তরে—গোবামারা বিল হইতে, প্রথমতঃ সোমেশ্বরী খাল নামে দক্ষিণ মুখে আসিয়া পরে ঘোনাপাড়া ও বগচরের নিকটে মালিঝী নাম গ্রহণ পুরঃসর পূর্ব্ব মুখে সুসঙ্গ পরগণাস্থ শীলপুর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৫২ মাইল। তদনন্তর ঐ স্থানে খড়িয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া কংশ * নামে প্রবাহিত হওত শ্রীহট্ট জিলায় ধনুনদে নিপতিত

* শশীবাবু কংশকে "কঙ্কশ" লিখিয়াছেন। (ভারতবর্ষের বিবরণ ৯৯ পৃষ্ঠা।)।

হইয়াছে। সুসঙ্গের শীলপুর হইতে সেরপুরের কাঁঠাল কুশি পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ১৬½ মাইল। মালিঝীর তটস্থ গ্রাম—শিঙ্গাবরুণা, কাকিলাকুড়া, বাঘহাতা, ঘোনাপাড়া, চককাউড়িয়া-গেড়ামারা, বগচর, জানকীখিলা, মাইট-কাঁকড়া, নিজামখিলা, কোচনীপাড়া, ঘিলাগাছা, জঙ্গল খিলা, বাদেঘোনাপাড়া, জগতপুর, বাঙ্গলাকান্দা, শঙ্কর ঘোষ, রহমতপুর, বালিয়াচণ্ডী, পাইকুড়া, শালধা, চড়া কোণা, পুরুষোত্তমখিলা, বেলতৈল, ঘাগরা, সুরীহারা, হাতিবান্দা, হাসলি, মালিঝীকান্দা, রাঙ্গামাটিয়া, বোর ডুবি, কলসপার, সূর্য্যনগর, গাগলাজানি, তারাকান্দি, নাকসি, বালুঘাটা, ঘোগানিয়া, কুর নগর, উরকা, মরিচপুরাণ, পিছলাকুড়ি, মুক্তাকান্দা, লখেয়াহাসনখিলা, বাণঘান, রাম-সোণা, শরচাপুর, গাজিপুর, ন্মখূল্যা, বাখাইপশ্চিমপাড়া, বাখাই, বাঁশতলা, ইত্যাদি (৫)।

কংশের তটস্থ গ্রাম—ফণিয়া, বড়িকান্দি, রামসোণা, আজমপুর, মেদাবড়িকান্দি-বাণেশ্বরপুর, বিশারদপুর, ররাটিয়া, পাথাইলগাও, কাশীমালা, পাটরা, রঘুরামপুর, পূর্ব্বপাটরা, কাঁঠালকুশি, বরইকান্দি ইত্যাদি।

মোকামিয়ার সন্নিকটে কালাগাঙ্গ নামে এক ক্ষুদ্রনদী মালিঝী হইতে বিনির্গত হওনান্তর, গোরকপুর ও রামনগর

---

(৫) ২৪।২৫।২৬ সংখ্যক ইংরেজি জুমলা নক্সায় মালিঝীনদীর উল্লেখ আছে। ২৪ সংখ্যক নক্সায় এ পরগণার হাপানিয়া ও আলা-পসিংহের ইটাখোলার পশ্চিমে মালিঝীনদী লিখে, বস্তুতঃ তাহা রাম-খালি বলিয়া প্রসিদ্ধ; মালিঝী নহে।

হইয়া কিয়দ্দুর প্রবাহিত হইলে শাখাদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে। উহার একটি, সুসঙ্গ ও আলাপসিংহের অন্তঃপাতি আম-তৈল ও বিষমপুর হইয়া গোনই নামক অন্য এক ক্ষুদ্রনদীতে পড়িয়াছে ; আর একটি দনারভিটা ও রামসোণার নিকট দিয়া পুনশ্চ মালিঝীতে সঙ্গত হইয়াছে।

রামখালি নামক অপর একটি প্রবাহ নাশূল্যা সমীপে মালীঝী হইতে বহির্গত হইয়া ঘাসিগাঁও, বাউসি, সুদর্শন খিলা, স্বদেশী, হরিরামপুর-বাউসা ও হাপানিয়া হইয়া ভুরাঘাট নদীর সহিত মিলিয়াছে।

সোমেশ্বরী—সমধিক উত্তরস্থ পাহাড় হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণমুখে জানকীখিলা পর্য্যন্ত ও পরে পূর্ব্বমুখে কান্দুলি গ্রামের মধ্যে প্রবাহিত হওত অন্যূন ১৫ মাইল আসিয়া পরিশেষে দাড়িয়া নাম গ্রহণ করিয়াছে, এবং তথা হইতে বিলচতল হইয়া পরে সুরীহারার নিকটে মহা-ঋষির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দাড়িয়ার দৈর্ঘ্য ৩ ৃ মাইল। সোমেশ্বরীর তটস্থ গ্রাম-টাণ্ডকোচা, বালিজুরি-খাড়া-মুড়া, হালুয়াহাটি, জোকাকুড়া, ঝাঁকসা, (কাংসা) মালাকোচা, বিষ্ণুপুর, নাচনমহরি, টেঙ্গরপাড়া, শিমূলকুচি, রাণীশিমূল, কানেরা, জানকীখিলা, কান্দুলি ইত্যাদি।

দাড়িয়ার তটস্থ গ্রাম—কান্দুলি, ধান শাইল—দাড়িয়ার পার, মারিকালীনগর, দরিকালীনগর, সুরীহারা ইত্যাদি।

জানকীখিলায় সোমেশ্বরী হইতে একটি ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া আবার ঐ গ্রামেই মালিঝীকে আলিঙ্গন

করিয়াছে (৬)। করদনদী—কোণাইডুবিঝোরা বা কোকাই *।

মহাঋষি—সমধিক উত্তরস্থ উপপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ মুখে হাতিবান্দার নিকট মালিঝীতে পড়িয়াছে। দৈর্ঘ্য অন্যূন ১৫ মাইল। তটস্থ গ্রাম—মহাঋষি দ্বারের উপপর্ব্বত নিবহ; গোমরা, গ্রাম হলিদা, সোন্দাকুড়া, ফাকরাবাদ, রাঙ্গটিয়া, কোচাইকুড়া, শালচোরা, ডাকাবর, বাড়োয়ামারি, তামাগাঁও, রামেরকুড়া-কোদালজানি, কিসমতচল্লিশকাহনিয়া, জিরাইগাতি, বাণীখিলা, নরাগাঁও, প্রতাপনগর, বাদেচল্লিশকাহনিয়া রামনগর, সারিকালীনগর, সুরীহারা, বনগাঁও, হাতিবান্দা ইত্যাদি।

মহাঋষি মালিঝীতে যে স্থলে পড়িয়াছে তাহার প্রায় দুই মাইল উত্তরে অর্থাৎ বাদেচল্লিশকাহনিয়ার নিকটে

(৬) ২৬ সংখ্যক নক্সায় কড়ইবাড়ীর অধীন যাসিপাড়ার দক্ষিণ হইতে সোমেশ্বরীর আসিবার কথা ব্যক্ত হয়। সোমেশ্বরীর পতনাদি অন্যান্য বিষয়ে আমাদের লিখিত বিবরণের সহিত ঐ কাগজের প্রায়ই ঐক্য আছে। কেবল দাড়িয়াকে আমরা স্বতন্ত্র নদী বলিতে চাহি না।

* ময়মনসিংহ জিলার দুখানি সরবে মেপে ইহার কোকাই ও কথাই এই দুই নাম দৃষ্ট হয়। যশপ্বলে কোকাইই প্রসিদ্ধ; পরন্তু ১৮৩৯ সালের বেড্‌ফোর্ড সাহেবকৃত কড়ইবাড়ী পরগণার বাটোয়ারার নক্সায় ইহা কোণাই ডুবিঝোরা নামে লিখিত আছে। একই ঝোরার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকা অসম্ভব নহে।

ইহা হলদিয়া খালের সহিত সংযুক্ত হইয়া, বনগাঁয়ের পশ্চিম ভাগে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বুড়ীঝুরির খাল * নামে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই পুনশ্চ পূর্ব্ব নাম (মহাঋষি) পরিগ্রহ করিয়াছে। হুরীহারার উত্তর পূর্ব্ব কোণে † যে স্থলে সোমেশ্বরী, দাড়িয়া নামে আসিয়া, মহা-ঋষিতে মিশ্রিত হইয়াছে ঐ সংযোগ স্থান হইতে মালিঝী সঙ্গম পর্য্যন্ত মহাঋষির অংশকে কখন কখন পাগলাও কহে। করদ নদী—কালীঝুরিঝোরা, হুরীঝোরা, সোমেশ্বরী (দাড়িয়া) ইত্যাদি (৭)।

(৭) ২৫ সংখ্যক ইংরেজি জুমলা নক্সায় মহারাশী ও নারশী নামে দুইটি নদীর প্রসঙ্গ আছে। উক্ত নক্সা অনুসারে রায়ের কুড়ার উত্তরে নারশী হইতে মহাঋষির সমুদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু নারশী মহা-ঋষির অপভ্রংশ ভিন্ন নহে। ইহা অসম্ভব নহে যে পার্ব্বত্য বন্য লোকেরা সহজতঃ মহাঋষি নামোচ্চারণে অসমর্থ হইয়া উহাকে কখন মারষী কখন বা নারষি বলিয়া নামের গোল করে, এবং মান চিত্র কারকেরা তদনুসারে তাহাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। সের-পুরের সরবে মেপে নারষি নাম গৃহীত হইয়াছে, বেড্ফোর্ড সাহেব ইহারে মারষি বলিয়া লিখিয়াছেন। পরন্তু প্রাচীন কাগজ পত্রে (১২০৭ সনের পঞ্চসনা আদিতে) গের্দ গারচাকলা প্রসঙ্গে মহাঋষি দ্বার বলিয়া একটি দ্বার লিখিত হইয়াছে।

* বনগাঁয়ের থাকের নক্সায় ইহা বুড়ীডুরির খাল বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সরবে মেপে বুড়ীঝুরির খালই লিখিত আছে।

† এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড ও প্রাচীনতর বটবৃক্ষ বর্ত্তমান। ইহা "শরিষা ফুলের গাছ" বলিয়া খ্যাত আছে। উহার নীচে মহিষপালেরা মহিষের বাথান করিয়া থাকে। উক্ত বটবৃক্ষের পূর্ব্ব হইতেই এই নদীর নাম পাগলা বলিয়া কথিত, এবং তন্নিমিত্তই ছাতি-বান্দার এক পাড়া পাগলারপার বলিয়া খ্যাত আছে।

খাড়ুয়া—বুরুঙ্গা গ্রামে, খলঙ্গ নদী হইতে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইয়া, বনকুড়ার পশ্চিমাংশে খলঙ্গের শাখা বিশেষের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৭ মাইল। তটস্থ গ্রাম—বুরুঙ্গা, বাতকোচা (প্রং মেজকুড়া), পোড়াগাঁও, ডুইনন্নি, চিহরতলা (প্রং কয়রাকুড়ি) অভয়াপুর, কুদবাকুড়া, নিশ্চিন্তপুর, কাচিগৌ, বনকুড়া ইত্যাদি। বনকুড়ার পর অবধি ইহা চেল্লাখালি নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ মুখে চান্দ গাঁয়ের মধ্য এবং হাটসন্ন্যাসিরভিটার পশ্চিম দিয়া ন্যূনাধিক ৪ ½ মাইল ভ্রমণানন্তর সূর্য্যনগর ও বালুঘাটার মধ্যস্থ ভাঙ্গামালিঝীর সহিত মিলিয়া মালিঝীনদীতে পড়িয়াছে। খাড়ুয়ার এক শাখা, আওলাতলি, কোণাডুবি, সিন্দুরকোচা, কালাকুড়া ও চান্দগাঁও হইয়া পশ্চিম মুখে মরাগাঙ্গের সহিত সংযুক্ত আছে।

খলঙ্গ—সমধিক উত্তরস্থ উপপর্ব্বত হইতে দক্ষিণমুখে বাহির হইয়া, রাণীগাঁও হাটসন্ন্যাসির ভিটার মধ্য দিয়া জারুয়া খালে * নিপতিত ও ঐ খাল যোগে মালিঝীতে

পূর্ব্বোক্ত জুমলা নক্সা লিখক—মহাঋষি রামনগরের দক্ষিণে বুড়ীঝুরি খালে মিলিয়াছে,—লিখিয়াই ঐ নদীর শেষ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বুড়ীঝুরিখাল মহাঋষির অংশ বিশেষ মাত্র, তাহার কিছু পরেই মহাঋষি পুনরায় স্বনামে প্রবাহিত হইতেছে। সেরপুর পরগণার সরবে মেপে আরও গোল। যে স্থানে সুরীঝোরা মহাঋষিতে পড়িয়াছে, সেই অবধি (জিরাইগাতি অবধি) হাতিবান্দা পর্য্যন্ত মহাঋষির সকল অংশ মালিঝী বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

---

* সরবে মেপে চেল্লাখালি, ও জাকয়াখাল, উভয়ই জাকয়াখাল বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু মপস্বলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে প্রসিদ্ধ।

সঙ্গত হইয়াছে (১) দৈর্ঘ্য অন্যূন ১২ মাইল। তটস্থ গ্রাম—থলঙ্গদ্বারেরপাহাড় সকল; থলচান্দা, বুরুঙ্গা, আন্দারুপাড়া-বাইগরপাড়া, পলাশিয়াকুড়া, বাতকোচা (প্রং মেজকুড়া) বেকিকুড়া, রামেরকুড়া, তাজুয়াবাইদ, টিংরতলা (প্রং কয়রাকুড়ি), ভট্টপুর, সিধুঁলি (সিদলি), বনকুড়া, রাতকুচি, মৌয়াকুড়া, খলিসাকুড়া, উমতা, রাণীগাঁও, হাটসন্ন্যাসিরভিটা ইত্যাদি।

ভোগবতী (ভোগাই)—সমধিক উত্তরস্থ পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে কুরনগরের পশ্চিমোত্তরে মালিঝীতে পড়িয়াছে (২)। দৈর্ঘ্য অন্যূন ১৬ মাইল। তটস্থ গ্রাম—ভোগাইদ্বারের উপপর্ব্বত সকল; তারানি, কালাকুমা, নাকগাঁও, কল্যাণকুড়া, হাতিপাগার, তন্ত্র (তন্তর), ডুদকুড়া, নয়াবিল, মণ্ডলিয়াপাড়া, ঘাগপাড়া, ফুলপুর, গেদালুপাড়া, আন্দারুপাড়া, কেরেঙ্গাপাড়া, চিনামারা, শিমূলতলার

(১) এই নদীকে সচরাচর থলং বহে। ইহা রেড্‌ফোর্ড সাহেবের নক্সায় তেলুঙ্গ, ২৫ সংখ্যক ইংরেজি জুমলা নক্সায় তালঙ্গ, এবং এ পরগণার সরবে মেপে তলঙ্গ, নামে লিখিত আছে। বস্তুতঃ এগুলি থলঙ্গ শব্দেরই অপভ্রংশ। ১২০৭ সনের পঞ্চসনায় "গেৰ্দগার চাকলা" প্রসঙ্গে "থলঙ্গদ্বার" বলিয়া একটি দ্বার বর্ণিত আছে। জুমলা নক্সায় ভ্রমবশতঃ তারাকান্দির পশ্চিম দিয়া ইহার মালিঝীতে পড়িবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) জুমলা নক্সায় লিখে, ভোগাই, ধুরাইল পর্য্যন্ত গিয়া চুণাখালিতে মিলিয়াছে। এ টি ভ্রম।

উত্তর পাড়া ও মধ্যম পাড়া প্রভৃতি পাড়া, কেন্দুয়ানালিতা বাড়ী, শিমুলতলা-ছিটপাড়া,গোবিন্দনগর,কাপাসিয়া, গুজাকুড়া কুরনগর ইত্যাদি। করদনদী—তোতাপানী, সোগান, বড়ঝোরা, সঙ্গতিঝোরা ইত্যাদি।

গাঙ্গিনা—কেরেঙ্গাপাড়ায়, ভোগবতী হইতে প্রথমতঃ ছুইতাগাঙ্গ † নামে পূর্ব্ব মুখে বাহির হইয়া, সোহাগপুরের নিকটে গাঙ্গিনা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক জিগাকান্দা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, পরে পূর্ব্বোত্তর মুখে ভাটিগাঙ্গিনা নামে ভুরাঘাট নদীর সহিত মিলিয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৭৷ মাইল। গাঙ্গিনার তটস্থ গ্রাম—কেরেঙ্গাপাড়া, পলাশিয়া, চান্দের নল্লি, কাঁকরকান্দি, খুজিউড়া, সোহাগপুর, ভালুকাকুড়া, যুগলী, রূপনারায়ণকুড়া, পলাশতলা, খৈলকুড়া, রুহি পাগারিয়া, সোণামোহা, কুতিউড়া, কৈচাপুর, মকিমপুর-নগুয়া, নরাইল-গাঙ্গিনারপার, ও জিগাকান্দা। ভাটীগাঙ্গিনার তটস্থ গ্রাম—প্রাচীনসাপমারিকান্দা, জিগাকান্দার অন্তর্গত বন্দহুবলাকুড়ি, বওলাবাইদ ও চরপাড়া ইত্যাদি। করদনদী—বৃদ্ধভোগবতী ও দর্শা ইত্যাদি।

বৃদ্ধ ভোগবতী (বুড়ী ভোগাই)—কালাকুমার পাহাড় হইতে সমুৎপন্ন হইয়া দক্ষিণমুখে ভালুকাকুড়ার উত্তরে গাঙ্গিনা নদীতে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। তটস্থ গ্রাম—কালাকুমা, কল্যাণকুড়া, তন্ত্র (তন্তর),বেলতৈল,

---

† সরবে মেপে ছইতগাঙ্গ লিখিত আছে কিন্তু মপস্থলে সাদরাচর ছুইতাগাঙ্গ কহে।

মণ্ডলিয়াপাড়া, পিঠাপুলী, শালমারা, মানিকাকুড়া, কাঁকর-কান্দি, ঝলঝলিয়া, জয়মঙ্গল, সোহাগপুর, যুগলী ইত্যাদি।

দর্শা—বিশগিরিপাড়ায় বৃদ্ধ ভোগবতী হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে কৈচাপুর ও শমনেরপাড়া জিগা কান্দা গ্রামে গাঙ্গিনা নদীতে পড়িয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৩½ মাইল। তটস্থ গ্রাম—বিশগিরিপাড়া, কাঁকরকান্দি, বাঘাইতলা, আমিরখাঁকুড়া, পলাশতলা, ঘিলাভূঞি, সঙ্গরা, রাঙ্গুনিকুড়া, নৈয়ারিকুড়া, নলুয়া, ঘোষপেড়মণিকুড়া, হালুয়াঘাট, খয়রাকুড়ি, গাঙ্গপারিয়াকান্দারঘুনাথপুর, খয়রাকুড়ি মরা-গাঙ্গকান্দা, জিগাকান্দা, কৈচাপুর ইত্যাদি। করদ—ঢেকিকোটাখাল, বিষ্ণুঝুরিখাল, সিহলাই, উতরঙ্গ ইত্যাদি।

ভুরাঘাট—(৩) কড়ইতলার পূর্ব্ব এবং গাছুয়া পাড়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়া পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ মুখে ১½ মাইল আসিলে, প্রাচীন চরপাড়া ও খড়খড়িয়া কান্দার নিকটে ভাটিগাঙ্গিনার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে ও পরে ভুরাঘাট ও ভাটিগাঙ্গিনা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বরাবর থলদুভুঙ্গের মধ্যদিয়া তারাইনদীতে মিলিয়াছে। দৈর্ঘ্য ১১½ মাইল। শেষোক্ত মিলিত প্রবাহ কিঞ্চিদ্দূরে বাতা-ঘাটার সহিত সংযুক্ত হওত বাঘমার ও নিশ্চিন্তপুরের নিকট ধোবাঘাট নামে খ্যাত হইয়া পরিশেষে হাপানিয়ার

(৩) সরবে মেপে ইহার নাম ধোবাঘাট লিখে, কিন্তু ফুলবাড়িয়া-ভতলঙ্গকুড়া ও পূর্ব্বপাড়া প্রভৃতির তৃতীয় কানুনের নক্সায় এবং অন্যান্য কাগজে ভুরাঘাট নামই দৃষ্ট হয়। মপস্বলেও এইরূপ খ্যাত।

পশ্চিমে রামখালির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই অংশের দৈর্ঘ্য ৩½ মাইল। ভূরাঘাটের তটস্থ গ্রাম—গোবরাকুড়া, আয়নাতলি, ভাল্লুকাকুড়া, ফুলবাড়িয়া, ততলঙ্ককুড়া, নলকুড়া, কাতলমারি, কচুয়াকুড়া, গাজিরভিটা, শহনিয়া-পাড়া, চরবাঙ্গালিয়া, প্রাচীন চরপাড়া ইত্যাদি।

ধোবাঘাটের তটস্থ গ্রাম—বাঘমার, নিশ্চিন্তপুর, রহেলা, আতুয়াজঙ্গল ও হাপানিয়া।

বলেশ্বর—হাতিবান্ধার নিকটে মালিঝী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া ক্রমান্বয়ে মাক্লুয়াখাল, ডাকুরাই, টেঙ্গরাকুড়া ও তুলা-দহ নামে ৬¾ মাইল; এবং কাডারপাড়া ও সুলতানপুরের মধ্য দিয়া বলেশ্বর নাম ধারণ পুরঃসর প্রথমে দক্ষিণ ও পরে পূর্ব্ব মুখে ১১¾ মাইল আসিলে বলেশ্বর নামক মালি-ঝীর আর একটিধার আসিয়া গাজিরখামার ও নাকসির মধ্যে ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। অনন্তর পাগারিয়া খাল নামে ঘোড়ামারার সহিত সম্মিলিত এবং নথলা গ্রামে পুনশ্চ স্বনামে খ্যাত হইয়া দক্ষিণ মুখে ৫¾ মাইল ভ্রমণ পূর্ব্বক মাক্লুয়ার সমীপে মরাখড়িয়াতে পড়িয়াছে। মাক্লুয়া খালের তটস্থগ্রাম—হাতিবান্ধা, ঘাগরা, হাসলি, ও জোলগাঁও। ডাকুরাইর তটস্থগ্রাম—জোলগাঁও, বন্দবাউলি, বাণিয়াপাড়া, চেঙ্গড়িয়া, ডাকুরাইরপার, ও শৌলারপার। টেঙ্গরাকুড়ার তটস্থগ্রাম—বন্দবোরঘান, ও ঘোনাপাড়া। বলেশ্বরের তটস্থগ্রাম—ঘোনাপাড়া, কাড়ারপাড়া, সুলতানপুর, মৃজা-পুর-কান্দাপাড়া, তাতারপুর-নওহাটা, মনোহরা, মনকান্দা,

ইনাত্তপুর (এবং ছাতারকান্দি), দাড়িয়াখিলা, বালিয়া, সোনাবরকান্দা, গণই-মাটিয়ানিরপার, প্রতাগিয়াবরৈতা-ইর, চৈতনখিলা, তারাগড়, বাদাতেঘরিয়া, ধলা, পাঞ্জর-ভাঙ্গা, গাজিরখামার, নাকসি ; (পাগারিয়া খাল ও ঘোড়া-মারার পর) নখলা, বারৈকান্দি, মারুয়া ইত্যাদি। পাগা-রিয়ার তটস্থগ্রাম—পাঞ্জরভাঙ্গা, নাকসি, চান্দনগর। ঘোড়া মারার তটস্থগ্রাম—নাকসি, যোগানিয়া, বিহিরিরপার।

সুতী—চৈতনখিলা ও বাদাতেঘরিয়ার নিকটে, বলেশ্বর হইতে একধার বাহির হইয়া পূর্ব্ব মুখে ক্রমান্বয়ে চূর্ণীর খাল, বিহিরির খাল, বাকাবিল বা শিয়ালখালি, চকুয়া বা চখা-বিল ও (পুনশ্চ) বিহিরিরখাল নামে মেদিরপার ও বিহিরির পারের সমীপে বলেশ্বরে নিপতিত হইয়াছে। চখাবিল ও শেষোক্ত বিহিরিরখালের মধ্য হইতে কামারিয়ার পূর্ব্ব ও পিপড়িকান্দির পশ্চিম দিয়া একধার প্রথমতঃ কান্দাবিহিরি নামে বহির্গত হইয়া, ও খানিক পরেই পর্য্যায়ক্রমে সুতার খাল, মরাসুতী এবং সুতী নদী নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদক্ষিণ মুখে পুখরিয়ার অধীন নারায়ণ খোলা হাটের সন্নিধানে খড়িয়া নদীর এক প্রবাহে নিপতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ১১ ই মাইল। তটস্থগ্রাম—কামারিয়া, পিপড়িকান্দি, ভুঙরদি, বাগেশ্বরদি, চরকৈয়া, কাদেয়া, বালিয়াদি, মুজা-কান্দা, পলাশকান্দি, পাঁচকাহনিয়া, পাঠাকাটা বোরর চর ইত্যাদি।

মরাখড়িয়া—আলাপসিংহের অন্তঃপাতী আলিনাপাড়ার

উত্তরে মরাসুতী হইতে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত এবং ক্রমেজল পেকুয়া ও বলেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভাইটকান্দি গ্রামে খড়িয়া নদীতে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৮ ½ মাইল। তটস্থ গ্রাম—পিপড়িকান্দি, খাড়জান, আদমপুর, বারৈ-কান্দি, মারুয়া, জালালপুর, ফেরুসাকুন্ড, ইশিবপুর, কুরসা-বাদাগৈর, বাজারদি, কাদেয়া, বিষ্ণুপর, পাঁচকাহনিয়া, পাঠাকাটা, সাইলামপুর, জাটিয়া, ভাইটকান্দি ইত্যাদি। মারুয়া অবধি ইশিবপুর পর্য্যন্ত কেহ কেহ ইহাকে বলে-শ্বরও কহে।

খড়িয়া—আলাপসিংহের অন্তর্গত ডিয়ারচর গ্রামে ব্রহ্মপুত্র হইতে বিনির্গত হইয়া পূর্ব্ব উত্তর মুখে সুসঙ্গের অধীন শীলপুরের নিকটে মালিঝীতে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল। তটস্থ গ্রাম—ভাইটকান্দি, কাজিয়া-কান্দা, শ্রীপুর, পাগলা, রূপসী, চকনওগোয়া, নওগাঁও বা নওগোয়া, বাঁশআটি, কৃষ্ণপুর, নগরবেড়া, গোমগাঁও, কুরিপাড়া, সলঙ্গা ও বাঁশতলা।

পুখুরিয়ার মধ্যগত চর ভবানী গ্রামের সমীপে ব্রহ্মপুত্র হইতে আর একটি প্রবাহ এ পরগণার চরনয়াবাদ, বোর-রচর, ও পাঠাকাটা হইয়া, পুখরিয়ায় চরবসন্তী গ্রামে খড়ি-য়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাকেও খড়িয়া কহে। বর্ষাভিন্ন অন্য সময়ে ইহা চলিত থাকে না।

খাল*—অনেক গুলি স্বাভাবিক স্রোতঃ এ পরগণায়

---

* খাল শব্দে সামান্যতঃ কৃত্রিম খাতকে বুঝায়। কিন্তু এ পরগ-

খাল ও খালি বলিয়া খ্যাত। সাধারণতঃ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নদীর শাখা বা অংশ স্বরূপ। কতকগুলি উৎপত্তি স্থান হইতে প্রথমতঃ খালরূপে পরিচিত হইয়া পরিশেষে নদী বিশেষের নাম গ্রহণ করিয়াছে; পক্ষান্তরে কোন কোন নদীকে কতকদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সহসা খাল রূপে পরিগণিত হইতে দেখা যায়; হয় ত অনতিদূরেই উহারা পুনরায় সেই সেই নদীর নামেই প্রবাহিত হইতেছে। আবার কোন কোন প্রবাহের এক অংশ খাল, এক অংশ বিল এবং অপরাংশ নদী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সেরপুরে নিম্ন লিখিত খালগুলি অপেক্ষাকৃত প্রধান ও প্রসিদ্ধ।

নাম।	অবস্থান।	মন্তব্য।
মিঞাখালি ...	মবারকপুর, ঝিনিয়া, চিথলিয়া, ভেজারকান্দি।	...বর্ষাকালে মৃগী হইতে এই খালযোগে মালিঝীতে যাওয়া যায়। এই পথে অনেক মহাজনি নৌকা উত্তর অঞ্চলে গমন করে।
বোয়াল খালি ...	ঢাকলহাটি	...বর্ষাকালে ইহাদ্বারা মহাবারিকা বিল, মান্দারখালি, ও বলেশ্বর হইয়া মালিঝী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গায় উহা ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কৃত্রিম খাত এখানে সচরাচর কাটাখালি বলিয়া খ্যাত।

নাম	অবস্থান	মন্তব্য
মান্দারখালি ...	গণই। ...	এই খাল যোগে, বলেশ্বর হইয়া মালিঝীতে পড়া যায়। পাগলরাহি্গোলযোগের সময় পাগলেরা এই খাল পর্য্যন্ত আসিলে একটি দাঙ্গা হয়।
হলদিয়া-খাল ...	বাড়োয়ামারি, কিসমত চল্লিশ কাহনিয়া, বাদে, চল্লিশ কাহনিয়া, হলদিয়াবাটী, বনগাঁও।	...মহাশ্বষি নদীর সহিত সংযুক্ত
কড়ই জালি † ...	রাজনগর, বোরডুবি, সূর্য্যনগর।	...ভাঙ্গামালিঝী যোগে মালিঝীর সহিত সংযুক্ত।
জারুয়া-ভাটিজারুয়া	...হাটসন্ন্যাসিরভিটা, রানীগাঁও, বালুঘাটা, কাপাসিয়া, শিমুল তলা-ছিটপাড়া, গোবিন্দ নগর।	... চেল্লাখালি হইতে, জারুয়া নামে বহির্গত হইয়া বালুঘাটা ও কাপাসিয়ার মধ্য দিয়া মালিঝীতে পতিত হইয়াছে। ইহার এক শাখা ভাটিজারুয়া নামে কাপাসিয়ার উত্তর দিয়া, গোবিন্দ নগর পর্য্যন্ত যাইয়া ভোগবতীতে পড়িয়াছে।
ঝিনাই কুড়ি......	খুজিউড়া ও রূপনারায়ণ কুড়া।......	...... ভোগবতী ও গাঙ্গিনার সহিত সংযুক্ত।

† সরবে মেপে ইহার নাম কৈজানি লিখিত আছে।

নাম	অবস্থান	মন্তব্য
গুদারিয়া	আতুয়াজঙ্গল ও...... বিলডোরা।	কংশের সহিত সংযুক্ত।
ঘাগটিয়া	খাঁমারবাদী, কডিয়া...... বাসা, নিশ্চিন্তপুর; সানন্দখিলা, নয়ন কান্দি, তারাইকা-ন্দিও হরিপুর।	বাতাঘাটা ও তারাইর সহিত সংযুক্ত। ইহার প্রথমাংশ গুদারিয়া ও দীঘা, এবং শেষ অংশ ঘাগটিয়া বলিয়া খ্যাত।
সাতার খালি, বা... ছাতার খালি।	ধোবাউড়া, বনিক-... পাড়া, পঞ্চানন্দ পুর, বলরামপুর, দর্শা, চুদনই, ও কাঁটালকুশি।	তারাইর সহিত সংযুক্ত। ইহার কতক অংশ বরাল খাল বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

ইহাব্যতীত গোমখাই, চাপাজোরা, জাওয়ারিয়া, দান-ভাঙ্গা, নাওদারা, নেহারখালি, বড়খালা, রাজারাম খালি, সাদুল্লাখালি, ও হায়রারখাল প্রভৃতি অনেকগুলি খাল আছে।

বিল ‡—সেরপুর বহু সংখ্যক বিলের আধার। উপ পর্ব্বতের অব্যবহিত দক্ষিণে এবং মধ্যদেশে উহার সংখ্যা স্বল্প; পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগেই বিস্তর বিল নয়নগোচর হয়। উত্তরে যোগানিয়া অবধি দক্ষিণে চর নয়াবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত

---

‡ অত্রত্য বিল সকল স্থলভেদে বিল, ঝিল, কোড়, ডোরা ও দহ বলিয়া প্রথিত।

ভূভাগ বিল সমূহে সমাকীর্ণ। সাধারণতঃ পূর্ব্বাঞ্চলের বিল সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অল্প পরিসর। এস্থানে পশ্চাল্লিখিত বিলগুলি সমধিক বৃহৎ।

নাম	অবস্থান	মন্তব্য
ইচলি	দমদমা, মবারকপুর, মৃজাপুর।	বৃহৎ মৎস্য সংযুক্ত।
আড়ুয়াভড়ুয়া, বা আউড়িয়াভাউড়িয়া	নওহাটা, ঢাকলহাটি, গণই, সোণাবর কান্দা।	ঐ
দীঘা	ঢাকলহাটি,	আড়ুয়া ভাড়ুয়ার সহিত সংযুক্ত।
রৌয়া	নারায়ণপুর, গণই, বরেয়া।	
গাউয়া বা ঘাউয়া	বাদাতেঘরিয়া	
কেউটিয়া	বাকারকান্দা।	
বউলি বা বহুলি	চান্দনগর।	
মতিডোবা	যোগানিয়া।	
হাবা	উল্লফা, বারমাসিয়া।	
বাদাগৈর	বারৈকান্দি-মল্লিকেরগড়, কুরশা-ব্যদাগৈর, কেরুসাকুন্ড।	
জলপেকুয়া	জালালপুর।	
চকচকিয়াঝিল	বরইকুচি।	
কোরথা	চরকাউরিয়া, খোসালপুর, জানকীপুর, শ্রীবরদি, কুড়িপাড়া।	বৃহৎ মৎস্য যুক্ত।
বোচাদহ	দহেরপার।	
টুঙ্কা বা টুঙ্কি	ঘাইটকাঁকড়া, জালকাটা।	

নাম।	অবস্থান	মন্তব্য।
ধোবাগুজা ...	... জাল কাটা।	...টুঙ্কির সহিত সংযুক্ত।
বয়সা	... সেখদি।	... বৃহৎ মৎস্য যুক্ত।
বয়সা (২য়)	... কুকরা ও সাগরদির অন্তর্গত ধাতুয়া।	ঐ
ভাণ্ডারা বা ভাঁড়েরা	...সাগরদির ভাঁড়েরা ও এপারগণারকুকরা।	ঐ
অর্জ্জুনা	... মাদারপুর।	
কালাডাঙ্গা	... চর সেরপুর।	
কাকিলাকুড়া *	হানশাইল-দাড়িয়ার পার, বালিয়া চণ্ডী।	
কাউয়াকুড়ি	... রাণীগাঁও, শিমুলতলা।	
বামনদোলা	... রাঙ্গামাটিয়া।	
তিনঠেঙ্গিয়া	... খুজিউড়া।	
হালুঘাটা	... আশ্রমতেঘরিয়া, বীর গুছিনা।	
ডুহার-গেড়িয়া	... গুত্তাহলি, নয়নকান্দি।	... ইহার উত্তরাংশ ডুহার এবং দক্ষিণ ভাগ গেড়িয়া বলিয়া খ্যাত।

এতদ্ভিন্ন কানুডাঙ্গা, গোবামারা, চাড়িয়া, জাপুর, ডুবলা কুড়ি, ধর্ম্মকুড়ি, বাঙ্গালিয়া, বামনদীঘা, বোয়ালমারা, মৌয়া

* সরবে মেপে ইহা কালীকোণা বলিয়া লিখিত আছে।

কুড়ি, রঙ্গাই, রায়পা, শৌলা, ও হাঁসলি, প্রভৃতি আরও অনেক বিল আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জলবায়ু, ঋতু, স্বাস্থ্য, ভূমি, উদ্ভিজ্জ, ইতর জন্তু।

জলবায়ু—সেরপুর সমমণ্ডলে অবস্থিত। পর্ব্বত-সন্নিহিত এবং সমুদ্র-জলসীমা হইতে ন্যূনাধিক ৭০ ফুট উচ্চ বলিয়া এস্থানে তুর্ব্বিষহ শীতানুভব হয়, গ্রীষ্মও তেমনই প্রবল। এখানকার উষ্ণতা মাঘ অবধি ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত ৬০—৯২ তাপাংশ হইয়া থাকে। উপপর্ব্বত-সমেত উত্তর অঞ্চল এবং মধ্য প্রদেশ অপেক্ষাকৃত শীতল; পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের সৈকত ভূমি এবং উপত্যকা সকল সাধারণতঃ উষ্ণ। উপত্যকা সমূহে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়। বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত বর্ষাসকাল পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের আর্দ্র বায়ু, কার্ত্তিকাদিমাসচতুষ্টয় উদীচ্য-হিমবাত, এবং ফাল্গুন চৈত্র দুইমাস পশ্চিম দিক হইতে "ধুপাল" নামক রুক্ষ সমীরণ প্রচণ্ড বেগে বহমান হয়। সচরাচর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন কার্ত্তিকে এখানে ঝড় হইয়া থাকে; এ কয়েক মাসেই পূর্ব্বদিক হইতে ঝড় হইবার সম্ভাবনা; ঐ ঝটিকা দীর্ঘকাল স্থায়িনী, এবং বহু স্থান ব্যাপিনী।

প্রায় প্রতি বর্ষেই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে বায়ুকোণাদি হইতে ঝড় হইয়া থাকে (১)।

অত্রত্য জলবায়ু অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না *। জল সামান্যতঃ কিঞ্চিৎ গুরু; পরন্তু মৃগীর জল সাতিশয় লঘু ও উপাদেয়। ইয়োরোপীয়েরা উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্রের সলিলও, অনুত্তম ও উপাদেয়। সোমেশ্বরীর জল অতীব শীতল ও জীর্ণকর। সমতল বাসিগণের পক্ষে উপ-পর্ব্বত-অঞ্চল সাধারণ্যে পীড়া-কর বটে, কিন্তু বুরুঙ্গার পাহাড় বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রবাদ আছে; দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলের জঙ্গল-কর্দ্দম-বহুল সজল নিম্ন-ভূমি সকল অত্যন্ত অসুস্থ কর।

ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, এবং শীত এখানকার প্রবল ঋতু।

(১) কয়েক বৎসরের ঝড়ের তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১২৫৯ সনের ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ।	পূর্ব্বদিক হইতে।	অতিশয় প্রবল।
১২৭১ সনের ২০এ ও ২১এ আশ্বিন।		ঐ
১২৭২ সনের ২১এ চৈত্র।		মধ্যবিধ।
১২৭৪ সনের ২৬এ বৈশাখ।	বায়ুকোণ হইতে।	অত্যন্ত প্রবল।
,, ,, ১৬ই কার্ত্তিক।	পূর্ব্বদিক হইতে।	ঐ
১২৭৬ সনের ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ।		পূর্ব্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল।
১২৭৭ সনের ৮ই আশ্বিন।	পূর্ব্বদিক হইতে।	প্রবল
১২৭৮ সনের ১৮ই বৈশাখ।	পশ্চিমদিক হইতে।	উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য প্রদেশ এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগের অনেক স্থানে অতিশয় প্রবল।

* সেরপুর নিতান্ত অসুস্থকর বলিয়া ভিন্ন স্থানীয় অনেকের একটি সংস্কার আছে, কিন্তু যাঁহারা এখানে আসিয়া, কিছুকাল বাস করেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই সে সংস্কার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

সামান্যতঃ বলিতে গেলে, বৈশাখাদিআশ্বিনান্ত ছয়মাস গ্রীষ্ম-বর্ষার এবং কার্ত্তিক অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত ছয়মাস শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে। জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ভয়ানক গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। সচরাচর বৈশাখেই বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইতে দেখা যায়, পরন্তু আষাঢ় অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত পূর্ণ বর্ষা। ভাদ্রের কিয়দ্দিন থাকিতেই অল্প অল্প শিশির পড়িতে থাকে ঐমাসের শেষভাগ অবধি কার্ত্তিকের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত শরৎ; তন্মধ্যে আশ্বিনেই উহার সবিশেষ শোভা। কার্ত্তিকের শেষভাগ হইতে পৌষের কতকদিন পর্য্যন্ত হেমন্ত। পৌষ অবধি ফাল্গুণের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত শিশির, তন্মধ্যে পৌষ ও মাঘের প্রথমাংশে দারুণ শীত। ফাল্গুন অবধি বৈশাখের প্রথম কিছুদিন পর্য্যন্ত বসন্ত, তন্মধ্যে চৈত্র মাসেই উহার বিশেষ মধুরতা অনুভূত হয়।

স্বাস্থ্য—এখানে শীতকালই পরম রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু বসন্তারম্ভে (ফাল্গুন চৈত্রে) যখন উপপর্ব্বত-অঞ্চলে গজারি বৃক্ষের কুসুম সকল বিকশিত হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়ে তাহার রেণুপরম্পরা অনিল-বেগে পরিচালিত হইয়া ঐ অঞ্চল এবং তৎসমীপবর্ত্তি স্থান সকল একান্ত পীড়াজনক করিয়া তোলে। গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে অনন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকালে একদিকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ, পক্ষান্তরে মুষলধারে বারি পতন, এতদুভয় প্রভাবে জল বায়ু বিষাক্ত হইয়া জ্বর, অতিসার এবং আমরক্ত প্রমুখ নানা-বিধ পীড়া সঞ্চার করে। শরৎ ও হেমন্তের সন্ধিতে (কার্ত্তিক মাসে) কোন কোন বার জ্বরাদি রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব

লক্ষিত হয়। জ্বর বিকার, পর্য্যায় জ্বর প্রভৃতি বিবিধ জ্বর* গলগণ্ড, প্লীহা, বসন্ত, উপদংশ ও পিত্তবিকারজনিত পীড়া, আমাশয়ঘটিত রোগ, বাতব্যাধি, এবং দদ্রু-কণ্ডূয়নাদি চর্ম্ম রোগ এখানকার প্রধান ব্যাধি। বিসূচিকা (ওলাউঠা) † প্রভৃতি হঠাৎ আক্রমক ও শ্লেষ্মা-বিকার জন্য রোগের সংখ্যা অধিক নহে। পরগণার অনেক স্থান অপরিষ্কৃত জলাশয় ও জঙ্গলে সমাকীর্ণ। ইহাই রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ (২)

ভূমি—উপ পর্ব্বত নিচয়ে আরক্ত মৃত্তিকা (লাল মাটি), এবং পীত-কপিলাদিনানাবর্ণ বালুকা প্রস্তর ও কঙ্কর সম্বলিত কঠিন ভূমি নয়ন গোচর হয়। আন্দাগারি-টিলার পূর্ব্বদিকে স্রোতস্বতী নেত্রবতীমধ্যে রাক্ষ গৌরবর্ণ দুইটি বৃহৎ প্রস্তর স্তূপ বর্ত্তমান। নাচনমহরি ও ঘাইটকাকড়া

(২) চারি পাঁচ বৎসর হইল পাহাড় অঞ্চল ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের কোন কোন স্থানে "কালা আজার" নামে এক প্রকার রোগ দেখা দিয়াছে। প্রথমে টাওকোচা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে বালীজুরি, গাজুনি, কাঁক্‌সা, ও দুদনুই প্রভৃতি গ্রামে ইহার বিস্তার হয়। ইহার লক্ষণ এই, পীড়ার আরম্ভে গাত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থান স্ফীত হইয়া, চাকা চাকা হইয়া উঠে। ঐ গুলি যেমন মিলিয়া যাইতে থাকে, তৎসহকারে শরীরও নিতান্ত ক্ষীণ ও মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, উদর স্ফীত হয়; আহার কমিয়া আইসে এবং অল্পকালেই মৃত্যু হয়।

---

* ১২৩৪ সনে একদা জ্বর প্লীহাদি রোগের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া অত্রত্য লোক সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া যায়।

† প্রাচীনেরা কহেন ১২২৪ সনে এ পরগণায় ওলাউঠা প্রথম আবির্ভূত হয়।

প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত শ্বেত মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উপত্যকাগুলি নিরতিশয় সারবতী ও ফলশালিনী। অধিত্যকা সকলের ভূমি অত্যন্ত কঠিন এবং স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অনুর্ব্বর। মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব্বাঞ্চলের অধিকাংশ মৃত্তিকা আঁটাল, কৃষ্ণবর্ণ এবং শস্য সম্পত্তির আকর। সোমেশ্বরী, মহাঋষি ও নেত্রবতী প্রভৃতি কোন কোন নদীর উপকূলস্থ মৃত্তিকা অত্যুর্ব্বরচিক্কণপলিতে বিমণ্ডিত। পশ্চিম ও দক্ষিণভাগের চর-ভূমি সমুহ সবিশেষ নিস্তেজ ও বালুকাময়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগের নিম্ন ভূমি সকল আঁটাল পললময় ও সমুর্ব্বর।

প্রধানতঃ এ পরগণায় নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ভূমি ভেদ প্রথিত আছে ঃ—

১—কান্দাজমি—উচ্চ ভূমি।
২—টানি—কান্দাজমি হইতে নিম্ন।
৩—চাছ্‌রা বা নাঠা—কান্দা ও টানিজমিরমধ্যে অনুর্ব্বর স্থান
৪—নামা—নিম্ন ভূমি।
৫—বাইদ—যে সঙ্কীর্ণ নিম্ন স্থানের দুইদিকে উচ্চ ভূমি আছে।
৬—কর্‌চা—বিলাদির তটস্থ কান্দা জমির নিম্ন ভরটি স্থান।
৭—ভাসা—জলা ভূমি।

অত্রত্য মৃত্তিকা এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—

১ বালুয়া—নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময়।
২ রেতি—বালুয়া মাটির উপরি ভাগে পতিত আঁটাল মাটির পাতল স্তর।

৩—পৈলা—নদ্যাদির পারে উদ্ভিদ্ প্রভৃতি পঁচিয়া যে সার বান, কোমল ও আর্দ্র মৃত্তিকা স্তর উৎপন্ন হয়।
৪—মাটিয়াল—আঁটাল মাটি।
৫—ক্লুতি—নিম্ন মাটিয়াল, রোপণের উপযোগী।
৬—দোয়াসিলা—যে মৃত্তিকা বালুয়া ও মাটিয়ালে প্রায় সমভাবে সংঘটিত, অর্থাৎ যাহাতে উভয় ধর্ম্ম বিদ্যমান।

পরগণার আবাদি ভূমির পরিমাণ ন্যূনাধিক চারি আনা হইবেক। আবাদ ও কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে এখানে সাধারণতঃ (১) চাঙ্গ, (২) পাবর, (৩) খোদ, (৪) আউশ, (৫) বাওয়া, (৬) বোর, (৭) এক সরি, (৮) দোসার সরি, (৯) দোসার ধানি, এই কয়েক প্রকার ভূমি ভেদ আছে। প্রথমোক্ত দ্বিবিধ ভূমি প্রায়শঃ কঠিন অধিত্যকা সমূহে অবস্থিত। গারগণের গৃহকে চাঙ্গ এবং তাহাদের কৃষি ক্ষেত্রকে পাবর কহে। একই পাবরে নানা জাতীয় কৃষিজ সমুৎপন্ন হয়। প্রজা সাধারণের বাসস্থান খোদ, ভিটি, বা আসল বলিয়া কথিত। উহার সংলগ্ন ভূমিকে পালান কহে। যে ভূমিতে প্রধানতঃ আশু ধান্যের আবাদ হয় তাহা আউশ। যে সকল কান্দা ও টানি জমি—বালুয়া, রেতি, ও মাটিয়াল, তাহা এই শ্রেণীতে নিবিষ্ট। এই ভূমি নদীতটে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে অধিক। যে ভূমিতে বাওয়ার (রোয়া ও আমনের) আবাদ হয় তাহা বাওয়া। সামান্যতঃ লামা-মাটিয়াল (ক্লুতি) ও ভাসা জমি

ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্বাঞ্চলে এবং দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন অংশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বাওয়া ও বোরধান্যের চারা (জালা) যে ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহা জালা বলিয়া খ্যাত। যে ভূমিতে বোরধান্যের আবাদ হয় তাহা বোর। বিলাদির করচাস্থিত পৈলা প্রভৃতি মাটি উহার উৎপত্তি স্থান। এই শ্রেণীর ভূমি অল্প; কেবল মধ্য প্রদেশে ও দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন স্থলে বিদ্যমান। যে আউশ জমিতে, শুদ্ধ সর্ষপের আবাদ হয় তাহা এক সরি। এরূপ ভূমিও অত্যল্প। আশু ও সর্ষপ উভয়ই, যে আউশ জমিতে যথেষ্ট জন্মে তাহা দোসারসরি। এ প্রকার ভূমি অনেক; কিন্তু অধিকাংশই সচরাচর আউশ শ্রেণীতে পরিগণিত। যে ভূমিতে আউশ ও বাওয়া উভয় ধান্যেরই আবাদ হয়, তাহা দোসার ধানি। যে সকল ভূমি অধিককান্দা বা টানি ও নয়, এবং অধিকলামাওনয়, এমত সমতল ও দোয়াসিলা জমি অবস্থা ভেদে দোসার ধানি শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট।

উদ্ভিজ্জ—পরগণার সর্ব্বত্র অশ্বত্থ, বট, বিলাতিবট, পাকুড, পাওয়া, শজনা, শিমুল, ছাতিন, মান্দার, কেন্দার, সেওড়া, জিগা (জিয়ল), সোণালু (সোদাল), যজ্ঞডুম্বর, আম, কাঁঠাল, কালজাম, গোলাবজাম, দাড়িম্ব, তেঁতুল, আমলকী, হরিতকী, কামরাঙ্গা, বদরী, হরবরই (রোয়াইল), শফরীআম (পেয়ারা), ভুবি (লটকা), ডহয়া, ডেকল,

আমড়া, জলপাই, নানাবিধ জামির*, জম্বুরা, বেল, তাল, গুবাক, নারিকেল, নানাজাতীয় কদলী ‡ ও বাঁশ;— স্থানে স্থানে নল, খাগড়, ইকড়, ছন, বন,—ইত্যাদি তৃণ; বেত, দ্রোণ, এড়াইচ, পালই (ঢেকিশাক); অনেক প্রকার কচু† এবং ভাইট ও শঠি প্রভৃতি বিবিধ উদ্ভিদরাজি দেখিতে পাওয়া যায়।

বক, বকুল, পলাশ, কাঞ্চন, চাঁপা, কাঁটালে চাঁপা, নেপালেচাঁপা, ভূঁইচাঁপা, কনকচাঁপা, গোলাচি, কুন্দ, মুচকুন্দ, নাগেশ্বর, শেফালিকা, কদম্ব, কেলিকদম্ব, টগর, গন্ধরাজ, করবীর, জবা, জাতী, যূথী, সেওতী, মালতী, গুলাব, বেলী (মল্লিকা), বনবেলী, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, ঝিন্টী, অতসী, অপরাজিতা, কেতকী, রঙ্গন, সন্ধ্যামালতী, কাঠমালতী, কুঞ্জলতা, মাধবীলতা, স্থলপদ্ম, জলপদ্ম, উৎপল, কোকনদ প্রভৃতি বিবিধ স্থলজ ও জলজ পুষ্প-বৃক্ষলতা এস্থানে বিরাজমান।

সেরপুরে বনজ ঔষধি অপর্য্যাপ্ত। যথা—নিম্ব, সিন্ধুরার (নিসিন্দা), রাজবৃক্ষ (সোঁদাল বা সোণালু), শ্যোনাক

---

* কাগজী, টাবা, মাতুলঙ্গ (মাতলং), গড়ুয়া জামির ইত্যাদি।

‡ শফরীকলা, জাতিকলা, চাঁপাকলা, মর্ত্তমানকলা, ভীমআটিয়া কলা, বাঘনলীআটিয়া, কড়ইবাড়ি বা তুলাআটিয়া বা রাজভপুরিয়া কলা, ঋষিয়া কলা ইত্যাদি।

† আন্নাকচু, জাতিকচু, বিষকচু, ইত্যাদি।

ছ

(কানাইরডিঙ্গা, বা নাও সোণা), স্নুহী (সিজ), পীতশক্র (পীতরাজ), কুটজ (কুটেশ্বর), পালিধা (পালিয়ামান্দার) ; বাট্যালক (বাড়িয়ালি), হস্তিশুণ্ডী (হাতিশুড়া), তালমূলী, কণ্টকারী, বৃহতী (বেথৈর), চিত্রক (চিতা), এরণ্ড (ভেন্না), ব্রহ্মযষ্টি (ভামট), পূতি (লাটাগোটা, বা লাটাকরঞ্জা), শঠী (বন্য শুট), দদ্রুঘ্ন (এড়াইচ), কাসমর্দ্দ (বড় এড়াইচ), অর্ক (আকন), ধূস্তূর, শক্রাসন (ভাঙ্), বিষমুষ্টিকা (কুচিলা), গোরক্ষতণ্ডুলা (গোরখ চাউলা), প্রিয়ঙ্গু (বনমালা), হস্তিকর্ণ (বড়পলাশ), বচ, বাসক, ভণ্টাকী (ভাইট) ; অনন্তমূল, শ্যামা (শ্যামালতা), পুনর্নবা, শতমূলী (শতাইল), গুড়ূচী, রাস্না, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, ত্রিবৃতা, (তেওড়ি), বৃদ্ধদারক (বানিয়া জানি), অম্বষ্ঠা (আকালমেন্দি), ত্রায়ন্তী (ভুইবলা), বিম্বিকা (তেলাকুচিলা), ইন্দ্রবারুণী (বনসশা), গ্রীষ্মসুন্দর (গীমা), অম্ললোলিকা (আমরুল), ক্ষেত্রপর্পটী (ক্ষেতপাপড়া), মুস্তক (ভাদালিয়ামুথা), শালিঞ্চ (শাচিয়া), কেশরাজ (কালাকেশরতা), ভৃঙ্গরাজ, হিলমোচী (হেলেঞ্চা), কঞ্চট (কেচলা) ইত্যাদি।

ধান্য, সর্ষপ, কৃষ্ণতিল, অড়র, খেসারি, মসুর, ঠাকুরীকলাই, তামাক, কোষ্টা, ও কার্পাস, প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এখানে অধিক জন্মে। যব, চিনা কাওন, মুগ, মাষ, ও বুট, ইত্যাদি কলাই ; শণ, ইক্ষু, আনারস, বাঙ্গি, (ফুটী), তরমুজ, সশা,

কুষ্মাণ্ড, লাউ, বিলাতিলাউ, (বিলাতিকুমড়া), মূলা, গোল-আলু, শর্করকন্দআলু, শ্বেতআলু, আমআদা, আদা, হরিদ্রা, পলাণ্ডু, লশুন,লঙ্কা,বার্ত্তাকু ঝিঙ্গা, কাঁকরোল,করলা, উদিসা (উচ্ছা),পটোল,শিম,ওল,দস্তর,মানকচু ; ডাঙ্গ,পালঙ্গ,পেরঙ্গ, পূঁই,বাতুয়া ও চুকাই,(চুকাপালঙ্গ)প্রভৃতি শাক ; ধনিয়া,শলুফা, গুরামঙ্গুরী (মৌরী) রান্ধনী ও যৈন আদি নানাসজ মসলা এবং পান * সাঁচিপান † প্রভৃতি অনেকবিধ আহার্য্য ফল মূল সাকসবজি ও তরিতরকারি ন্যূনাধিকরূপে উৎপন্ন হয়। ধান্য, সর্ষপ, কৃষ্ণতিল, অড়র কলাই, তামাক, বার্ত্তাকু, লঙ্কা ও কার্পাস উত্তম।

পাহাড় অঞ্চলে ও তৎসান্নিধ্যে গজারি, শিরীষ, নিহর, নাগেশ্বরী,চাম্বল, চামা, সোপাঙ্গ, গাম্ভারী, পারুল, জারৈল, কাটাখসিয়া, খাড়াযোড়া, দুদক্ষীরা, কড়ই, আসই, কাচই, মাউ, কাউ, জাঙ্গাল, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, গজ-পিপ্‌পলী, দিলা, গ্রন্থিবিষ (গাঁইটাবিষ) ও বিটখদির প্রভৃতি নানামত বৃক্ষ, তারাইবাঁশ, বনবাঁশ ; তেজপত্র,দেও-তারা, গণগন্ত্রী, (গন্ধমতী), একাঙ্গী, পোয়ারা ও পচাপাতা ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য ; কার্পাস, কুরুহপাতা ; দেওধান, চিনাল, কোচকুমড়, বিম্বিকচু, পেঁচামুড়িকচু, রাজআলু, মাখু,

---

* বাঙ্গলাপান ও গাছপান ভেদে পান দ্বিবিধ।

† সাঁচি দ্বিবিধ—উত্তম বা চন্দনী সাঁচি ও গুবরিয়াসাঁচি।

গোলমরিচ ও ধান্নুয়া মরিচ আদি বিবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় (৩)।

(৩) গজারির শাখাদি অল্প, সচরাচর ইহার বেড় ৩ ৪ হস্ত ও উচ্চতা ৩০।৩৫ হস্ত হইয়া থাকে। কখন কখন ইহা অপেক্ষা বৃহৎ ও দৃষ্ট হয়। পলাশপত্রের সহিত ইহার পাতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। শিরীষ, উচ্চতায় ২৫।৩০ হস্ত এবং বেড়ে ৭।৮ হাত। কাষ্ঠ কৃষ্ণ মিশ্রিত রক্তবর্ণ ও পাতা প্রায় তেঁতুল পাতার ন্যায়।

চাম্বলের পত্র কাঁটাল পাতা হইতে বড়, স্কন্ধ বৃহৎ এবং বর্ণ গজারি হইতে কিঞ্চিদধিক রক্তিম। চাযার পত্র বট পাতার ন্যায়, ফল প্রায় কাঁঠালের মত কিন্তু ছোট। সোপাঙ্গগজারির ন্যায় বৃহৎ, পত্রও প্রায় সেইরূপ, ইহার বল্কল কুটিয়া একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়; কথিত আছে তাহাতে শয়ন করিলে রসের পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। গাভারীর পত্র প্রায় শকরী আমের পাতার তুল্য, কাষ্ঠ শ্বেত, এবং উচ্চতা আম্র কাঁঠাল আদি বৃক্ষ সদৃশ। ইহা অত্যন্ত সারবান্, ইহার সার কাল ওলাল দুই মতই হয়। কাটা খনিয়া—কণ্টক ময়, দেখিতে বিল্ব বৃক্ষের ন্যায়, ইহার কাষ্ঠ পীতবর্ণ। গজারি, শিরীষ, চামা, কাটাখনিয়া, খাড়া যোড়া, কড়ই, ও নিহর প্রভৃতির কাষ্ঠে থাম তক্তা, ও কোন্দা নৌকা অতি উত্তম ও শক্ত হয়। কুরুচ পাতার ন্যায় গজারির পত্র দ্বারাও, ছাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আসই. দ্বিবিধ; সামান্য আসই ও মন আসই। ইহার ত্বক্ অতিশক্ত এবং পাতা আম্র পত্রের ন্যায়। ইহা প্রকাণ্ড ও সমধিক সার সম্পন্ন হইলে তাহাতে কখন কখন প্রস্তর জন্মিতে দেখা যায়। এই বৃক্ষে থাম অতি উৎকৃষ্ট হয়। মাউ, গুবাক ও নারিকেল জাতীয় বৃক্ষ, ইহার পাতা ভহুয়ার পাতার সদৃশ, সাধারণতঃ ইহা ৩০।৩৫ হস্ত কিন্তু কখন কখন ৬০।৭০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার কাষ্ঠে ঘরের পাইড় অতি উত্তম হয়। কাপাসিয়া ও তেলুয়া এইদুই জাতীয় মাউবৃক্ষের মধ্যে তেলুয়া গুলিই উৎকৃষ্ট। কাউ দেখিতে নাগেশ্বর বৃক্ষ সদৃশ; পত্র গাবের ন্যায়, এবং ইহার উচ্চতা আম্র কাঁঠাল আদি বৃক্ষের অনুরূপ। ইহার কাষ্ঠে সচরাচর পাইড় ও ধন্না হইয়া থাকে। কাচই,—সামান্যকাচই ও

উত্তর পশ্চিম, মধ্যপ্রদেশ, ও পূর্ব্বাঞ্চলে বাওয়াধান্য (৪) যথেষ্ট জন্মে। আশুধান্য ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য অপেক্ষা কৃত অল্প। ভোগবতী নদীর পশ্চিমে কোন কোন স্থানে বোরধান্য সমুৎপন্ন হয়। পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে আশু-(৫) এবং সর্ষপ তামাক আদি ইতর কৃষি ও তরিতরকারী

পানি কাচই এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার পত্র মন পাতার ন্যায়। কাচই ও জাঙ্গরাল প্রভৃতির খড়ি উত্তম হয়।

তারাইবাঁশ সরু ও পাতল। ইহাতে টাট্টি ও বেড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বীজ বপন দ্বারাও, ইহা উৎপন্ন হয়। বন বাঁশ কণ্টক যুক্ত এজন্য ইহাকে কাঁটা বাঁশও কহে। দেওতারা ও গণমন্ত্রী মাংসের ব্যঞ্জনে সুগন্ধি দ্রব্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পচাপাতা বস্ত্রাদির ভাঁজে সংরক্ষিত হয়; তামাকে মসলা স্বরূপ ব্যবহার করা যায়, এবং ইহাতে পেচোলি নামক প্রসিদ্ধ সুগন্ধি আরক প্রস্তুত হয়। চিনালের আকৃতি বাদামি, বাঙ্গি (কুটী) অপেক্ষা হ্রস্বাবয়ব ও ক্ষুদ্র, বর্ণ সাধারণতঃ পীত; বাঙ্গির ন্যায় খাদ্যদ্রব্য কিন্তু তদপেক্ষা সুগন্ধি ও সুখাদ্য। কোচকুমড়, সামান্য কুষ্মাণ্ড হইতে অপেক্ষাকৃত সরু ও সুভক্ষ্য। পেঁচামুড়ি কচু বহু গ্রন্থিমুখযুক্ত ও প্রায় বর্ত্তুল। বিন্নি তদপেক্ষা দীর্ঘ ও গ্রন্থি রহিত, এ উভয় কচুই সামান্য কচু অপেক্ষা সুস্বাদ। এ সকল এখানকার এক প্রকার অনন্য স্থান সুলভ প্রসিদ্ধ বস্তু।

১২৭৬ অব্দে ভটপুরের নিকট এক প্রকার কাষ্ঠ পাওয়া যায়। তাহা অন্ধকারে রাখিলে বিলক্ষণ উজ্জ্বল দেখায়। অপর কোন স্থানে এক প্রকার বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে তাহার বল্কল ভূর্জ্জপত্রের অনুরূপ, এবং পাতা এলাকর্পূর মিশ্রিত গন্ধ বিশিষ্ট।

(৪) বাওয়াধান্য দ্বিবিধ—রোয়া, ও আমন। রোয়া, রোপন ও আমন বপন করে। আমন সাধারণতঃ মোটা-ধান্য; এবং উহা ভাসা জমিতে বপন করিতে হয়। আড়ালিয়া, আসাবাওয়া, কাকুয়া,

প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, বাওয়া অল্পতর হয় ; পরন্তু এ অঞ্চলে নানা প্রকার কদলী, কাঁটাল, কড়ুই, শিমুল, এরণ্ড, কণ্টকারী, আকন (আকন্দ), গুল্ম, এবং স্থান বিশেষে ঝাউ, ইত্যাদি বৃক্ষের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বিলাদিজলাশয়ে মাখনা, শিঙ্গাইর (পানিফল) ও পদ্মের চাক এবং সজল নিম্ন ভূমিতে কেশুর নামক সুরস খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কাজলা, ঘোরবাগ, লাউডোগ ও হাঁসকল প্রভৃতি এই শ্রেণীস্থ। কালোজিরা, উকুনমধু, সমুদ্রফেণা, চিনিশাইল বা চিনিসাগর, ছোটবির খোদবাদাম, ও ষাটি, প্রভৃতি ধান্য সূক্ষ্ম (মেহি);—বনকোষ, বনগিরি, রায়মুখী, মালশীরাজ, বাঁশীরাজ, দৈলচ, চাঁপালনি, তুলসীমালা, পাতরী, খায়ের মা, হিলটি, মুলাবীচি, মটর, চাপাবাওয়া, গুঞ্জরী, নাকিবেওয়া, মরিচপাল, বিন্নি, জামির-খোল, ঝগা, ও বামনা, প্রভৃতি ধান্য মধ্যম ;—এবং গড়িয়ানলচ, সূর্য্যমণি, বেলআটি, হলিদা মেদি, চন্দন-ছিটা, গাঠিয়ালাঠি, লোহাডাঙ্গ, কুমড়গের্ক, গচি, খাগা, কুমড়ী, কালীবারুক, বিলাবির, জোয়ালগাতা, শ্যামরস ও মাটিয়া-চেঙ্গ প্রভৃতি ধান্য স্থূল (মোটা)। যাইটা (এই ধান ৬০ দিনে পাকে), আশ্বিনা এবং কাত্তিশাইল ধানও, বাওয়া জাতীয়।

(৫) আশু (আউশ) ধান্যের মধ্যে সুবর্ণখড়িকা, সরিষাফুল, মরিচফুল, বগী, ও কাঁচালনি প্রভৃতি সূক্ষ্ম (মেহি);—সাপা, জটাভাদাই, বলরাম ও জাপরশাইল, ইত্যাদি মধ্যম ; এবং ধাড়িয়া, কাশিয়ামাজা, ধুকুরি, গুয়াখুপি, বড়ন, বা মহিষ লেটি, বিন্নাছোপ, পক্ষিরাজ, বোয়ালিয়া, চাঁপাল, গড়িয়া বা আগালি, জামির-ছড়া, চিত্রা, লক্ষ্মী-বিলাস ও গয়াল প্রভৃতি স্থূল (মোটা)। দেওধানও আউশ জাতীয়।

ইতরজন্তু—গো, মহিষ, সামান্য অশ্ব, ছাগ, মেষ, শূকর, শল্লকী, শৃগাল, কুক্কুর, বিড়াল, বনবিড়াল (ওয়াপ), বাঘা-সিয়া, লেন্দর, মূষিক, গন্ধমূষিক, নানাজাতীয় সর্প, বেজী, নকুল, গোধিকা, ভেক, অঞ্জনিকা, (আঞ্জন), ও গৃহগো-ধিকা (হাড়ইল), প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু ও সরীসৃপ; এবং কঙ্ক, শ্যেন, শকুন, গৃধিনী, উৎক্রোশ, চিল, বলোয়া, চের-চেরিয়া, পেচক, ভুতম, নিমপক্ষী, রাজহংস, ক্ষুদ্রহংস, (পাতিহাঁস), কাক, শালিক, চন্দনাশালিক, বুলবুল, টগা, টিয়া, দৈয়ল, টুনি, দুর্গাটুনি, কোকিল, শ্মশানকোকিল, চটক, খঞ্জন, কপোত, বনকপোত, (চুপী বা ঘুঘু), চাতক, হরিকল, হলিদাপক্ষী, নীলপক্ষী, কুকুয়া, ফেচকুল্যা (ফিঙ্গা), কেচ্‌কেচিয়া, খোড়লিয়া, ভারয়, বাবুই, গুজিশলই, চৈতার বউ (বউকথাকও), জোকারিয়া, নকুনচোর, বামনের বাহুয়া, বক, আঠিয়াবক, পিপী, পানিকাউড়ী, মৎস্যরঙ্গ ও কলহংসাদি নানা পক্ষী; লক্ষ্মীবাদুড়, চর্ম্মচটিকা; ঊর্ণনাভ, এণ্ডি, মুগা ও আমরি প্রভৃতি তন্তুকীট, তৈলপায়ী, ভৃঙ্গ-রোল, বরটা, মধুমক্ষিকা এবং কৃমি দংশ মশকাদি বিবিধ প্রাণী সর্ব্বত্র নয়নগোচর হয় (৬)।

(৬) সেরপুরে কৃষ্ণ ও শ্বেত এই দুই বর্ণের মহিষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে শেষোক্তের সংখ্যা অল্প। মহিষ কাচর ও বাঙ্গর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই জাতির পরস্পর সংযোজনে যে মহিষ উৎপন্ন হয় তাহাকে দোআসিলা কহে। কাচর স্বভা-

চরভূমিতে ও নদীকূলে ফটিয়া, খরগোস, খাটাস; এবং টীকাময়না, গাতুয়াময়না, পোড়াময়না, গাঙ্গশার; গাঙ্গচিল, রামকুম, (চকা), ভেলুয়া, ইটালু, ও টিঠী;—বিলাদিজলা-

বতঃ প্রচণ্ড ও ভীষণ, দোআসিলাও, বাপের অপেক্ষা সবিশেষ উগ্র হইয়া থাকে। মহিষ শাবককে পাড়া বা বয়াড় কহে। শ্বেত-বরাহ অপ্রাপ্য নহে কিন্তু অতি বিরল। বাঘালিয়া—কুকুর অপেক্ষা খর্ব্বাকার জন্তু। উহার বর্ণ কপিশ, কিন্তু পৃষ্ঠ দেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান বিশেষতঃ পার্শ্বদ্বয় কাল ডোরা যুক্ত। উদর ঈষৎ শুভ্র, মুখাবয়ব শৃগালের মত এবং লাঙ্গুল সমধিক দীর্ঘ। এই পশু মাংসাশী এবং বিড়ালাদি জন্তুর বিষম শত্রু। লেন্দর—দেখিতে প্রায় নকুল সদৃশ কিন্তু তাহা হইতে বৃহৎ; বর্ণ ঘোর কপিশ, পৃষ্ঠ কাল ও মুখ চোখা। ইহার লোম বাঘালিয়া অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও কোমল। কলা, কাঁটাল প্রভৃতি ফল এবং কপোত আদি ক্ষুদ্র পক্ষী ভক্ষণে ইহা অত্যন্ত অনুরক্ত; সময়ে২ চোরের ন্যায় অতি সাবধানে লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার স্বার্থসাধন করে।—বাড়োয়া, চন্দ্ররিয়াবুড়া, দাড়াইচ, গুমা, শঙ্খিনী, আলাদ, গোক্ষুর, বামুয়া, মাছুয়া, ধোরা, আগুনিয়া, মেনী, কাল-নাগিনী, লাউডোগ, কালীধুরী, বাঁশপাতরী, বিষতিয়া, ও দুমুখা প্রমুখ নানা প্রকার ভুজঙ্গম, জঙ্গল, বিবর ও বিলাদি জলাশয়ে অব-স্থিতি করে। উপপর্ব্বত অঞ্চলই বাড়োয়ার প্রকৃত বাসস্থান, কখন২ তদিতর স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। সহর সেরপুরের কোন স্থানে ১২৫০ কি ৫১ অব্দে একটী বাড়োয়া-শাবক নিহত হয় উহার দৈর্ঘ্য ১৩ হস্ত এবং বেড় ১ হস্ত ছিল। এই সর্পের আঁইষ রোহিত মৎস্যের শল্কের ন্যায়। ঐ বৎসর এই জাতীয় এক সর্পে একটি ছাগ গ্রাস করিয়াছিল। বিষদন্ত উরগের সংখ্যা অল্প নহে। মধ্যে২ এক প্রকার বৃহদাকার ভেক দৃষ্ট হয়। উহারা ক্ষুদ্র২ সর্প গিলিয়া ফেলে। —টগা দেখিতে বুলবুলের ন্যায়, বর্ণ খদিরবৎ কিন্তু বক্ষঃস্থল শুক্ল। এখানে শ্বেত (লাউয়া), নীল, পিঙ্গল, এবং তিলা এই চতুর্ব্বিধ ঢুপী

শয়ে ও তৎসন্নিহিত স্থানে উদ নামক একপ্রকার জন্তু, পুঞ্জ২ জলৌকা, এবং সারস, কলহংস (বালিহাঁস), কালিম, কোড়া, ডাহুক, গোরবাক্ গয়াল, প্যানিকাউড়ী, পিপী, বক, জাঠিয়াবক, শুকডোম, শামুককেচা, ও মৎস্যরঙ্গ প্রভৃতি আমিষভুক্ বিহগকুল ঝাকে২ বিচরণ করিতে দেখা যায় (৭)।

আছে। উৎক্রোশ, চিল ও খঞ্জনাদি পক্ষী ভাদ্র আশ্বিন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত এবং বলোয়া প্রভৃতি অন্যান্য পাখী প্রায় সকল কালেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের মধ্যে এন্নিপোকা পালিবার প্রথা দৃষ্ট হয়, উহাকে এণ্ডি অথবা বন্দপোবা ও কহে। এরণ্ডপত্র ইহার খাদ্য। রেসমকীটের ন্যায় ইহার গুটি হইতে এক প্রকার সূত্র বাহির হয়, এবং তদ্দ্বারা এন্নি নামক ঘনোত শক্ত বস্ত্র বিশেষ প্রস্তুত হইয়া থাকে; পরন্তু এখাকার ভদ্র হিন্দু সমাজে ঐ বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত নাই। সচরাচর বদরী ও আত্রবৃক্ষে পর্য্যায় ক্রমে মুগা, ও আমরি পোকার গুটি সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমস্ত গুটির পদার্থও সূত্রময় বটে, কিন্তু এই সকল কীট এন্নির ন্যায় পালিত হয় না, এবং প্রায় কোন ব্যবহারে আসে না। স্থানে স্থানে বিশেষতঃ মধুয়ার চরের শাল্মলিতরু সকলে অনেক মধুক্রম দৃষ্ট হয়। সাপের মাসী, ঝিল্লী, উরচুঙ্গা, ঘুগরা, মৈষা, পাঠাফলিঙ্গ, বাঘাফলিঙ্গ, ধলিফলিঙ্গ, গাঙ্গিয়াফলিঙ্গ, বোবাফলিঙ্গ, ধানুয়াফলিঙ্গ, ও কাঠুয়াফলিঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার কীট পতঙ্গ আছে। পঙ্গপাল সর্ব্বদা দেখা যায় না; কিন্তু ১২৭০ সনে ইহাদিগের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতে শস্যের বিশেষ অপচয় ঘটিয়াছিল।

(৭) ফটিয়াকে কৈট্কা বা ফটিয়া হরিণও কহে। টীকা ময়না প্রভৃতি ময়না সকল শারিক জাতীয় পক্ষী। টীকাময়না বৃক্ষকোটরে, গাতুয়াময়না কচ্ছবিবরে, এবং পোড়াময়না বিরণাদি তৃণ মধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাসকরে। পূর্ব্বোক্ত ময়না ত্রয়ের আকার প্রায়

পাহাড় ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে হস্তী, বন্যগো, ভল্লুক, উল্লুক, বানর, লাজে কুক্রি (লাজুয়াবানর), রামকুকুর ; বাড়োয়া প্রভৃতি সর্প, অসংখ্য সরীসৃপ ; এবং রামশালিক মাণিকজোড়,ময়ূর,ধনঞ্জয়,ভৃঙ্গরাজ, বনমোরগ,গেড়া,অগেড়া, কাজলা, মদনাতোতা,গুমা,ধান্নুয়া, চন্দনী ও নলটিয়া, সিকু, ফর্দ্দি ও লটকন্ প্রভৃতি শৌকেয় শ্রেণীস্থ বিহঙ্গ, স্বর্ণ কর্ণ ও রৌপ্য কর্ণ ভেদে দ্বিবিধ ময়না ও অন্যান্য বহুতর পশুপক্ষী অবস্থিতি করে। কুঞ্জর কুলের ধাবন, কুর্দ্দন, বৃক্ষোৎপাটন ও বিশাল নাদে ; বানর,উল্লুক, ভল্লুক-দলের উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন, শাখা হইতে শাখান্তর গমন ও ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখভঙ্গীতে এবং শিখিশুকাদি বনবাসি বিহগবৃন্দের নৃত্য বিচরণ ও কলরবে উপশৈল প্রদেশ একান্ত ভয়াবহ, নিরবচ্ছিন্ন কোলাহলময়, অথচ অশেষ কৌতুহল জনক হইয়া রহিয়াছে (৮)।

একরূপ ; প্রভেদের মধ্যে টীকাময়নার মস্তকে চূড়া থাকে। ইহারা উভয়েই সামান্য শালিক ও ময়নার ন্যায় পড়িতে পারে। পোড়া ময়না চটকের তুল্য ক্ষুদ্রাকৃতি, বর্ণ কর্ব্বুর। উদের আকৃতি ইন্দুরের ন্যায়, পরিমাণ বিড়াল সদৃশ ও বর্ণ মাটিয়া। উহা জল সন্নিহিত স্থলে গর্ত্ত করিয়া অবস্থিতি করে ; এবং নিশাযোগে জল নিমজ্জিত হইয়া নানা মৎস্য অন্বেষণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে। উহার লোম অতি কোমল, চিক্কণ, ঘন ও মসৃণ। সরোম চর্ম্মে উৎকৃষ্ট উপাধান প্রস্তুত হয় তদ্ব্যবহার ঊর্দ্ধ সন্নিপাতের বিলক্ষণ উপকারী।

(৮) অত্রত্য হস্তী সকল সচরাচর ৯।১০ ফুট উচ্চ হয়। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ হস্তীও অপ্রাপ্য নহে। যে সকল মাতঙ্গের দন্ত বহি-

র্গত হয় উহাদিগকে নর, আর যে গুলির দন্ত সেরূপ বাহির না হয় তাহাদিগকে মোকনা কহে। করিণী সকল কুমকী বা মেনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এখানকার ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে কোট ও মেলা শিকার দ্বারা হস্তী ধৃত করিবার প্রথা সমধিকরূপে প্রচলিত ছিল। হস্তিগণ মধ্যে২ পাহাড় হইতে নামিয়া নিকটবর্ত্তি গ্রাম সকলে অত্যন্ত উপদ্রব করে। বন্যগো সাতিশয় স্থূল, প্রকাণ্ড শরীর ও অপেক্ষাকৃত খর্ব্বপাদ। ভল্লুক কখন২ সমভূমিতে আসিয়া নানা মত উৎপাত করিয়া থাকে। উল্লুক ২। ২॥ হাত উচ্চ হয়; উহারা অসিতবর্ণ, শ্বেতভ্রু, রোমশ ও লাঙ্গুল বিহীন, মনুষ্যের ন্যায় সোজা হইয়া দুই পায় চলিতে পারে, এবং চতুর্হস্ত জাতীয় জন্তু মধ্যে ইহাদিগের ও নরাকৃতির সহিত সবিশেষ সাদৃশ্য আছে। লাজিকুক্‌রির আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ সামান্যতঃ শ্বেত এবং হস্তপদ খাট; হঠাৎ দেখিলে মার্জ্জার বলিয়া ভ্রম জন্মে। উহা সলজ্জ মর্কট বিশেষ; মনুষ্য দর্শনে যেন লজ্জা প্রযুক্তই নেত্র নিমীলিত করিয়া অধোবক্ত্র হয়, উল্লিখিত স্বভাব নিবন্ধন উহারা তাদৃশ নামে প্রসিদ্ধ। রামকুকুর দেখিতে প্রায় খাটাশের তুল্য। উহার প্রস্রাব জীব শরীরের যে স্থানে সংলগ্ন হয় তাহা পচিয়া যায়।—রামশালিক অতি বৃহদাকার পক্ষী, কিন্তু সারস হইতে ক্ষুদ্র, বর্ণ মাটিয়া। ধনঞ্জয়ের বর্ণ মসীবৎ, চঞ্চু বিশাল এবং উহার মাংসে ধনেশাদি তৈল নামক সূতিকাধিকারের প্রশস্ত ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুকজাতীয় পক্ষীর মধ্যে গেড়া আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, স্বর অতি গম্ভীর। মদনার শরীর হরিৎ বর্ণ, মস্তক ঈষৎ ধূমল, ললাটে জ্ঞ সদৃশ কৃষ্ণ রেখা, চঞ্চু রক্তিম, নিম্ন চঞ্চু এবং তাহার পার্শ্ব ও অধঃস্থ রোমাবলী কৃষ্ণ ও শ্মশ্রুবৎ বিরাজমান; বক্ষস্থল পাটল, ডানার উপরিভাগস্থ কিয়দংশ পীত, এবং পুচ্ছ নীলাভাযুক্ত। তোতার মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। কাজলা ঘোর হরিৎবর্ণ, চঞ্চু কৃষ্ণ এবং মদনার ন্যায় ইহারও শ্মশ্রু আছে। টিয়ার মধ্যে গুমা, চন্দনী ও নলটিয়া প্রসিদ্ধ। গুমার আকৃতি বৃহৎ ও কণ্ঠে কৃষ্ণ রেখা থাকে। চন্দনীর গলদেশে লালরেখা নলটিয়ার পুচ্ছ সুদীর্ঘ। সিকু ও কর্দ্দি ক্ষুদ্রাকৃতি, তন্মধ্যে কর্দ্দি সমধিক সুন্দর। ইহারা সক-

ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ, বন্য শূকর, ও হরিণাদি জন্তু দুর্গম অরণ্য মধ্যে বাস করে। চতল, গেড়িয়া ও থলচুড়ুঙ্গ প্রভৃতি নিবিড়কান্তার সকল ইহাদিগের প্রিয়তম দুর্গস্বরূপ। দিবা দ্বিপ্রহর কালে কত দিন কত ব্যক্তি ঐ সকল স্থানে শ্বাপদ জন্তু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে (১)।

গ্রাম্য পশুর মধ্যে গো, মেষ, মহিষ, অশ্ব, ছাগ, কুকুর ও মার্জ্জারাদি; পালিত পক্ষীর মধ্যে হংস, কপোত, কুক্কুট; কোড়া, কালিম, ডাহুক, এবং টিয়া, তোতা, ময়না, শালিক বুলবুল ও ময়ূর প্রভৃতি নয়নগোচর হয়।

রোহিত, চিতল, কাতল, মহাশকুল, বোয়াল, বাউশ, রিঠা; ইলিশ, পোঠা, বাইটুকা(ঘনিয়া), কচা; গজার, বাচা, পাব, কাজলি, বৈরালি, ভাঙ্গনা, কর্ত্রী (চাপ্‌ল্যা), গোলসা,

লেই পড়িতে পারে। লটকন অতীব ক্ষুদ্র, এবং লটকিয়া থাকা ও বাজি করাই উহার প্রসিদ্ধির কারণ। ময়না কৃষ্ণবর্ণ; স্বর্ণ কর্ণ গুলির চঞ্চু, কর্ণ ও পদ বিশুদ্ধ পীতবর্ণ। রৌপ্য কর্ণ গুলির কর্ণ শুভ্র এবং পদ ও চঞ্চু ঈষৎ পীত। ইহারা বিবিধ স্বরানুকরণে বিলক্ষণ নিপুণ। দ্বিবিধ ময়নার মধ্যে স্বর্ণকর্ণ গুলিই উত্তম।

(১) গোবাঘা, চিতা, নাগেশ্বরী, ফুলেশ্বরী, কেন্দুয়া ইত্যাদি জাতিতে ব্যাঘ্রগণ বিভক্ত। তম্মধ্যে গোবাঘা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহাকে টেরাবাঘও কহে। মধ্যে২ প্রকাণ্ডকায় ও সুদীর্ঘ বিষাণ আরণ্য মহিষ দৃষ্টিগোচর হয়। কয়েক বৎসর হইল চতলে একটি মহিষ নিহত হয়, উহার এক একটী শৃঙ্গ পরিমাণে সার্দ্ধত্রিহস্ত হইয়াছে। হরিণের মধ্যে গাউজ অত্যন্ত বড়। নুটিয়া বা ছাগলিয়া হরিণ ছাগাদি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ।

টেঙ্গরা, পোঠি, ইঙ্গনা (খল্লা), খলিশা প্রভৃতি নানা-জাতীয় মীন, এবং ইচা, কাকড়া কুর্ম্ম কচ্ছপাদি বিবিধ জলজন্তু পরগণার স্থানে২ নদ্যাদি জলাশয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১০)।

(১০) মহাশকূল পাহাড়িয়া মৎস্য। সোমেশ্বরী, মহাখলি, খলঙ্গ ও ভোগবতী প্রভৃতি নদীতে প্রাপ্তব্য। উহা দেখিতে প্রায় রোহিত সদৃশ, কিন্তু মুখ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। এই মৎস্য সতৈল ও সুখাদ্য। উপ-পর্ব্বত অঞ্চলে বনরৌ নামে রোহিত জাতীয় এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। সচরাচর উহারা ভূগর্ভে বাস করে, পরন্তু খাদ্য নহে। লোকে অর্শ রোগের প্রশমনার্থ মহাশকুল ও বন রৌর শল্কে অঙ্গুরীয় নির্ম্মাণ করিয়া ধারণ করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নৈসর্গিক বিভাগ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য—এই বিস্তীর্ণ পরগণার শীর্ষদেশে সমুচ্চ প্রাকার পংক্তির ন্যায় উপপর্ব্বত পুঞ্জ বিদ্যমান রহি-য়াছে। সুসঙ্গ ভিন্ন এজিলার কুত্রাপি আর এ প্রকার উপশৈল শোভা নয়নগোচর হয় না। সুসঙ্গের উবদাখালি এবং ময়মনসিংহের মগরার ন্যায়, দূরগামী মালিঝী ও কংশ, অধিকাংশ পরগণা, ভাগ দ্বয়ে বিভক্ত করিয়া তির্য্যক ভাবে উপবীত সদৃশ বিস্তৃত হইয়া আছে। পশ্চিম ও

দক্ষিণ ভাগ যথাক্রমে মৃগী ও ব্রহ্মপুত্রসলিলে অভিষিক্ত, এবং নেত্রবতী পূর্ব্বদিগের প্রায় পরিখা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। নতোন্নত পাদশৈল, উত্তুঙ্গ সানু, গভীর উপত্যকা, নিবিড় কানন, বিস্তৃত বালুকাভূমি, শস্যশ্যামলক্ষেত্র, প্রশস্ত প্রান্তর, সুদৃশ্য পল্লী, শব্দায়মান নির্ঝর, বেগবতী পয়স্বিনী, বিস্তর জলাশয় এবং নানাবিধ বৃক্ষ লতা ফল পুষ্প ও পশুপক্ষী ইহার ভূপৃষ্ঠকে অতি বিচিত্র ও মনোহর করিয়া রাখিয়াছে। দিগদাহকারি-প্রখর-রৌদ্র অবিরল ধারাবর্ষি ঘনজলদাবলী, শীতাংশু-সমুজ্জ্বল-নির্ম্মলরজনী এবং দৃষ্টি নিরোধি বিষম কুজঝটিকা, এ সমুদয়ই যথা সময়ে এখানে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে (১)।

(১) কোন সংস্কৃত মহাকাব্যে সেরপুরের স্বভাব শোভা যদ্রূপ কীর্ত্তিত আছে নিম্নে তন্মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"প্রদেশমেতং খলু দক্ষিণেন,
স, তীর্থরাজোস্তি বিধেস্তনুজঃ।
সম্পর্কতস্তস্য স, তীর্থভাবং
পাপাত্মনাং পাবনমাপমূনম্॥
যস্যোত্তরস্যাং দিশি শৈল মালা,
গারাভিধানা সুতরাং চকাস্তি।
স্বভাব শোভৈব হরত্যুদারা,
সচেতসাং নেত্র মনাংসি যত্র॥
মৃগীচ খৈড়াচ সমুদ্রগে দ্বে
ভুজোপমে দীর্ঘতমে প্রসার্য্য।
যোয়ং সমালিঙ্গতি তীর্থরাজং
সদা সদাচার পরঃ প্রদেশঃ॥

বিশেষতঃ সা নগরোপকণ্ঠে
স্রোতস্বতী সুপ্রতরাবতারা।
সেরীজ্ঞি নাম্না সুতরাং প্রসিদ্ধা
বিরাজমানা পরিখেব ভাতি।
সোমেশ্বরী ভোগবতী চ তীব্রা
মহাঋর্ষিনাম নদীপরাপি।
সুমন্দগা মালিঝি নামিকান্যা
যস্যাঙ্কশয্যামভিতঃ শ্রয়ন্তে॥
রক্তোদকাঃ ক্বাপি সুধাবদাতঃ—
তোয়াঃ ক্বচিচ্চিত্ররুচঃ ক্বচিচ্চ
বিশ্বম্ভরায়া ইব ভক্তিশোভাং
বিতেমুরেতাঃ সরিতঃ সমেত্য॥"

নৈসর্গিক বিভাগ—উপপর্ব্বত, মৃগী, এবং মালিঝী ও কংশ নদীদ্বারা সেরপুর পরগণা প্রধানতঃ এই ছয়টি প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ১ ম—উপপর্ব্বত প্রদেশ, উপশৈল সমাকীর্ণ বন্ধুর ভূভাগ সকল ইহার অন্তর্গত। ইহা পরগণার উত্তরভাগে অবস্থিত। ২ য়—মৃগী প্রদেশ, ইহার উত্তরে উপপর্ব্বত প্রদেশ ও কড়ইবাড়ী, পূর্ব্বে মৃগীনদী ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বিতীয়ধার *, দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, এবং পশ্চিমে পাতিলাদহ ও পুখরিয়া। এই প্রদেশ পশ্চিমভাগে বর্ত্তমান। ৩ য়—উত্তর-মালিঝী প্রদেশ, ইহার উত্তরে উপপর্ব্বত প্রদেশ, পূর্ব্বে ভুরাঘাট ও রামখালি, দক্ষিণে

---

* ২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

মালিঝী, এবং পশ্চিমে সোমেশ্বরী খাল নামক মালিঝীনদীর প্রথম অংশ। এই প্রদেশ মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহাকে মালিঝী-সোমেশ্বরী, সোমেশ্বরী-মহাঋষি, মহাঋষি-খলঙ্গ, খলঙ্গ-ভোগবতী, ও ভোগবতী-ভূরাঘাট এই পাঁচটি শাখা প্রদেশে বিভক্ত করা যায়। ইহাদিগের প্রত্যেকের পশ্চিম দিকে প্রথমোক্ত ও পূর্ব্বদিকে শেষোক্ত নদীগুলি বর্ত্তমান। ভোগবতী-ভূরাঘাট পুনশ্চ গাঙ্গিনানদী দ্বারা দুই উপশাখায় বিভক্ত; উত্তর গাঙ্গিনা ও দক্ষিণ গাঙ্গিনা। ৪ র্থ—দক্ষিণ মালিঝী প্রদেশ, ইহার উত্তরে মালিঝী, পূর্ব্বে খড়িয়ানদী, দক্ষিণে আলাপসিংহ ও পুখরিয়া, এবং পশ্চিমে মৃগী প্রদেশ। এই প্রদেশ দক্ষিণভাগে বিদ্যমান ও দুইটি শাখা প্রদেশে বিভক্ত; মৃগী-মালিঝী, ও সূতী-খড়িয়া। মৃগী ও মালিঝী নদীর মধ্যগত স্থান সকল মৃগী-মালিঝীর অন্তর্নিবিষ্ট; উহার পূর্ব্বসীমা ঘোড়ামারা, বঙ্গেশ্বর, ও সূতী। সূতী হইতে খড়িয়াপর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ সূতী-খড়িয়াবলিয়া গণ্য। ৫ ম— উত্তর কংশ প্রদেশ, ইহার উত্তরে উপপর্ব্বত প্রদেশ পূর্ব্বে নেত্রবতী ও সুসঙ্গ পরগণা দক্ষিণে কংশ এবং পশ্চিমে ভূরাঘাট ও রামখালি। ৬ ষ্ঠ—দক্ষিণ কংশ প্রদেশ, ইহার উত্তরে কংশ এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সুসঙ্গপরগণা। শেষোক্ত প্রদেশ দুটি পরগণার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

পরগণার ভাগ, প্রদেশ ও তদন্তর্গত প্রধান প্রধান স্থান গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ভাগ।	প্রদেশ।	প্রধান প্রধানস্থান।
উত্তর সেরপুর।	উপপর্ব্বত প্রদেশ।	মহাখাষি দ্বার, থলঙ্গ দ্বার, ভোগাই দ্বার, লাউচাপড়া, মালা কোচা, বুরুঙ্গা নাকগাঁও, মহিষ লেটি, বরাখ, ঘোষগাঁও, গানই, ইত্যাদি।
পশ্চিম সেরপুর।	ঘুনী প্রদেশ।	ধান্দুয়াকামালপুর, গোয়ালগাঁও-বাটাজোড়, ছনকান্দা, লক্ষ্মীডাঙ্গরি, হেড়ুয়া-কীর্ত্তিগঞ্জ, চরসেরপুর, লছমনপুর, জঙ্গলদি, চরবরইগাছি, চরবাছুরআলগি ইত্যাদি। মালিঝী-সোমেশ্বরী—বাঘহাতা, ভায়াডাঙ্গা, টেঙ্গর পাড়া ইত্যাদি।
মধ্য সেরপুর।	উত্তর মালিঝী প্রদেশ।	সোমেশ্বরী-মহাখাষি—কাঁকসা, ধানশাইল, প্রতাপনগর, কালীনগর, ইত্যাদি। মহাখাষি-থলঙ্গ—দুইনন্নি, চান্দগাঁও, বনগাঁও, রাজনগর, হাটসন্ন্যাসীতিটাইত্যাদি। থলঙ্গ-ভোগবতী—পলাশিয়া কুড়া, সিঁধুলি, আন্দারুপাড়া, [illegible]গাঁও, শিমুলতলা-ছিটপাড়া ইত্যাদি।
	ভোগবতী জুরাঘাট।	উত্তরগাঙ্গিনা—তন্ত্র, কাকরকান্দি, যুগলী, নৈরারিকুড়া, ঘোষপেড়, মণিকুড়া, হাজুয়াঘাট, ফুলঘরমুজাখালি, কৈচাপুর ইত্যাদি। দক্ষিণ গাঙ্গিনা—মরিচপুরাণ, নালিতাবাড়ী, সিঙ্গুয়ারূপনারায়ণকুড়া, নরাইল, ধারা, স্বদেশী, নাশুল্লা, সরচাপুর, রোস্তমপুর ইত্যাদি।

ভাগ।	প্রদেশ।	প্রধান প্রধানস্থান।
দক্ষিণ সেরপুর।	দক্ষিণ মালিঝী প্রদেশ।	মৃগী-মালিঝী—কাকিলাকুড়া, ।৵০ শ্রীবরদি শম্ভুগঞ্জ, পোড়াগড়, ঘিলাগাছা, শঙ্করঘোষ, রহমতপুর, কুক্কুয়া, মাদারপুর, গাজিরখামার, ঘাগরা, গড়জরিপা, সহরসেরপুর, বরেরা, ভীমগঞ্জ, রৌয়া, চরনয়াবাদ ইত্যাদি। স্বতী-খড়িয়া—নখলা, কাদেয়া, লখেরা হাসনখিলা, সাইলামপুর, ভাইটকান্দি, বাথাই পশ্চিমপাড়া, বাঁশতলা ইত্যাদি।
পূর্ব্ব সেরপুর।	উত্তর অংশ প্রদেশ।	গাজিরভিটা, বাঘবেড়, মুনসিরহাট, আতুয়াজঙ্গল, বনগাঁও, বিলডোরা, গুস্তাবহলি, পূর্ব্ববহলি, দর্শা, নাঙ্গলজোড়া, গামারিতলা ইত্যাদি।
	দক্ষিণ অংশ প্রদেশ।	রূপসী, পাগলা, গোমগাঁও, ভালকি, দাদুরা, বরইকান্দি, আজমপুর, শ্যামপুর (প্রং কালীহর), মহদিপুর ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্থানীয় ব্যাবহারিক লক্ষণ।

স্থানীয় ব্যাবহারিক লক্ষণ—সাগরদি, আলাপসিংহ, সুসঙ্গ, এবং নসিরুজিয়ালের ছিটা ভূমি সকল এ পরগণার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে লক্ষিত হয়; আবার সুসঙ্গ ও আলাপসিংহ পরগণা মধ্যেও এখানকার ছিটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে বিপুল ভূখণ্ড উত্তর দক্ষিণে বাঁশতলা অবধি মুখ্য মাঝিআলি পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে আমতৈল অবধি পাগলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে, উহাকে সুসঙ্গের অঙ্কস্থ বলিলেও হয় * (১)।

(১)—ক এ পরগণায় ভিন্ন পরগণার ছিটা:—

সাগরদি—জোওয়ার মেঘাদল, চক্রপুর, আশ্বিনাকান্দা, খাতুরা, ভাড়েরা, ঝরাকুড়া, নওবুচি, নুনখোলা, ঘোষগাঁও, মাণিককুড়া, কৃষ্ণপটি, ঘুগরাকান্দি, বরকান্দা, বালিগাঁও, দর্শা, গুয়াতলা ও চন আটিয়া ইত্যাদি।

---

* বোধ হয় এই নিমিত্তই ঐ ভূখণ্ড ময়মনসিংহজিলার সাধারণ মানচিত্রে সুসঙ্গ পরগণায় পরিগৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা সেরপুর পরগণার অধীন এবং সেরপুরের মানচিত্রে যথা রীতি অঙ্কিত হইয়াছে!

প্রধান প্রধান গ্রাম মাত্রেই প্রায় ক্রয় বিক্রয়ের নিমিত্ত হাটবাজার এবং সর্ব্বত্র গমনাগমন জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ বর্ত্ম সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরগণার অপেক্ষাকৃত পশ্চিমাংশে কিয়ৎস্থান অধুনা সহরসেরপুর বলিয়া পরিগণিত। এই স্থানে ভূম্যাধিকারী, তালুকদার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদি অনেক ভদ্রলোক বাস করেন, এবং মুন্সেফি আদালত, পুলিসষ্টেসন, পোষ্টাফিস, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ও অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রায়শঃ গ্রামে অধিকারিগণের স্বেচ্ছাক্রমে বাস্তু ও পৌরপাল এবং মধ্যে মধ্যে কামাখ্যা ও গোপাল-কামাখ্যাদির সেবার্থ কিছু কিছু ভূমি ও ব্রহ্মোত্তর নিরূপিত আছে।

ঘোষগাঁও ও গানই প্রভৃতি দুই একটি গ্রামে হস্তীধৃত করণাদি কর্ম্মসম্পাদন জন্য বেতন স্বরূপ আশু ভূমির কর

আলাপসিংহ } ——পাকুড়িয়া, হাওরা, গণপড়ি (গণপদ্দি),
তপে সাতসিকা } আলিনাপাড়া, চান্দশ্রী, কুকুয়াপাড়া, ও কুড়ি
উড়া ইত্যাদি।

সুসঙ্গ—রাজাবাড়িয়া, আমতৈল, ও চনাজার ইত্যাদি।

নসিরুজিয়াল—পংসিহালা (শেওলা)।

খ—ভিন্ন পরগণায় এ পরগণার ছিটা ঃ—

সুসঙ্গে—বাঁশতৈল, ফণিয়া, নালিয়াকান্দা, আটানকাণপাড়া, বিলযোড়া, খাড়চাইল, জটিয়াবর, বাঁশতলা, তিল আটিয়া, দাহুরা, বগীরপাড়া, কাটাসিয়া, ও হাসাপুর (প্রংহাসনপুর) ইত্যাদি।

আলাপসিংহে—ভাইটকান্দি, রবিরমারা, নারীকেলী, হিরণী, ও ভিতপুর ইত্যাদি।

স্থগিত আছে * ; পরন্তু ঐ কর্ম্ম প্রতিপালিত না হইলে, অথবা অনাবশ্যক হইয়া উঠিলে তাহা গ্রহণ করিবার ও প্রথা দৃষ্ট হয় †। ভৃত্যবর্গকে সময়ে সময়ে ভৃতির পরিবর্ত্তে কিছু কিছু ভূমি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা নানকার বলিয়া কথিত ; স্থলভেদে উহারও যথাসম্ভব কর নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু কর্ম্মচ্যুত হইলে নানকারের সহিত কাহারও সম্পর্ক থাকে না।

যে গ্রামের ভূমি অবিভক্ত তাহাকে মৌজা এবং যাহার ভূমি বিভক্ত তাহাকে কিসমত কহে। যে স্থলে প্রায় সমগ্র গ্রামে একের এবং তন্মধ্যগত নির্দ্দিষ্ট কতক ভাগে কেবল অন্যের অধিকার থাকে সে স্থলে ঐ নির্দ্দিষ্ট ভূমিকে চক বলে। পক্ষান্তরে গ্রামস্বামী কতকভূমি অপর ব্যক্তিকে বিশেষ নিয়মে বন্দোবস্ত করিয়া দিলে স্থল ভেদে ঐ অধীন স্বত্ব ও চক বা চকতালুক রূপে গণ্য হইয়া থাকে। দেহা গ্রামগত অধিকারের পরিমাণ। গ্রামের বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র অংশ পাড়া এবং মাঠ সকল বন্দ বলিয়া প্রথিত।

---

* ১৮২৫ সনের ২৩এ ডিসেম্বরের (১২৩২। ১০ই পৌষের) কালীগঞ্জের একটীং আওল রেজেষ্টার মেঃ উইলিয়ম ডেম্পিয়র সাহেবকৃত ঘোষগাঁও—গান্ধইর বন্দোবস্তি রোবকারি।

† রূপনারায়ণকুড়ার অন্তর্গত ডালুপাড়া প্রভৃতি স্থানেও পূর্ব্বে এইরূপ আওভূমির কর স্থগিত ছিল। কর্ম্ম অনাবশ্যক হওয়াতে বহুকাল হইতে তাহা লওয়া যাইতেছে।

আবার অবস্থানানুসারে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রাম ভিন্ন ভিন্ন চাকলায় সন্নিবিষ্ট।

এখানে প্রধানতঃ মাল ও সায়ের এই দ্বিবিধ-মহাল প্রসিদ্ধ আছে। বিলাত ও গারোয়ান—মালের ; এবং জলকর, বনকর, ও হাটগঞ্জ প্রভৃতি—সায়েরের অন্তর্গত। সমস্ত পরগণায় সামান্য রায়তওয়ারি—প্রথা প্রচলিত। স্থলভেদে হুজুরি জোত আদিও লক্ষিত হয়। ঘোষগাঁও ও গানই প্রমুখ কোন কোন গ্রাম ভূঞাগিরি সূত্রে * ভূঞাদিগের সহিত বন্দোবস্ত আছে। পাট্টাইতালুক ও চক এস্থানে অনল্প। যে সমস্ত গ্রাম অব্যবহিত রূপে ভূম্য-ধিকারিগণ ভোগ করেন, সে গুলিকে তরফুদি, খাসতরফুদি, অথবা নিজতালুক কহে। তরফুদি এবং তন্মধ্যগত পাট্টাইতা-লুক ও চক প্রভৃতির সমষ্ট্যাখ্যা জমিদারিমহাল। সেরপুরে পত্তনি, মিরাসইজারা, বিবিধ নিষ্কর, খারিজাতালুক এবং খাসমহাল প্রভৃতি নানা প্রকার মহাল ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় (২)।

(২) ১৯৭ বৎসর পূর্ব্বে এপরগণায় মহাল সকলের মালজাহাত ও

---

* ঘোষগাও—গানইর বন্দোবস্তি রোবকারি। সারসর্দ্দারদিগকে ভূঞা কহে। ভূঞাগিরি—বেতন নিরূপণ পূর্ব্বক উহাদিগের সহিত বিশেষ নিয়মে যে কয়েকটি গ্রাম বন্দোবস্ত আছে, সে গুলিকে ভূঞা-গিরি—মহাল বলাযায়।

সায়ের জাহাত এই দুই প্রধান বিভাগ ছিল*। একশতাব্দী পূর্ব্বে মূলতঃ এই তিন প্রকার মহাল ছিল ; মহাল জায়গীর, মহাল নাওয়া ময় জায়গীর হরকরা এবং মহাল খালিসা ময় আবুআব ফৌজদারি।

মহাল জায়গীর তিনভাগে বিভক্ত ; তালুকদারান, সদায় কাপাস ও নিজতালুক চৌধুরী। ফুলপুর, চরকাউড়িয়া, শ্রীপুর, ও রামদেব রায় প্রভৃতি নামীয় তালুক তালুকদারানে সন্নিবিষ্ট। সদায় কাপাস পাঁচটি দ্বারা ও একটি কাড়িতে বিভক্ত ; যথাঃ—দ্বারাইরহিমাবাদ, দ্বারাসুগঙ্গ, দ্বারাবালিজুরি, দ্বারা সগুণা, দ্বারা বাণযান ও কাড়িসুগঙ্গ গোড়ক-টি। নিজতালুক চৌধুরী প্রথমতঃ মালজাহাত ও সায়ের জাহাত এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। মালজাহাত পুনশ্চ গের্দ কসবা প্রমুখ ছয় গের্দ ও তালুকদারানে বিভক্ত ছিল। শেষোক্ত তালুকদারানে ধুকুরিয়া ও জালকাটা প্রভৃতি গ্রাম শঙ্কর মজুমদারের নামে ; এবং তদ্ভিন্ন পাতিল যাওয়া প্রভৃতি, অন্যান্য তালুক লিখা যাইত। সায়ের জাহাতে জল কেশব রায় প্রভৃতি জলমহাল, উমাগঞ্জ ইত্যাদি হাট, খাটমার প্রভৃতি ধুলট এবং খেয়া ও সিকাড়ার খাজানা নির্ণীত ছিল।

মহাল নাওয়া ময়জায়গীর হরকরা মাল জাহাত ও সায়ের জাহাতে বিভক্ত। রৌহা (রৌয়া), খসুয়া, নখলা, পাইকুড়া ও খুজিউড়া প্রভৃতি গ্রাম প্রথমোক্তের এবং খাটমার প্রমুখ কতকগুলি জলমহাল শেষোক্তের অন্তর্গত।

মহাল খালিসাময়আবুআব ফৌজদারির ৩ টি বিভাগ লক্ষিত হয় ; মালজাহাত, সায়ের জাহাত ও থানাজাত। বাথাই পশ্চিম পাড়া, নপাগায়া ও ধোবাউড়া আদি গ্রাম মাল জাহাতে, জলকাছাটিয়া ও জলসেকদি প্রভৃতি জল মহাল, হাট মোকামিয়া এবং ধুলট কোতোয়ালি ইত্যাদি সায়ের জাহাতে অপর শ্রীরামপুর প্রভৃতি থানা, বাণবান আদি কাড়ি, কোতোয়ালি, ফৌজদারিচুকানি খরচা, হুজুর

---

* ১১৭৮ সনের ৷৵০ ও ।৵০ আনার বাটোয়ারা।

কাছারি এবং বারমানিয়া, কীর্ত্তিগঞ্জ, ও পীরিজপুর ইত্যাদি গ্রাম থানাজাতে সন্নিবিষ্ট। এতভিন্ন পিঠাপুলি, গোবরাকুড়া, কুষা ও কাঁকরকান্দি প্রভৃতি গ্রামে পৃথকরূপে ভূম্যধিকারিগণের জায়গীর এবং হরিপুর, ঠেঙ্গাবর, বয়েরা, ঢাকলহাটি, চাঁপাইতল, ও মনকান্দা আদি গ্রামে খামার নির্দ্ধারিত ছিল *।

৮১ বর্ষ পূর্ব্বে এখানে ত্রিবিধ মহাল ভেদ দৃষ্ট হয়; মাল জাহাত, জলকর, ও চান্দিনা। তন্মধ্যে মাল জাহাত—জিম্মাদারান (বর্ত্তমান পাট্টাই তালুকদারান), ইজারাদারান, ও তরছুদি এই শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত †। ৫৫ বৎসর অগ্রে মহালের এইরূপ বিভাগ থাকা জানা যায়; যথাঃ—নিজতালুক বা তরছুদি, মৌরসি তালুক লাহেক খারিজা, পাট্টাই তালুকদারান, পয়নামি পাট্টাই তালুকদারান, জায়দাদ, ও লাখেরাজ। নিজ তালুক—হরফে মাল ও সায়রাত এই দুই প্রকার, লাখেরাজে—ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পীরপাল, যৌতুক ও কুলোচিত, তথা জীবকা (জীবিকা) প্রভৃতি অবধারিত ছিল ‡। যাহা হউক কালের পরিবর্ত্তন এবং মহাল বিভাগে লোকের যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকা প্রযুক্ত উহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র একরূপ নয়নগোচর হয় না।

এক সময়ে শমন, বরাথ, ঘোষগাঁও, মহিষলেটি; আতুয়াজঙ্গল গাজির খামার, দাওধারা, ও কুমরি প্রভৃতি গ্রাম গুলিকে দাতব্য এবং খানশাইল, বুরুঙ্গা, বনগাঁও, কোণাপাড়া যোগানিয়া, ঘোষপেড়, ও অমৃতাআদি গ্রাম সকলকে দেবোত্তর মহাল কহিত। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সমস্ত গ্রাম সেরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে না। কোণাপাড়া যোগানিয়া প্রমুখ যে উনবিংশ গ্রামের কর ধার্য্যের নিমিত্ত ৪৫০ ও ৪৫১ নম্বরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত

---

* ১০৮১ সনের তুমারজমা। ঐ কাগজে কতকগুলি বিষয় বাজে সায়ের শ্রেণীতে লিখিত আছে; তদ্বিশেষ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

† ১১৯৭ সনের হকিকত জমা।

‡ ১২২৩ সনের হকিকত একওয়াল জমা।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যবহারিক প্রদেশ বিভাগ, অধিকারগত বিভাগ, রাজকীয় বিভাগ।

ব্যাবহারিক প্রদেশ বিভাগ—এখানে, সংজ্ঞা ও কাল-ভেদে জোওয়ারওয়ারি, গেদওয়ারি, এবং চাকলাওয়ারি এই ত্রিবিধ ব্যাবহারিক প্রদেশ বিভাগ প্রচলিত দৃষ্ট হয়।

জোওয়ারওয়ারি বা প্রাচীন বিভাগ। মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব, ও নবাব সায়েস্তাখাঁর শাসনকালীন ১০৮১ সনের তুমার জমার কাগজে ইহা সমুল্লিখিত আছে। ঐ

হয়, তাহাতে লছমনপুর ইত্যাদি ২।৩ খানি গ্রামের ভূমি ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় (দাতব্য ও দেবোত্তরের পরিবর্ত্তে) বন্দোবস্তি মহাল সপ্রমাণ হইয়া করভার হইতে বিমুক্ত হয়।*

পূর্ব্বে ফুলপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে কাপাসের কোটছিল। তোপখানা বলিয়াও একটি মহাল প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই ঠিকানা পাওয়া যায় না।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সময়ে সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কানুন সূত্রে মোকদ্দমা হইয়া কতকগুলি মহাল খাস হইয়া যায়; ঐ গুলি খাস মহাল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

---

* ১৮৪২ সনের ৭ই জুলাই ৪৫০। ৪৫১ সংখ্যক তৃতীয় কানুনের রোবকারী।

কাগজ অনুসারে সেরপুর ১০টি জোওয়ারে বিভক্ত; যথা—১ জোং সেরপুর, বর্ত্তমান সহর সেরপুর এবং কুমরি, নওহাটা, চরসেরপুর ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান সকল ইহার অন্তর্গত। ২ জোং সুরপুর *, জোং সেরপুরের উত্তরে; কুরুয়ামথুর, কুরুয়ামাধব, ঘাগরা, ভট্টপুর, ও লাউচাপড়া প্রমুখ গ্রামগুলি ইহাতে সন্নিবিষ্ট। ৩ জোং চান্দগাঁও, জোং সুরপুরের পূর্ব্বভাগে; চান্দগাঁও, বনগাঁও, পোড়াগাঁও, ও ডাকাবর আদি গ্রাম সকল ইহার অধীন। ৪ জোং পাবই †, জোং চান্দগাঁয়ের পূর্ব্বে; ধারা, রোস্তমপুর ও বারঘরিয়া ইত্যাদি স্থান সমুহ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। ৫ জোং ইসফপুর বা ইশিবপুর ‡, জোং চান্দগাঁয়ের দক্ষিণে; ইহাতে নারীকেলী, গজন্দর, পাঁঠাকাটা, ও কাদেয়া প্রভৃতি গ্রাম সকল অবস্থিত। ৬ জোং টেঙ্গাবর বা ঠেঙ্গাবর §, জোং পাবইর দক্ষিণভাগে; স্বদেশী, বনগাঁও, ও রূপসী, প্রভৃতি গ্রামগুলি ইহার অন্তর্গত। ৭ জোং দশী ×, জোং পাবই ও

---

* ১১৮৮ সনের ৩ রা শ্রাবণের শ্রীমন্তসেন নামীয় সনন্দ, এবং ১১৮৫ সনের ১৫ ই অগ্রহায়ণের প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতির স্বাক্ষরিত বলরাম [illegible] নামীয় সনন্দ।

† ১১৮৫ সনের ১ লা মাঘের জগন্নাথ রায় নামীয় সনন্দ, এবং ১১৮৮ সনের ৩ রা শ্রাবণের শ্রীমন্তসেন নামীয় সনন্দ।

‡ ১১৮৫ সনের ৫ ই চৈত্রের জগন্নাথ রায় নামীয় সনন্দ।

§ ঐ

× ঐ

ঠেঙ্গাবরের পূর্ব্বে ; বিলডোরা, কালতোয়ার ও জুদনই প্রমুখ স্থান সমস্ত ইহার অধীন। ৮ জোং দিয়াড়া, জোং সুরপুরের পশ্চিমে এবং জোং সেরপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণে; ইহাতে কামালপুর, গোয়ালগাঁও, ইনশা ও কড়ইতলা আদি গ্রামনিচয় প্রতিষ্ঠিত। ৯ জোং গেদগার, প্রাগুক্ত জোওয়ার সমুচ্চয়ের উত্তরভাগে অবস্থিত ; গার মহাল সকল ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। ১০ জোং বাজেনায়ের ; প্রত্যেক জোওয়ারে মালজাহাত ও সায়ের জাহাত এই দুই প্রকার* মহাল আছে, যে সকল সায়ের মহাল কারন বশতঃ অন্যান্য জোওয়ারে নিবিষ্ট হইতে পারে নাই ঐ সমস্ত (মাছুয়া মহাল, ঘৃতমহাল, ও মহালকাজিয়ানা প্রভৃতি) ইহাতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কালক্রমে নিম্নলিখিত রূপ জোওয়ার-বিভাগ ও, প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। যথাঃ—জোং কামালপুর *, জোং নাউচাপড়া জোং সুরপুর, জোংপোড়াগাঁও, জোং ভট্টপুর †, জোং

---

* ১১৮৮ সনের ৩ রা শ্রাবণের শ্রীমন্তসেন নামীয় সনন্দ।

† ১১৭৫ সনের ১৭ ই মাঘের আদিত্যরাম সার্ব্বভৌম নামীয় রঘুনাথ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত সনন্দ ; ১১৮৮ সনের ১৬ ই মাঘের উক্ত সার্ব্বভৌম নামীয় ভীমনারায়ণচৌধুরী প্রভৃতির স্বাক্ষরিত সনন্দ এবং ১১৯৫ সনের ৪ঠা ভাদ্রের উক্ত সার্ব্বভৌম নামীয় উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত সনন্দ।

জামগড়া, জোং বার ঘরিয়া, জোংযুগলী ‡, জোংঘোষগাঁও, এবং জোং শলন।

গেদওয়ারি বা মধ্যকালীন বিভাগ। ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের কয়েক বৎসর পরে (১১৭৮ সনে) অত্রত্য ভূস্বামিগণ মধ্যে যে পরস্পর ।।/০ ও ।৵০ অংশের বন্টন হয়, তদঘটিত কাগজপত্রে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে এপরগণা ৬টি গের্দে বিভক্ত। যথাঃ—১ গেং কসবা, বর্ত্তমান সহর সেরপুর এবং বয়েড়া, খলা, মনকান্দা, ও গাজির খামার প্রভৃতি স্থান সকল ইহার অন্তর্গত। ২ গেং দিয়াড়া, গেং কসবার পশ্চিম ও দক্ষিণে; পোড়াগড়, হেড়ুয়া, ও লছমনপুর ইত্যাদি গ্রাম সমূহ ইহাতে সন্নিবিষ্ট। ৩ গেং পাইকোড়া, বা পাইকুড়া, গেং কসবার উত্তরে; বীরবান্দা, কুরুয়ামথুর, ও হাসলিরপার প্রভৃতি গ্রামগুলি ইহার অধীন। ৪ গেং কাদেয়া, গেংকসবার পুর্ব্বাংশে; ইহাতে বারৈকান্দি-মল্লিকেরগড়, বাজারদি ও জালালপুর আদি স্থান সকল প্রতিষ্ঠিত। ৫ গেং ভাটি, গেং পাইকুড়ার পূর্ব্বে; আমতৈল, দর্শা, বহলীগুস্থাপত্রনবিশ (গুস্তাবহলী) ও ভানকি প্রভৃতি গ্রাম নিচয় ইহার অন্তর্গত। ৬ গেং কাছাড়, গেং পাইকুড় ও ভাটীর উত্তরে; ইহাতে জোলঙ্গা, সগুণা, চান্দগাঁও, খুজিউড়া, লাউচাপড়া, সমসচূড়া, ও নাকগাঁও ইত্যাদি স্থান সমূহ অবস্থিত।

‡ ১১৬৯ সনের ২১ এ অগ্রহায়ণের উক্ত সার্ব্বভৌম নামীয় সনন্দ, এবং ১১৮৮ সনের ৩ রা শ্রাবণের শ্রীমন্তসেন নামীয় সনন্দ।

চাকলাওয়ারি বা বর্ত্তমান বিভাগ। গেদওয়ারি বিভাগের পর ইহা প্রবর্ত্তিত হয়, পরন্তু ইহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রথমতঃ ১২০৭ সনের পঞ্চসনাতে লক্ষিত হইয়া থাকে (১)। এই বিভাগক্রমে পরগণা নিম্নোক্ত ৭ চাকলায় বিভক্ত (২)।

ভাটী। ইহার উত্তরে কাছাড় চাকলা ; পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সুসঙ্গ ; এবং পশ্চিমে কসবা ও কাদেরাচাকলা।

(১) ১২০৭ সনের পঞ্চসনা ব্যতীত পূর্ব্বাপরের অনেক কাগজে "চাকলা"র উল্লেখ আছে। * ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের পঞ্চসনা প্রভৃতি কাগজে চাকলা সকলের পর্য্যায় ও সীমার পরস্পর কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। এক সময়ে "ধোবাউড়া" নামেও একটি চাকলা প্রসিদ্ধ ছিল † কিন্তু উত্তর কালে তাহা রহিত হইয়া যায়।

(২) এপরগণার কাজিদিগের ব্যবহৃত চাকলা যথা—

চাকলা।	প্রধান প্রধান গ্রাম।
কামালপুর… … …	…চর সেরপুর, বাড়ারচর ইত্যাদি।
নুরপুর… … … …	…ঘিলাগাছা, ভায়াডাঙ্গা ইতাদি।
বার ঘরিয়া… … …	…রাজনগর, বনগাঁও ইত্যাদি।
ভাটী… … … …	…পাবিয়াজুরি, হালুয়াঘাট ইত্যাদি।
ইসফপুর… … …	…বড়েয়া, ভাইটকান্দি ইত্যাদি।
কড়ইতলা… … …	……লছমনপুর, জঙ্গলদি ইত্যাদি।
হুজুরি…… … …	……বাণিয়া পাড়া, সেরী ইত্যাদি।

* ১১৮৮ সনের ||/০ বাটোয়ারা—১১৯৭ সনের হকিকত জমা—১২১২ সনের পঞ্চসনা—১২২৪ সনের হিংরাজচন্দ্র চৌধুরীর হকিকত একওয়ালজমা—১২২৭ সনের |৶০ হিস্যার ইশিমনবিশি—১২৩৭ সনের বিজয়া চৌধুরাণীর প্রদত্ত জমাজমির কাগজ ইত্যাদি।

† ১১৯৬। ১৪ ই পৌষ গদাধর আগম বাগীশ নামীয় সনন্দ।

ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে গামারিতলা অবধি গুজাকুড়া পর্য্যন্ত এবং উত্তর দক্ষিণে বাঘবেড় অবধি দাড়ুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভোগবতী-ভুরাঘাটের দক্ষিণভাগ, উত্তর-কংশের অধিকাংশ এবং দক্ষিণ-কংশের সমস্ত স্থান এই চাকলার অন্তর্নিবিষ্ট। এতদন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রামঃ—কালডোওয়ার, দর্শা, গোমগাঁও, ইত্যাদি।

কাছাড়। ইহার উত্তরে গেদগারচাকলা ও গার পর্ব্বত প্রদেশ, পূর্ব্বে সুসঙ্গ, দক্ষিণে সুরপুর, কসবা ও ভাটী চাকলা, এবং পশ্চিমে দিয়াড়াচাকলা। ইহা উত্তর দক্ষিণে মহিষ লেটি অবধি সিঙ্গুয়ারূপনারায়ণকুড়া পর্য্যন্ত এবং পুর্ব্ব পশ্চিমে ঘোষগাঁও অবধি মতুরচর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। উত্তর মালিঝী ও উত্তর কংশের উদীচ্য ভাগ তথা মহাঋষি দ্বার প্রভৃতি দ্বার ত্রয় ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত উপ পর্ব্বত প্রদেশ ইহাতে সন্নিবিষ্ট। এতদন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রামঃ—বুরুঙ্গা, কাঁকরকান্দি, বরাখ, ঘোষগাঁও, গানই, ইত্যাদি।

কাদেয়া। ইহার উত্তরে কসবা ও ভাটীচাকলা, পূর্ব্বে ভাটী চাকলা, দক্ষিণে পুখরিয়া, এবং পশ্চিমে কসবা ও দিয়াড়া চাকলা। ইহা উত্তর দক্ষিণে গোরকপুর হইতে চরনয়াবাদ পর্য্যন্ত এবং পুর্ব্বপশ্চিমে রবিরমারা হইতে তারাকান্দি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার অধিকাংশ দক্ষিণ মালিঝিপ্রদেশে

সূতীখড়িয়ার মধ্যে অবস্থিত। এদন্তর্গত প্রধান২ গ্রামঃ—ইশিবপুর, রৌহা, রঘুনাথপুর ইত্যাদি।

কসবা। ইহার উত্তরে সুরপুর ও কাছাড়চাকলা; পূর্ব্বেভাটী ও কাদেয়াচাকলা, দক্ষিণে কাদেয়া ও দিয়াড়া চাকলা, এবং পশ্চিমে দিয়াড়া চাকলা। ইহা উত্তর দক্ষিণে হাসুলীরপার অবধি চরসাপনারি পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে গোবিন্দনগর হইতে রামকৃষ্ণপুর পর্য্যন্ত, ব্যাপ্ত। এই চাকলার অধিকাংশ দক্ষিণ-মালিঝি প্রদেশে মৃগীমালিঝির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এতদন্তর্গত প্রধান২ গ্রামঃ—নারায়ণপুর, বৈকুণ্ঠপুর, বরেয়া, মবারকপুর, গাজিরখামার ইত্যাদি।

দিয়াড়া। ইহার উত্তরে সুরপুর ও কাছাড় চাকলা, পূর্ব্বে সুরপুর ও কসবাচাকলা, দক্ষিণে পুখরিয়া, এবং পশ্চিমে পুখরিয়া ও পাতিলাদহ। এই চাকলা উত্তর দক্ষিণে গোয়াল গাঁও-বাটাযোড় অবধি চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব পশ্চিমে যোগিনীমুড়া হইতে বাড়ারচর পর্য্যন্ত প্রসারিত। উহার অধিকাংশ মৃগী-প্রদেশে অবস্থিত। এতদন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রামঃ— চর কাউড়িয়া, শ্রীবরদি, লছমনপুর, ইত্যাদি।

গেদগারচাকলা। ইহার উত্তরে কড়ই বাড়ী পরগণা, এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে কাছাড়চাকলা। ইহার অধিকাংশ ভোগবতী নদীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত এবং সমধিক উত্তরস্থ উপপর্ব্বতসমূহ উহার অন্তর্গত। এই

চাকলা ভোগাইদ্বার, মহাঋষিদ্বার, ও খলঙ্গদ্বার এই তিনিটি দ্বারে বিভক্ত। এতদন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রামঃ—(ভোগাই দ্বারে) বান্দরাপাড়া, চন্দ্রাপাড়া ইত্যাদি। (মহাঋষিদ্বারে) গৌরাঙ্গপাড়া, রাঙ্গতাপাড়া ইত্যাদি। (খলঙ্গ দ্বারে) বরমাপাড়া, মাগুরাপাড়া ইত্যাদি।

নুরপুর। ইহার উত্তরে কাছাড় চাকলা, পূর্ব্বে কাছাড় ও কসবাচাকলা, দক্ষিণে কসবা, এবং পশ্চিমে দিয়াড়া চাকলা। ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রতাপনগর অবধি অমৃতা পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বোরডুবি হইতে ধান্থয়াকামাল-পুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা উত্তর-মালিঝী, দক্ষিণ-মালিঝী উভয় প্রদেশেই বর্ত্তমান। এতদন্তর্গত প্রধান প্রধান গ্রামঃ— বনগাঁও, জালকাটা, পাইকুড়া, শালধা ইত্যাদি।

ভাটী ও গের্দ্দগারচাকলাভিন্ন অন্যান্য চাকলার সমষ্ট্যাখ্যা উজান চাকলা *। এইরূপ কখন কখন ভোগবতীর পূর্ব্ব ভূভাগকে পূর্ব্বাঞ্চল এবং পশ্চিম ভূভাগকে পশ্চিমাঞ্চল কহে।

অধিকারগত বিভাগ--অধিকার সম্বন্ধে সেরপুর জমিদারি, খারিজাতালুক, গবর্ণমেন্টেরখাসমহাল, এবং ওয়াগুজান্তিলাখেরাজ এইচারি প্রধান ভাগে বিভক্ত (৩)।

(৩) এক সময়ে জগজ্জীবন চৌধুরী এপরগণার সর্ব্বময় অধিকারী

---

* ১১৯৬। ৫ই ফাল্গুন ভীম নারায়ণ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত সদাশিব ভট্টাচার্য্য নামীয় ব্রহ্মোত্তর সনন্দ, ১২৫৩। ১৪ই অগ্রহায়ণ উমাকান্ত পণ্ডিতের দত্ত কবুলিয়ত ইত্যাদি।

ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে দুইজন পূর্ব্বেই নিঃসন্তান গতায়ু হন। অবশিষ্ট ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের নাম—জয়নারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ, হরিনারায়ণ, ও মোদনারায়ণ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জয়নারায়ণ, ও কনিষ্ঠ মোদনারায়ণ অত্যন্ত বিচক্ষণ ও উপযুক্ত ছিলেন; তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে জমিদারির শাসন-ভার ইহাদিগের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ১১৭৮ সনে জয়নারায়ণের পৌত্র কীর্ত্তিনারায়ণ * এবং মোদনারায়ণের পুত্র ভীমনারায়ণ পরস্পর ||/০ ও |৶০ আনা অংশ বণ্টন করিয়া লন †। ঐ সময়ে কন্দর্প নারায়ণের উত্তরাধিকারিগণ, কীর্ত্তিনারায়ণের এবং হরিনারায়ণের উত্তরাধিকারিগণ ভীমনারায়ণের সহিত এক পরিবার ভুক্ত থাকেন ‡।

১১৮৮ সনে কীর্ত্তিনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার পিতৃব্য (জয় নারায়ণের অন্যতর পৌত্র) প্রতাপ নারায়ণ § ||/০ আনা সমাংশে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকে |১০ আনা গ্রহণ করেন ¶। কালক্রমে কৃষ্ণচন্দ্রের |১০ আনা তদীয় অনুজ রাজচন্দ্রের এবং প্রতাপের |১০ আনা তাঁহার দত্তক কীর্ত্তিচন্দ্রের নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইতি মধ্যে কন্দর্প নারায়ণ চৌধুরীর উত্তরাধিকারি উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং ভবানী চৌধুরাণী, রাজচন্দ্র ও প্রতাপ নারায়ণের নামে ||/০ আনার অর্দ্ধাংশ |১০ আনা পাওয়ার নিমিত্ত নালিশ করেন। পরন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রের (জয় নারায়ণের) উত্তরাধিকারীদিগের জ্যেষ্ঠাংশ-সমেত |/১০ আনা হিস্যা স্থির হওয়াতে আবেদনকারিগণ ১২১৪ সনে কেবল ৶১০ আনা (প্রত্যেক |১০ আনা হইতে

---

* সূর্য্যনারায়ণের পুত্র।

† ১১৭৮। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ভীম ও কীর্ত্তিনারায়ণ নন্দির একবার।

‡ ৪৫০। ৪৫১ নং সিউমকাম্বনের মোকদ্দমার রোবকারি।

§ সুরনারায়ণের পুত্র।

¶ ১১৮৮। ৬ই কার্ত্তিকের একবার।

/১৫ আনা করিয়া) ডিক্রী লাভ করেন X। এই অভিযোগ সম্বন্ধে ভীমাত্মজ ব্রজনাথ বিস্তর সহায়তা করিয়া ছিলেন। এ নিমিত্ত আবেদকদিগের প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্রানুসারে তিনিও (প্রত্যেক /১৫ আনা হইতে (১০ আনা করিয়া) /০ আনা প্রাপ্ত হন ‡। উল্লিখিত অবস্থা প্রযুক্ত ।।/০ আনা হিস্যা এই কয়েক নম্বর ও অংশে বিভক্ত যথা—

হিং ।১০ মুঃ রামচন্দ্র চৌধুরী—হিং ।১০ মুঃ কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী

১৩৯ নং ………………৶১৫………………৪০৮২ নং ………৶১৫

১৪০ নং………………/৫………………১৩৮ নং ………/৫

উভয় হিস্যা

১৪১ নং………/০

এক্ষণে ।৶০ আনা অংশ বিভাগের কথা বলা যাইতেছে। অতি প্রথমে ভীম নারায়ণের জ্যেষ্ঠাংশ সমেত ।০ আনা এবং হরিনারায়ণের পৌত্র শিবনাথের ৶০ আনা অংশ নির্দ্দিষ্ট হয় †। অনন্তর ভীমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ স্বীয় অংশ লাভের জন্য উদ্যোগী হইলে ব্রজনাথ প্রতারণাভিলাষে রাজস্ব বাকি ফেলিয়া স্বাধিকৃত ।০ আনা জমিদারির মধ্যে ৶১।। কড়া নিলাম করান, এবং উহা ভাগিনেয় গোপালকৃষ্ণ পত্রনবিশের নামে রাখেন; পরে ঐ অংশও তাঁহা হইতে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। নিলাম হইয়া গেলে ব্রজনাথের নিজ নামে যে /১৮।। গণ্ডা থাকে, রঘুনাথ অভিযোগ করিয়া তন্মধ্য হইতে /১৫ আনা বাহির করিয়া লন। অবশিষ্ট ।৩।। কড়া মাত্র ব্রজনাথের নামে রহিল। রঘুনাথ উক্ত /১৫ আনা মধ্যে ,৫ গণ্ডা সন্ধি ক্রমে ব্রজনাথকে ছাড়িয়া দেন। পরন্তু তাহা ঐ /১৫ আনার সহিত অবিভক্ত থাকিয়া যায়। এরূপে ব্রজনাথের ৶১০ আনা ও

X ১২১৪। ৩রা মাঘ (১৮০৮, ১৫ ই জানুয়ারি) সদর দেওয়ানি আদালতের রোবকারি।

‡ ১২৫০।৮ইপৌষ(১৮৪৩,২২এডিসেম্বর)বাটোয়ারার রোবকারী।

† ১১৯৮ সনের হকিকত জমা ও ৶ আনির বন্দোবস্তি ডৌল

রাজকীয় বিভাগ—সেরপুর, জামালপুরউপবিভাগ এবং নসিরাবাদ সদরষ্টেসন এতদুভয় এলাকায় বিভক্ত। পিয়ার পুরের পূর্ব্বস্থ শিরোখালি খাল হইতে উত্তরে পর্ব্বত পর্য্যন্ত এক রেখা টানিলে পশ্চিমে যে সমস্ত স্থান থাকে তাহা জামালপুর উপবিভাগ * এবং ঐ রেখার পূর্ব্বস্থিত সকল স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জিলার অধীন। প্রাগুক্ত এলাকা দ্বয়ে যে সকল পুলিস ষ্টেসন অবস্থিত আছে তাহা, এবং তদন্তর্গত প্রধান প্রধান স্থান নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

রঘুনাথের /১০ আনা অংশ স্থির হইয়াছিল। প্রদর্শিত অবস্থানুসারে।৶০ আনা হিস্যা এই কয়েক নম্বর ও অংশে বিভক্ত যথাঃ—

১৪২ নং……………………৩॥ ৪০৮৩ নং……………৶০

১৪৩ নং……………………৵১॥

১৪৪ নং……………………/১৫

।০

খারিজাতালুক ১২০। ১৪৫। ১৪৬। ১৪৭। ১৪৮। ১৪৯। ১৫৪। ১৭৩। ১৭৪। ১৭৫। ২০৭। ২২৯। ২৩০ ইত্যাদি নম্বরে বিভক্ত।

গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল ৪৯৫৮। ৪৯৮১। ৫০০০। ৫০২০। ৫০২২। ৫০২৩। ৫০২৭ ইত্যাদি নম্বরে বিভক্ত। ইহার মধ্যে কতকগুলি দাএমি এবং অবশিষ্ট সরাসরি।

ওয়াণ্ডজাস্তি লাখেরাজ সকলের মোকদ্দমার নম্বর—
৩৩। ৪৩১। ৪৩২। ৪৩৮। ৪৬১ ইত্যাদি।

---

* জামালপুরের ডিপুটিমাজেষ্ট্রেট টি, এ, ডনো সাহেবকৃত উক্ত উপবিভাগের জিওগ্রাফিকেল্ ষ্টেটমেণ্ট।

এলাকা।	পুলিসষ্টেসন।	প্রধান প্রধান স্থান।
জামালপুর।	সেরপুর।	সহর সেরপুর, বনগাঁও, নালিতাবাড়ী ইত্যাদি।
নসিরাবাদ।	ফুলপুর।	হালুয়াঘাট, বিলভোরা, মুনসির-হাট, ইত্যাদি।
	দুর্গাপুর।	দর্শা, নাঙ্গল ঘোরা, গামারিতলা, ঘোষগাঁও ইত্যাদি।

অষ্টম অধ্যায়।

অধিবাসী, সামাজিক লক্ষণ, জাতীয় উৎসব।

অধিবাসী—দৈহিক গঠনানুসারে অত্রত্য অধিবাসিগণ ককেস্যস ও মোগল এই দুইভাগে বিভক্ত। হিন্দু ও মুসলমানেরা পূর্ব্বোক্ত এবং গার প্রভৃতি পাহাড়িয়া ও অপরাপর অর্দ্ধসভ্যজাতি শেষোল্লিখিত শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট। বোধ হয়, এপরগণাবাসিদিগের ।/০ হিন্দু, ।৵০ মুসলমান, এবং ।০ পাহাড়িয়া ও অর্দ্ধ সভ্যজাতি।